Mujib's Bangladesh

আকাশপথে যাত্রীসেবা সহায়িকা

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

আকাশপথে যাত্রীসেবা সহায়িকা

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

প্রথম প্রকাশ :
ফাল্গুন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/মার্চ, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
প্রকাশনা ও স্বত্ব:
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

মোঃ মাহবুব আলী, এমপি
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বাণী

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন কার্যক্রমের আওতায় আকাশপথে চলাচলকারী ও বিভিন্ন বিমানবন্দর ব্যবহারকারী সম্মানিত যাত্রীদের ভ্রমণের প্রস্তুতি ও বিমানবন্দরে করণীয় সম্পর্কে অবহিত করতে "আকাশপথে যাত্রীসেবা সহায়িকা" প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এই উদ্ভাবনী উদ্যোগকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই।

বাংলাদেশের এভিয়েশন খাতকে গুরুত্ব দিয়ে এর উন্নয়নে কাজ করছে বর্তমান সরকার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় নেতৃত্বে দেশের এভিয়েশন খাত বিকশিত হয়ে উন্নীত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মানে। উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির মধ্য দিয়ে বাড়ছে দেশের আকাশপথে সংযোগ ও যাত্রী পরিবহনের পরিধি। বিগত ১০ বছরে বাংলাদেশের এভিয়েশন মার্কেট প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং যাত্রী ও পণ্য পরিবহন বেড়েছে ১০ শতাংশ হারে। আগামী ১৫ বছরে দেশের এভিয়েশন সেক্টরে প্রবৃদ্ধির হার হবে প্রায় তিন গুণ। ক্রমবর্ধমান যাত্রীদের আন্তর্জাতিক মানের সেবা নিশ্চিতে জননেত্রী শেখ হাসিনার সুদূরপ্রসারী দিকনির্দেশনা অনুসারে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে সারাদেশে বিমান পরিবহন অবকাঠামোর যুগোপযোগী উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, যাত্রীসেবা বৃদ্ধি, কারিগরি ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং নিরাপদ ও সুষ্ঠু বিমান চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্তরিকভাবে কাজ চলমান রয়েছে। "আকাশপথে যাত্রীসেবা সহায়িকা" প্রণয়নের মাধ্যমে যাত্রীসেবা আরো সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় হবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের "সোনার বাংলা" বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকারি দপ্তরসমূহে একটি স্বচ্ছ ও দক্ষতাভিত্তিক কর্মপরিবেশ তৈরি ও সেবা সহজিকরণের যে সদয় নির্দেশনা প্রদান করেছেন তাতে "আকাশপথে যাত্রীসেবা সহায়িকা" গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশা করি। পরিশেষে, এই সহায়িকা তৈরিতে যুক্ত সকলকে আমি ধন্যবাদ প্রদান করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ মাহবুব আলী, এমপি

মোঃ মোকাম্মেল হোসেন
সচিব
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বাণী

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। সম্প্রতি আমরা মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছি। আমাদের ক্রয়ক্ষমতা এবং জীবনমান দ্রুতগতিতে উন্নততর হচ্ছে। ফলে আকাশপথে যাতায়াতের ক্ষেত্রে যাত্রী সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। আমাদের দেশে যেমন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সংখ্যা বেড়ে চলেছে তেমনি প্রত্যন্ত অঞ্চলের যাত্রীগণ যাতায়াতের ক্ষেত্রে আকাশপথকে অনেক সময়োপযোগী মাধ্যম হিসাবে বেছে নিচ্ছে। এছাড়া সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে মধ্যপ্রাচ্যসহ অন্যান্য দেশগুলোতে অভিবাসীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আকাশপথে যাতায়াতের ক্ষেত্রে যাত্রীগণ কর্তৃক বিভিন্ন বিমানবন্দর ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে যাত্রী সাধারণকে উড়োজাহাজের অভ্যন্তরে কিংবা বিমানবন্দরে বিভিন্ন ধরনের শব্দাবলী, সাংকেতিক চিহ্ন ও সর্বজনীন কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়, যা অন্য কোন যানবাহন ব্যবহার করলে অনুসরণ করার প্রয়োজন হয় না। বিশেষ করে কাস্টম্‌স, ইমিগ্রেশন, টিকিটে উল্লিখিত তথ্যাদি, ব্যাগেজ ব্যবস্থাপনা, বৈদেশিক মুদ্রা বহনে প্রযোজ্য তথ্যাদি, উড়োজাহাজে যাত্রীদের অধিকার এবং সর্বোপরি বিদেশের বিমানবন্দরে অবতরণের পর গন্তব্যে পৌঁছানো পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করতে হয়। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন কার্যক্রমের আওতায় "আকাশপথে যাত্রীসেবা সহায়িকা" নামক সংকলনটি প্রণীত হলে এটি ভ্রমণপিপাসু পর্যটক, অভিবাসী এবং যেসব যাত্রী প্রথমবারের জন্য আকাশপথে ভ্রমণ করবে তাদের জন্য একটি তথ্যভান্ডার হিসাবে কাজ করবে।

বিদেশ ভ্রমণে আকাশপথ ব্যবহারের পূর্বে অত্র সংকলনটি পাঠ করলে একজন যাত্রী ভ্রমণের পরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে শুরু করে ভ্রমণ শেষে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে গমনাগমন করতে পারবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। ভবিষ্যতের বাস্তবতার নিরিখে এটি আরও সুনির্দিষ্ট ও ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠবে বলে আমার বিশ্বাস।

বাংলাদেশকে একটি অন্যতম প্রধান এভিয়েশন হাব হিসাবে গড়ে তোলার মানসে যাত্রীসেবার মান উন্নয়ন এবং আকাশপথে চলাচলকে স্বচ্ছন্দ ও নির্বিঘ্ন করতে এ সংকলনটি ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ মোকাম্মেল হোসেন

মুখবন্ধ

আকাশপথে চলাচলকারী ও বিভিন্ন বিমানবন্দর ব্যবহারকারী সম্মানিত যাত্রীরা অনেকেই ভ্রমণের প্রস্তুতি ও বিমানবন্দরে তার করণীয় সম্পর্কে অবহিত নন। ফলে বিমানবন্দরে এসে অনেক সময় তারা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েন। বিশেষতঃ আকাশপথে যাতায়াতকারী প্রবাসী কর্মীরা অনেকাংশেই উপযুক্ত তথ্য, সচেতনতা ও পূর্ব প্রস্তুতির অভাবে বিমানবন্দরে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন। এ সকল তথ্য কোন এক স্থানে সন্নিবেশিত থাকলে বিমানবন্দর ব্যবহারে সমস্যা অনেকাংশেই লাঘব হত বলে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত অংশীজনগণ অনেক সময় জানিয়েছেন। তাই বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন কার্যক্রমের আওতায় "আকাশপথে যাত্রীসেবা সহায়িকা" প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

"আকাশপথে যাত্রীসেবা সহায়িকা" যে কোন আগ্রহী পাঠক এবং বিমানবন্দর ব্যবহারকারী সকল সম্মানিত যাত্রীদের আকাশপথে চলাচলের বিষয়ে একটি বিস্তৃত ধারণা প্রদান করবে। এছাড়া এটি ট্রাভেল এজেন্সি ও বিমানবন্দরে কর্মরত ব্যক্তিদের জন্য গাইডলাইন হিসাবে কাজ করবে। এই পুস্তকে আটটি অধ্যায়ের মাধ্যমে বিদেশ গমনের প্রস্তুতি, বিদেশ গমনে বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা, ইন ফ্লাইট ও ট্রানজিট সময়ে যাত্রীর করণীয়, দেশে ফেরার প্রস্তুতি, দেশে আগমনে উড়োজাহাজ ও বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা, বিবিধ বিষয় এবং যাত্রীদের সমস্যা ও জিজ্ঞাসা আলোচিত হয়েছে। এছাড়া আলোকচিত্রের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বহির্গমন ও আগমনের আনুষ্ঠানিকতা, ফ্লাইটের অভ্যন্তর, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাগজের (টিকেট, বোর্ডিং পাস, বহির্গমন কার্ড ইত্যাদি) নমুনা ও ব্যাখ্যা, গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ঠিকানা, বাংলাদেশে ফ্লাইট পরিচালনাকারী বিদেশি এয়ারলাইন্সসমূহ এবং আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালনাকারী দেশি এয়ারলাইন্সসমূহের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে আকাশপথে ভ্রমণের জন্য যাত্রীসেবা সহায়িকা প্রকাশের উদ্যোগ এই প্রথম। এই বিস্তৃত প্রকাশনাটি প্রাথমিকভাবে অন্তর্জালে প্রকাশ করে এবং পরবর্তীকালে মুদ্রণ কপি বিতরণের মাধ্যমে দেশব্যাপী বিমানবন্দর ব্যবহারকারীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াস গ্রহণ করা হবে। এই প্রকাশনা হতে ভবিষ্যতে আর কিছু ছোট বই এবং মোবাইল অ্যাপ প্রস্তুতের পরিকল্পনা রয়েছে।

"আকাশপথে যাত্রীসেবা সহায়িকা" প্রণয়নের সার্বিক দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী, এমপি-এর প্রতি "আকাশপথে যাত্রীসেবা সহায়িকা" প্রণয়ন কমিটি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে। এছাড়া, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন "আকাশপথে যাত্রীসেবা সহায়িকা" প্রকাশনাকে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন কার্যক্রমের আওতায় প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং প্রণয়ন কমিটিকে সার্বক্ষণিক পরামর্শ ও পথনির্দেশ প্রদান করায় "আকাশপথে যাত্রীসেবা সহায়িকা" প্রণয়ন কমিটি তাঁর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। এছাড়া আমি "আকাশপথে যাত্রীসেবা সহায়িকা" প্রণয়ন কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং সহায়তাকারী সকল সংস্থার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সময়ের প্রয়োজনে যে কোন পুস্তক প্রকাশের অব্যবহিত পর থেকেই তা সংস্করণের যোগ্য হয়ে পড়ে। "আকাশপথে যাত্রীসেবা সহায়িকা" প্রণয়নে অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে যেতে পারে যা পরবর্তী সংস্করণে পরিহার করার প্রয়াস নেওয়া হবে। আমার বিশ্বাস "আকাশপথে যাত্রীসেবা সহায়িকা" ব্যবহারকারীদের সহায়তায় পরবর্তীকালে এটিকে সংশোধন করে অধিকতর উপযোগী করা সম্ভব হবে।

নাফিউল হাসান

যুগ্মসচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

ও

আহ্বায়ক "আকাশপথে যাত্রী সেবা সহায়িকা" প্রণয়ন কমিটি

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের উদ্ভাবনী আইডিয়া বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে “আকাশপথে যাত্রীসেবা সহায়িকা” প্রণয়ন সংক্রান্ত কমিটির তালিকা নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নম্বর	কর্মকর্তাবৃন্দের নাম, পদবি ও প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	কমিটিতে অবস্থান
০১	জনাব জনেন্দ্র নাথ সরকার অতিরিক্ত সচিব (বিমান ও সিএ) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	আহ্বায়ক
০২	জনাব নাফিউল হাসান যুগ্মসচিব (সিএ) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য *
০৩	জনাব আহমেদ জামিল উপসচিব (সিএ-৩) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
০৪	জনাব রোকসিন্দা ফারহানা উপসচিব (সিএ-২) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
০৫	জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম উপ-মহাব্যবস্থাপক (এয়ারপোর্ট সার্ভিসেস) বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড বলাকা ভবন, কুর্মিটোলা, ঢাকা	সদস্য
০৬	জনাব মোঃ আবদুল লতিফ সহকারী পরিচালক (এজিএ) এফএসআর বিভাগ বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, কুর্মিটোলা, ঢাকা	সদস্য
০৭	জনাব মোঃ মেহেদী হাসান প্রোগ্রামার (আইসিটি সেল) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
০৮	জনাব অনুপ কুমার তালুকদার উপসচিব (সিএ-১) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য-সচিব

* জনাব নাফিউল হাসান ০৩.০১.২০২২ তারিখ হতে কমিটির আহ্বায়ক এর দায়িত্ব পালন করেন।

সূচিপত্র

অধ্যায়

১.০	ভূমিকা		১০
২.০	বিদেশ গমনের প্রস্তুতি		১১
	২.১	ভ্রমণের উদ্দেশ্য	১২
	২.২	পাসপোর্ট ও ভিসা সংগ্রহ	১২
	২.৩	পাসপোর্টের মেয়াদ (6-Month Passport Validity Rule)	১২
	২.৪	টিকেট বুকিংয়ের বিস্তারিত	১২
	২.৪.১	টিকেটের মূল্য কীভাবে নির্ধারিত হয়	১২
	২.৪.২	টিকেটের Terms and Conditions	১২
	২.৪.৩	যাত্রাপথ ও এয়ারলাইন্স নির্বাচন	১৩
	২.৪.৪	টিকেটে যাত্রীর তথ্য ও এর গুরুত্ব	১৩
	২.৪.৫	ট্রাভেল এজেন্সির দায়িত্ব	১৩
	২.৫	দেশি বা বৈদেশিক মুদ্রা বহন সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন	১৩
	২.৬	সুস্থতার সনদ, কোভিড টেস্ট ও কোয়ারেন্টিন এর শর্তপূরণ	১৪
	২.৭	প্রাকযাচাই বা OK To Board	১৪
	২.৮	হ্যান্ড লাগেজ	১৪
	২.৯	বুকিং লাগেজ	১৪
	২.১০	পোষা প্রাণী, ফল/বীজ/উদ্ভিদ ও আগ্নেয়াস্ত্র বহনের নিয়ম	১৫
	২.১১	অপ্রাপ্তবয়স্ক যাত্রী	১৫
	২.১২	হুইলচেয়ার সহায়তা	১৫
৩.০	বিদেশ গমনে বিমানবন্দরে আনুষ্ঠানিকতা		১৬
	৩.১	বিমানবন্দরে আগমনের সময়	১৭
	৩.২	ভিজিটর প্রসঙ্গ	১৭
	৩.৩	ডিসপ্লেতে যা নজরে রাখতে হবে	১৭
	৩.৪	হেলথ ডেস্কের আনুষ্ঠানিকতা	১৭
	৩.৫	চেক-ইন কাউন্টারের আনুষ্ঠানিকতা	১৭
	৩.৬	বহির্গমন কার্ড পূরণ করা	১৮
	৩.৭	বিলম্বিত যাত্রায় যাত্রীর অধিকার	১৮
	৩.৮	ওভারবুকিং ও যাত্রীর অধিকার	১৯
	৩.৯	হোল্ড ব্যাগেজ স্ক্যানিং	১৯
	৩.১০	ইমিগ্রশেন এর আনুষ্ঠানিকতা	১৯
	৩.১১	ইমিগ্রেশন পরবর্তী সময়	২০
	৩.১২	বোর্ডিং গেইটের আনুষ্ঠানিকতা	২০
	৩.১৩	আলোকচিত্রে আন্তর্জাতিক বহির্গমনের আনুষ্ঠানিকতা	২১

অধ্যায়

৪.০	ইন-ফ্লাইট ও ট্রানজিট সময়	৩৬
৪.১	আসন গ্রহণ	৩৭
৪.২	খাবার গ্রহণ	৩৭
৪.৩	সুশৃঙ্খল আচরণ	৩৭
৪.৪	Turbulence এর জন্য মানসিক প্রস্তুতি	৩৭
৪.৫	টয়লেট ব্যবহার	৩৮
৪.৬	ইন-ফ্লাইট সার্ভিস	৩৮
৪.৭	অবতরণকালে করণীয়	৩৮
৪.৮	ট্রানজিটকালে করণীয়	৩৮
৪.৯	আলোকচিত্রে ফ্লাইটের অভ্যন্তর	৩৯
৫.০	দেশে ফেরার প্রস্তুতি	৪৬
৫.১	এয়ারলাইন্সের চাহিদা ও যাত্রীর দায়িত্ব	৪৭
৫.২	এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি এজেন্সির চাহিদা ও যাত্রীর দায়িত্ব	৪৮
৫.৩	ব্যাগেজ রুলস এবং যাত্রীর দায়িত্ব	৪৮
৫.৪	কোভিড টেস্ট, টিকা সনদ ও কোয়ারেন্টিন প্রস্তুতি	৪৯
৫.৫	অনুরোধে অন্য যাত্রীর লাগেজ বহন করা	৪৯
৬.০	দেশে আগমনে উড়োজাহাজ ও বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা	৫০
৬.১	উড়োজাহাজে থাকা অবস্থায় করণীয়	৫১
৬.২	হেলথ ডেস্কের কার্যক্রম	৫১
৬.৩	ইমিগ্রেশন কার্যক্রম	৫১
৬.৪	মানি এক্সচেঞ্জ	৫১
৬.৫	লাগেজ সংগ্রহ	৫১
৬.৬	লাগেজ না আসা: কারণ ও করণীয়	৫১
৬.৭	ক্ষতিগ্রস্ত লাগেজ: যাত্রীর করণীয়	৫২
৬.৮	লাগেজ হোম ডেলিভারির প্রাপ্যতা ও পদ্ধতি	৫২
৬.৯	ক্ষতিপূরণ প্রদান পদ্ধতি	৫২
৬.১০	আত্মীয় স্বজনের সাথে যোগাযোগ	৫৩
৬.১১	কাস্টমসের কার্যক্রম	৫৩
৬.১২	বাড়ি ফেরার জন্য ডমেস্টিক ফ্লাইট	৫৩
৬.১৩	আলোকচিত্রে আন্তর্জাতিক আগমনের আনুষ্ঠানিকতা	৫৩

অধ্যায়

৭.০	বিবিধ বিষয়		৬৩
	৭.১	ডমেস্টিক ফ্লাইটে ভ্রমণ	৬৪
	৭.২	মিট এন্ড গ্রিট সার্ভিস	৬৪
	৭.৩	বিএমইটি স্মার্ট কার্ড	৬৫
	৭.৪	প্রবাসী কর্মীর মৃতদেহ আনয়ন	৬৫
	৭.৫	পোষা প্রাণী আনয়ন	৬৬
	৭.৬	গাছের চারা বা বীজ আনয়ন	৬৬
	৭.৭	ডিউটি ফ্রি শপ	৬৬
	৭.৮	কুরিয়ারের মাধ্যমে মালামাল আনয়ন	৬৬
	৭.৯	মালামাল হারানো ও সতর্কতা	৬৬
৮.০	যাত্রীদের সমস্যা ও জিজ্ঞাসা		৬৮
	৮.১	ফ্লাইটের সময় পরিবর্তন সম্পর্কে যাত্রীর অজ্ঞতা	৬৯
	৮.২	বিদেশগামী যাত্রীকে বোর্ডিং প্রদানে অস্বীকৃতি	৬৯
	৮.৩	বিদেশগামী যাত্রীর লাগেজ বুকিং সংক্রান্ত অভিযোগ	৬৯
	৮.৪	ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত অভিযোগ	৬৯
	৮.৫	পণ্য ও সেবা বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ	৬৯
	৮.৬	বিদেশফেরত যাত্রীর লাগেজ সংক্রান্ত অভিযোগ	৭০
	৮.৭	কাস্টমস সংক্রান্ত অভিযোগ/জিজ্ঞাসা	৭০
	৮.৮	হারিয়ে ফেলা জিনিসের সন্ধান	৭০
	পরিশিষ্ট		৭২
	পরিশিষ্ট-১	বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাগজের নমুনা ও ব্যাখ্যা	৭৩
	পরিশিষ্ট-২	গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ	৮৬
	পরিশিষ্ট-৩	যাত্রীবাহী ফ্লাইট পরিচালনাকারী দেশি ও বিদেশি এয়ারলাইন্সসমূহের সাথে যোগাযোগ	৮৮
	পরিশিষ্ট-৪	বাংলাদেশে ফ্লাইট পরিচালনাকারী বিদেশি এয়ারলাইন্সসমূহ	৯১
	পরিশিষ্ট-৫	আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালনাকারী দেশি এয়ারলাইন্স	৯৩
	পরিশিষ্ট-৬	অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটসমূহ	৯৫
	পরিশিষ্ট-৭	দরকারি ওয়েবসাইট ও অ্যাপ	৯৬

১.০
ভূমিকা

আকাশপথে চলাচলকারী যাত্রীদের মধ্যে যারা প্রথমবারের মত উড়োজাহাজে উঠছেন, তাদের অনেকেই ভ্রমণের প্রস্তুতি ও বিমানবন্দরে তাদের করণীয় সম্পর্কে অবহিত নন। আবার আকাশপথে যাতায়াতকারী প্রবাসী কর্মীরা অনেকেই সচেতনতা ও পূর্ব প্রস্তুতির অভাবে বিমানবন্দরে এসে বিভ্রান্ত হন এবং আর্থিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। এ সহায়িকা বিদেশ গমনে ইচ্ছুক ব্যক্তি, প্রবাসী ও তাদের স্বজনদের ভোগান্তি হ্রাস করবে। ট্রাভেল এজেন্সি ও এয়ারপোর্টে কর্মরত ব্যক্তিদের জন্য গাইডলাইন হিসাবে কাজ করবে।

২.০
বিদেশ গমনের প্রস্তুতি

আকাশপথে বিদেশ যাত্রার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতির প্রয়োজন। ভ্রমণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যাত্রীর সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। ভ্রমণের উদ্দেশ্য সৎ হতে হবে। ভ্রমণের জন্য নির্বাচিত পন্থা আইনানুগ ও বৈধ হতে হবে। বিদেশ যেতে হলে নিজের দেশের আইন ছাড়াও গন্তব্য দেশ, এমনকি যাত্রাপথে যদি কোন দেশে ট্রানজিট করার প্রয়োজন হয়, সে দেশের আইন মানতে প্রস্তুত হয়ে বিমানবন্দরে আসতে হয়। এছাড়া যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের নির্ধারিত শর্ত বিভিন্ন হতে পারে। টিকেটে বর্ণিত শর্ত না জেনে ও না বুঝে অপ্রস্তুত অবস্থায় বিমানবন্দরে এসে অনেক যাত্রী ভোগান্তির শিকার হন। এছাড়া ট্রানজিট ও গন্তব্য দেশের চাহিদা অনুযায়ী প্রস্তুতি নিয়ে বিমানবন্দরে না আসলে এয়ারলাইন্স আইনানুগভাবেই যাত্রীকে বোর্ডিং না দিয়ে ফিরিয়ে দিতে পারে।

২.১ ভ্রমণের উদ্দেশ্য

একজন ব্যক্তি কাজ, পড়াশোনা, চিকিৎসা, পর্যটন বা পেশাগত কারণে বিদেশ ভ্রমণ করতে পারেন। তার সংগৃহীত ভিসায় ভিসার ধরনে ভ্রমণের উদ্দেশ্য উল্লেখ করা থাকবে। ভিসায় কাজের কথা উল্লেখ থাকলে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ অনুযায়ী বিএমইটি কার্ড প্রয়োজন হতে পারে। পড়াশোনার উদ্দেশ্যে যারা বিদেশ যেতে চান, তাদের এদেশে পড়াশোনার ধারাবাহিকতা ও গন্তব্য দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির প্রমাণপত্র প্রয়োজন হতে পারে। চিকিৎসার জন্য বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ও গন্তব্য দেশের চিকিৎসক বা হাসপাতালের সাথে যোগাযোগের প্রমাণপত্র দেখাতে হতে পারে। পর্যটক হিসাবে যাওয়ার জন্য রিটার্ন টিকেট, হোটেল বুকিং, বৈদেশিক মুদ্রা এনডোর্সমেন্ট থাকার দরকার হয়। তবে অনেকে কর্মের উদ্দেশ্য গোপন করে পর্যটক বা শিক্ষার্থী হিসাবে ভিসা সংগ্রহ করে বিদেশ যাওয়ার চেষ্টা করেন। এভাবে বিদেশ যাওয়ার চেষ্টা করা বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ এর ৩১ (ক) ধারা মোতাবেক দণ্ডনীয় অপরাধ। পর্যটক ভিসাপ্রাপ্ত যাত্রী রিটার্ন টিকেটে নির্ধারিত দিনে দেশে ফেরত আসবেন না অথবা স্টুডেন্ট ভিসাপ্রাপ্ত যাত্রী নিয়মিতভাবে লেখাপড়ার সাথে সংশ্লিষ্ট নন; কোথায়, কী বিষয়ে, কী শর্তে পড়তে যাচ্ছেন তাও বর্ণনা করতে অক্ষম মর্মে এয়ারলাইন্স বা ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতীয়মান হলে তারা যাত্রীকে প্রত্যাখ্যান করার এখতিয়ার রাখেন।

২.২ পাসপোর্ট ও ভিসা সংগ্রহ

পাসপোর্টে নামের বানান, পিতা ও স্পাউসের নাম, জন্মতারিখ, পেশা, ঠিকানা ইত্যাদি তথ্য উল্লেখ করার সময় সতর্ক থাকা প্রয়োজন। এসব তথ্য ব্যক্তির অন্যান্য পরিচয়পত্রে উল্লিখিত তথ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া উচিত। মেশিন রিডেবল বা ই-পাসপোর্টের যন্ত্রের মাধ্যমে পঠনযোগ্য পাতা কোনভাবেই যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। যাত্রীর বিদেশ ভ্রমণের জন্য ভিসা সংগ্রহে কী পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে সে বিষয়ে যাত্রীর সুস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। ভিসা সংগ্রহের জন্য কোন ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিয়ে থাকলে তিনি তা আইনানুগভাবে সংগ্রহ করেছেন কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে। ভিসায় ভ্রমণের উদ্দেশ্য হিসাবে যা লেখা হয়েছে বাস্তবে যাত্রীর প্রোফাইল তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া প্রত্যাশিত।

২.৩ পাসপোর্টের মেয়াদ (6-Month Passport Validity Rule)

অনেক দেশই তাদের দেশে আগত বিদেশী নাগরিকদের ক্ষেত্রে 6-Month Passport Validity Rule অনুসরণ করে। এ নিয়ম অনুসারে দেশে আগত বিদেশি নাগরিকদের পাসপোর্টের মেয়াদ অন্তত ছয় মাস থাকতে হয়। তবে যারা দীর্ঘমেয়াদে ঐ দেশে বসবাসের অনুমতিপ্রাপ্ত হয়েছেন, তাদের প্রথমবার পরবর্তী আগমনের সময় এ নিয়ম প্রযোজ্য হয় না।

২.৪ টিকেট বুকিংয়ের বিস্তারিত

যাত্রী তার যাত্রাপথে কী কী সুযোগ সুবিধা প্রাপ্য হবেন তা তাঁর টিকেটে বিস্তারিত উল্লেখ করা থাকে। টিকেটের মূল্য নির্ধারিত হয় যাত্রীকে প্রদেয় সুযোগ সুবিধার উপর নির্ভর করে। যাত্রী তার ক্রয়কৃত টিকেটের সব শর্ত জেনে বুঝে প্রস্তুত হয়ে বিমানবন্দরে আসলে ভোগান্তির শিকার হওয়ার আশঙ্কা অনেক কমে যায়।

২.৪.১ টিকেটের মূল্য কীভাবে নির্ধারিত হয়

এয়ারলাইন্সের টিকেটের মূল্য চাহিদা ও সরবরাহের তারতম্যের সাথে ওঠানামা করে। যখন বিপুল সংখ্যক যাত্রী কাছাকাছি সময়ে টিকেট ক্রয়ের আগ্রহ প্রকাশ করেন তখন ঐ সময়ের জন্য নির্ধারিত সীমিত সংখ্যক ফ্লাইটের টিকেটের মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কোন যাত্রী যদি তিন মাস আগেই একই সময়ের টিকেট ক্রয় করেন তাহলে অনেক কম মূল্য পরিশোধ করতে হবে। যে দেশে যাত্রীদের চাহিত রুটসমূহে পর্যাপ্ত বা অধিক সংখ্যক ফ্লাইট রয়েছে সে দেশে এয়ারলাইন্স টিকেটের মূল্য অন্যান্য দেশের তুলনায় কম হবে। কোন রুটে যাত্রীদের অধিক চাহিদা দেখে কোন এয়ারলাইন্স নতুনভাবে ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করলে অথবা বিদ্যমান ফ্লাইট সংখ্যা বাড়িয়ে দিলে টিকেটের মূল্য কমে আসে।

২.৪.২ টিকেটের Terms and Conditions

টিকেট ক্রয়ের আগেই যাত্রীর উচিত এয়ারলাইন্সের ওয়েবসাইটে গিয়ে Conditions of Carriage চেক করা। যাত্রী কী পরিমাণ লাগেজ অতিরিক্ত চার্জ না দিয়ে নিতে পারবেন বা কোন কারণে যাত্রী ফ্লাইট মিস করলে রিফান্ড

পাবেন কিনা এসব বিষয় Conditions of Carriage এ বর্ণিত থাকে। সব এয়ারলাইন্সের ক্ষেত্রে এসব শর্ত অভিন্ন হয় না। যাত্রীকে প্রদত্ত সুযোগ সুবিধার উপর ভিত্তি করে টিকেটের মূল্য কম বা বেশি হতে পারে। যেমন: বাজেট এয়ারলাইন্স বলে পরিচিত এয়ারলাইন্সসমূহের টিকেটের মূল্য কম হয়। কিন্তু এরকম টিকেটে যাত্রী সীমিত পরিমাণ লাগেজ সাথে নিতে পারেন। অতিরিক্ত লাগেজ নিতে হলে অতিরিক্ত চার্জ দিতে হয়। সবচেয়ে বড় কথা বাজেট এয়ারলাইন্সের টিকেট নন-রিফান্ডেবল হয়। অর্থাৎ যাত্রার জন্য নির্ধারিত দিনে নির্ধারিত সময়ে যাত্রী উপস্থিত হতে না পারলে টিকেটের মূল্য বাবদ পরিশোধিত অর্থ এয়ারলাইন্সের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। একইভাবে এয়ারলাইন্সের প্রমোশনাল অফারের টিকেটও নন-রিফান্ডেবল হয়। টিকেটের শর্ত জেনে বুঝে প্রস্তুতি না নিলে যাত্রী আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন।

২.৪.৩ যাত্রাপথ ও এয়ারলাইন্স নির্বাচন

অনেক সময় যাত্রী বা তাদের পক্ষে কোন এজেন্সি কম মূল্যে টিকেট কেনার জন্য সরাসরি ফ্লাইটের বা একই এয়ারলাইন্সের একাধিক ফ্লাইটের টিকেট না কিনে এক বা একাধিক ট্রানজিটসহ একাধিক এয়ারলাইন্সের রুট জোড়া দেন। কিন্তু এভাবে নির্বাচিত এয়ারলাইন্সসমূহের মধ্যে কোড শেয়ারিং এগ্রিমেন্ট না থাকলে যাত্রীর জন্য ট্রানজিট ভিসার প্রয়োজন হবে। ট্রানজিট ভিসা না থাকলে যাত্রী চেকইন কাউন্টারে প্রত্যাখ্যাত হবেন। তাছাড়া কোন কোন বিমানবন্দরে ট্রানজিট সময় ১২ ঘন্টার বেশি হলে অথবা ট্রানজিটকালে দিনান্তর ঘটলে ট্রানজিট ভিসা প্রয়োজন হতে পারে। এজন্য যাত্রাপথ ও এয়ারলাইন্স নির্বাচনের সময় শুধুমাত্র অর্থ সাশ্রয়ের কথা ভাবলে হবে না। নির্বাচিত যাত্রাপথে আদৌ যাত্রা করা সম্ভব কিনা তাও দেখতে হবে।

২.৪.৪ টিকেটে যাত্রীর তথ্য ও এর গুরুত্ব

টিকেট ক্রয়ের সময় যাত্রীকে তার মোবাইল নাম্বার দিতে হয়। তবে যাত্রী নিজে টিকেট ক্রয় না করে অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে ক্রয় করালে তারা যাত্রীর মোবাইল নাম্বার না দিয়ে প্রতিষ্ঠানের মোবাইল নাম্বার দিয়ে দিতে পারেন। এক্ষেত্রে ফ্লাইটের সময় পরিবর্তিত হলে বা ফ্লাইট বাতিল হলে যাত্রী তা জানতে পারেন না। তাছাড়া টিকেট ক্রয়ের সময় যাত্রী যে মোবাইল নাম্বার দিয়েছেন, যাত্রার পূর্বে সে নাম্বারের সিম যাত্রীর কাছে চালু অবস্থায় না থাকলেও যাত্রী ফ্লাইট পরিবর্তনের তথ্য পাবেন না। এ সমস্যা এড়াতে প্রত্যেক যাত্রীর উচিত টিকেট ক্রয়ের সময় ই-মেইল এড্রেস দেয়া। যাত্রী নিজে ই-মেইল একাউন্ট অপারেট করতে না জানলে নিকটজনের ইমেইল এড্রেস দেওয়া যেতে পারে। এর ফলে যাত্রী পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকেন না কেন, ফ্লাইটের সময় পরিবর্তনের তথ্য পেতে কোন সমস্যা হবে না।

২.৪.৫ ট্রাভেল এজেন্সির দায়িত্ব

ট্রাভেল এজেন্সি শুধুমাত্র টিকেট বিক্রি করেই তার দায় এড়াতে পারে না। বরং যাত্রীর গন্তব্যে যাওয়ার জন্য এভেইলেবল বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটের সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে যাত্রীকে বিস্তারিত জানানো প্রয়োজন। কোন রুটে কী ধরনের শর্ত প্রযোজ্য হবে তাও জানানো প্রয়োজন। অর্থ গ্রহণের সময় কী বাবদ কী পরিমাণ অর্থ নেওয়া হল তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যাত্রীকে মানি রিসিট দেওয়া প্রয়োজন। এর ব্যত্যয় ঘটলে যাত্রী ট্রাভেল এজেন্সির লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নকারী বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ করতে পারেন।

২.৫ দেশি বা বৈদেশিক মুদ্রা বহন সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন

বিদেশ গমনের সময় একজন যাত্রী সর্বোচ্চ ৫০০০ টাকা পর্যন্ত সাথে রাখতে পারবেন। এর বেশি টাকা থাকলে বিমানবন্দরে অবস্থিত ব্যাংক বা অনুমোদিত ডিলার হতে তা বৈদেশিক মুদ্রায় পরিণত করে নেওয়া উচিত। এনডোর্সমেন্ট ছাড়া কোন বৈদেশিক মুদ্রা নেওয়া যায় না। একজন ব্যক্তি এক বছরে (জানুয়ারি - ডিসেম্বর) সর্বোচ্চ ১২,০০০ ডলার বা সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা এনডোর্স করিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। চিকিৎসাজনিত কারণে কাগজপত্র প্রদর্শন সাপেক্ষে ১০,০০০ ডলার পর্যন্ত এনডোর্স করে নেওয়া যাবে। এর অতিরিক্ত প্রয়োজন হলে কোন অনুমোদিত ব্যাংকে গেলেই হবে। তারা বাংলাদেশ ব্যাংক হতে অনুমতি সংগ্রহ করে দিতে পারবেন। ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ডে বৈদেশিক মুদ্রার প্রাপ্যতা সীমার পুরোটাই নেওয়া যাবে। বৈদেশিক মুদ্রা বহনের এ নিয়ম ১২ বা তদুর্ধ্ব বয়সী সকল যাত্রীর জন্য প্রযোজ্য। ১২ বছরে কম বয়সী যাত্রীর ক্ষেত্রে প্রাপ্যতা সীমা এর অর্ধেক। অনিবাসী বাংলাদেশি বা বিদেশি নাগরিকরা যে

পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাথে নিয়ে বাংলাদেশে আসেন অনধিক সে পরিমাণ মুদ্রা সাথে নিয়ে দেশ ত্যাগ করতে পারবেন। বিদেশে নিয়ে যাওয়া বৈদেশিক মুদ্রা অব্যয়িত থাকলে দেশে ফেরার পর অনুমোদিত ডিলার বা ব্যাংক থেকে তা ক্যাশ করে এনক্যাশমেন্ট সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে হবে। এক বছরের মধ্যে পরবর্তীবার বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে তা প্রয়োজন হবে। বৈদেশিক মুদ্রা অবশ্যই অনুমোদিত ব্যাংক বা লাইসেন্সপ্রাপ্ত ডিলারের কাছ থেকে কিনতে হবে এবং পাসপোর্টে এনডোর্স করে নিতে হবে।

২.৬ সুস্থতার সনদ, কোভিড টেস্ট ও কোয়ারেন্টিন এর শর্তপূরণ

অসুস্থ যাত্রী বা গর্ভবতী নারীর ক্ষেত্রে Fit to Fly সনদ প্রয়োজন হতে পারে। এক্ষেত্রে এয়ারলাইন্স একজন পেশাদার চিকিৎসকের মাধ্যমে যাত্রীকে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে চায় যে যাত্রাকালে যাত্রীর জন্য কোন বিশেষ চিকিৎসা সুবিধা প্রয়োজন হবে না এবং যাত্রাপথে জরুরী অবতরণের মত পরিস্থিতি উদ্ভব হবে না। যাত্রীকে Fit to Fly সনদ প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের পলিসি ভিন্ন হতে পারে।

করোনা মহামারিতে অনেক দেশই বিদেশ থেকে আগত যাত্রীদের কাছ থেকে কোভিড নেগেটিভ সনদ প্রত্যাশা করে। যাত্রা শুরুর কতক্ষণ আগে যাত্রীকে নমুনা দিতে হবে তাও নির্দিষ্ট করা থাকে। গন্তব্য দেশ ছাড়াও যাত্রী যে দেশে ট্রানজিট করবেন সে দেশেও কোভিড নেগেটিভ হয়ে বিমানবন্দরে অবস্থানের শর্ত থাকতে পারে। তাছাড়া অনেক দেশে বিদেশ থেকে আগত যাত্রীদের নিজ খরচে হোটেল কোয়ারেন্টিন করার শর্ত রয়েছে। এক্ষেত্রে হোটেল বুকিং না করলে এয়ারলাইন্স যাত্রীকে যাত্রার অনুমতি দিবে না।

২.৭ প্রাকযাচাই বা OK To Board

কোন কোন দেশে কাজের উদ্দেশ্যে যেতে হলে যাত্রীকে তার কাগজপত্র ফ্লাইটের দিনের আগেই সে দেশে পাঠিয়ে যাচাই করে নিতে হয়। এটাই প্রাক-যাচাই বা OK to Board নামে পরিচিত। যাত্রী যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভিসা সংগ্রহ করেছেন তাদের মাধ্যমে কাগজপত্র প্রেরণ করে ইতিবাচক বার্তা বা OK to Board সনদ পাওয়া সম্ভব। তবে কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশে গমনকারী যেসব যাত্রী ইতোমধ্যে বসবাসের অনুমতি পেয়েছেন তাদের OK to Board প্রয়োজন হয় না।

২.৮ হ্যান্ড লাগেজ

বিদেশগামী যাত্রী সাধারণত সর্বোচ্চ ৭ কেজি ওজনের এক পিস হ্যান্ড লাগেজ সাথে বহন করে উড়োজাহাজের কেবিনে প্রবেশ করতে পারেন। যাত্রী ব্যাগসহ ল্যাপটপ বহন এবং ডিউটি ফ্রি শপে কেনাকাটা করলেও তার হাতে বহনকৃত লাগেজের মোট ওজন ৭ কেজির বেশি হতে পারবে না। অবশ্য কোন কোন এয়ারলাইন্স বিজনেস ক্লাসের যাত্রীদের ৭ কেজির বেশি ওজনের হ্যান্ড লাগেজ বহনের সুযোগ দেয়। যাত্রীর বহনকৃত হ্যান্ড লাগেজ এমন সাইজের হতে হবে যাতে তা উড়োজাহাজের ওভারহেড স্টোরেজ কম্পার্টমেন্টে বা সামনের সিটের নীচে রাখা সম্ভব হয়। হ্যান্ড লাগেজে যাত্রী স্বর্ণালঙ্কার, নগদ অর্থ, মোবাইল ফোন, ট্যাব, ল্যাপটপ, মূল্যবান জিনিস, নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট, জরুরী কাগজপত্র, জরুরি ব্যবহার্য ঔষধ বহন করবেন। তবে ছুরি, কাচি, সুই, ম্যাচ, লাইটার, ১০০ মি.লি. এর অধিক পরিমাণ লিকুইড, যাত্রী ও ক্রুদের বিরক্তি সঞ্চার হয় বা নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় এমন কোন জিনিস হ্যান্ড লাগেজে নেয়া নিষিদ্ধ। এরকম কোন জিনিস হ্যান্ড লাগেজে থাকলে যাত্রী উড়োজাহাজে প্রবেশের পূর্বে নিরাপত্তা চেকিং এর সময় তা অপসারণ করা হতে পারে। এছাড়া যাত্রীর সাথে এক পিসের অধিক বা ৭ কেজির বেশি ওজনের বা এয়ারলাইন্স নির্ধারিত সাইজ অপেক্ষা বৃহদাকার হ্যান্ড লাগেজ থাকলে তা বুকিং লাগেজ হিসাবে দিয়ে দিতে হয়। এক্ষেত্রে লাগেজে স্বর্ণালঙ্কার, নগদ অর্থ, মোবাইল ফোন বা মূল্যবান জিনিস থাকলে তা বের করে হাতে বহন করা সমীচীন। কারণ বুকিং লাগেজ থেকে মূল্যবান জিনিস হারানো গেলে এয়ারলাইন্স দায়িত্ব নেয় না।

২.৯ বুকিং লাগেজ

একজন যাত্রী কত ওজনের কত পিস লাগেজ বুকিং এ দিতে পারবেন তা এয়ারলাইন্স নির্দিষ্ট করে দেয়। লাগেজ বহনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক এয়ারলাইন্স যাত্রীকে সমান সুযোগ দেয় না। যাত্রী আকর্ষণ করার জন্য এয়ারলাইন্স নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এ ক্ষেত্রে ছাড়ও দিতে পারে। এয়ারলাইন্সের বর্ণিত সীমার অতিরিক্ত ওজনের বা অতিরিক্ত সংখ্যক লাগেজ নিতে চাইলে নির্ধারিত হারে চার্জ দিতে হয় যা Excess Baggage Ticket নামে পরিচিত। টিকেট ক্রয়ের আগেই যাত্রীর উচিত এয়ারলাইন্সের ওয়েবসাইটে General Conditions of Carriage অংশ থেকে জেনে নেয়া কত ওজনের কত পিস এবং কী সাইজের লাগেজ চার্জ ছাড়া নেয়া যাবে। অতিরিক্ত ওজনের বা অতিরিক্ত সংখ্যক লাগেজ নিতে হলে চার্জ দেয়ার প্রস্তুতি রাখতে হবে। এয়ারপোর্টে রওনা হওয়ার আগেই ভাল স্কেলের সাহায্যে লাগেজ ওজন করে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, প্রস্তুতি ছাড়া এয়ারলাইন্সের নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত ওজন বা সংখ্যার লাগেজ নিয়ে এয়ারপোর্টে আসলে এবং চার্জ দেয়ার প্রস্তুতি না থাকলে যাত্রীর বিদেশ গমন বাধাগ্রস্ত হতে পারে। কারণ চেক-ইনের জন্য নির্ধারিত

সময় সীমিত। এ সময়ের মধ্যে লাগেজ খুলে অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় জিনিস বের করে লাগেজের ওজন নির্ধারিত সীমার মধ্যে নিয়ে আসা সম্ভব নাও হতে পারে।

বুকিং লাগেজের জন্য ট্রলি ব্যাগ ব্যবহার করা সমীচীন। লাগেজের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার সমষ্টি সর্বোচ্চ কত সে.মি. বা ইঞ্চি হবে তা এয়ারলাইন্স কর্তৃক নির্ধারিত থাকে। সে তথ্য জেনে নিয়েই ট্রলি ব্যাগ সংগ্রহ করা উচিত। ট্রলি ব্যাগে কম্বিনেশন লক থাকা সমীচীন, যা মাস্টার কি দিয়ে খোলা সম্ভব। বিভিন্ন দেশে নিরাপত্তাজনিত কারণে যাত্রীদের বুকিং দেয়া লাগেজ উড়োজাহাজে উঠানোর আগে খোলা হয়। মাস্টার কি দিয়ে লাগেজ খোলার সুযোগ না থাকলে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ লাগেজের লক ভেঙ্গে ফেলতে পারেন। এছাড়া লাগেজে তালা দিলেও টিপ তালা না দিয়ে কম্বিনেশন লক বিশিষ্ট তালা ব্যবহার করা যেতে পারে। টিপ তালা দেয়া হলে সিকিউরিটি চেকিং এর সময় তালা ভেঙ্গে ফেলা হতে পারে। এ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে tsa.gov ওয়েবসাইট দেখা যেতে পারে।

বুকিং লাগেজে স্বর্ণালঙ্কার, মোবাইল ফোন বা ট্যাব, নগদ অর্থ ও মূল্যবান জিনিস রাখা নিষিদ্ধ। এসব জিনিস আবশ্যিকভাবে হ্যান্ড লাগেজে রাখতে হবে। বুকিং লাগেজ থেকে এরকম জিনিস খোয়া গেলে এয়ারলাইন্স দায় নেয় না।

পাওয়ার ব্যাংকসহ লিথিয়াম ব্যাটারি ব্যবহৃত হয় এমন কোন ডিভাইস বুকিং লাগেজে রাখা যাবে না। রাখা হলে নিরাপত্তাজনিত কারণে তা অপসারণ করা হতে পারে। লিথিয়াম ব্যাটারি থেকে আগুন ধরে যাওয়ার আশঙ্কা থাকায় এরকম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়।

বাংলাদেশি যাত্রীদের অনেকে ট্রলি ব্যাগ ব্যবহার না করে কার্টন বা পোটলা বেঁধে মালামাল বহন করেন। সহজে বহনযোগ্য ট্রলি ব্যাগের পরিবর্তে ভারি কার্টন বা পোটলা বহন করা অনেক বেশি কষ্টসাধ্য। তাছাড়া নিরাপত্তা চেকিং এর সময় তা খোলার প্রয়োজন হলে পুনরায় বেঁধে ফেলা কঠিন।

২.১০ পোষা প্রাণী, ফল/বীজ/উদ্ভিদ ও আগ্নেয়াস্ত্র বহনের নিয়ম

সব এয়ারলাইন্স বিড়াল, কুকুর বা পাখি বহনের অনুমতি দেয় না। যাত্রী পোষা প্রাণী বহনে ইচ্ছুক হলে উপযুক্ত এয়ারলাইন্স নির্বাচন করতে হবে। পোষা প্রাণীর ভ্যাক্সিনেশন ও স্বাস্থ্য সনদসহ এয়ারলাইন্সের মাধ্যমে গন্তব্য দেশের এনিমেল কোয়ারেন্টিন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে তাদের ছাড়পত্র নিতে হবে। পোষা প্রাণী বহনের জন্য বিশেষ খাচার প্রয়োজন হয় এবং এয়ারলাইন্সকে তাদের নির্ধারিত হারে চার্জ দিতে হয়। ফল, বীজ ও উদ্ভিদ বহনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে বিধি-নিষেধ রয়েছে। গন্তব্য দেশের বিধি-নিষেধ সম্পর্কে জেনে সে দেশের প্ল্যান্ট কোয়ারেন্টিন বিভাগের অনুমতি সাপেক্ষে ফল, বীজ বা উদ্ভিদ বহন করা সম্ভব। যাত্রী আগ্নেয়াস্ত্র বহন করলে বিমানবন্দরের টার্মিনাল ভবনে প্রবেশের আগেই নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিগণকে অবহিত করতে হয়। তারা নির্ধারিত ফর্মে আগ্নেয়াস্ত্র সম্পর্কিত তথ্য লিপিবদ্ধ করাবেন এবং আগ্নেয়াস্ত্রের বৈধতার কাগজপত্র পরীক্ষা করবেন। যাত্রী বিমানবন্দরে প্রবেশের পর থেকে শুরু করে তার গন্তব্য বিমানবন্দর থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নেয়ার সুযোগ পাবেন না।

২.১১ অপ্রাপ্তবয়স্ক যাত্রী

অপ্রাপ্তবয়স্ক যাত্রী ভ্রমণের ক্ষেত্রে কিছু বিধি-নিষেধ রয়েছে। সব এয়ারলাইন্সের পলিসি এক্ষেত্রে অভিন্ন নয়। বয়সভেদে অপ্রাপ্তবয়স্ক যাত্রীর সাথে সার্বক্ষণিকভাবে একজন প্রাপ্তবয়স্ক অভিভাবক বা একজন এসকর্ট থাকার বিধান থাকতে পারে। এছাড়া নির্দিষ্ট বয়সের আগে এয়ারলাইন্সগুলি নবজাতক শিশু পরিবহন করতে দেয় না। আরও উল্লেখ্য যে, অপ্রাপ্তবয়স্ক যাত্রীদের কোভিড টেস্ট করানোর বিষয়ে বিভিন্ন দেশের অনুসৃত নীতিতে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। শিশুর অভিভাবকদের উচিত টিকেট ক্রয়ের আগে এয়ারলাইন্সের ওয়েবসাইট থেকে এ বিষয়ক বিধি-নিষেধ জেনে নেয়া।

২.১২ হুইলচেয়ার সহায়তা

আকাশপথে যাত্রা শুরুর আগে ট্রানজিট বিমানবন্দরে এবং গন্তব্য বিমানবন্দরে যাত্রীকে অনেকটা পথ হাঁটতে হতে পারে। যাত্রীর জন্য হাঁটা কষ্টকর হবে বলে মনে করলে টিকেট ক্রয়ের সময় হুইলচেয়ার বুকিং দিতে হবে। সাধারণত হুইলচেয়ার বুকিং এর জন্য টিকেটের মূল্যের অতিরিক্ত চার্জ দিতে হয়। তবে অনেক বিমানবন্দরে বিনামূল্যে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে যাত্রীদের হুইলচেয়ার সহায়তা দেয়া হয়। হুইলচেয়ার সহায়তা পাওয়ার জন্য টিকেট ক্রয়ের সময় অথবা যাত্রা শুরুর দুই দিন আগেই এয়ারলাইন্সকে অনুরোধ করতে হয়। সে অনুরোধের প্রেক্ষিতে এয়ারলাইন্স যাত্রীর ডিপার্চার, ট্রানজিট এবং এরাইভাল পর্যায়ে হুইলচেয়ার সহায়তা নিশ্চিত করে।

৩.০

বিদেশ গমনে বিমানবন্দরে আনুষ্ঠানিকতা

পাসপোর্ট, টিকেট ও ভিসা প্রাপ্তি, বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কোভিড পরীক্ষার পর যাত্রীর কর্তব্য যথাসময়ে বিমানবন্দরে এসে ধারাবাহিকভাবে হেলথ ডেস্ক, চেক-ইন কাউন্টার, ইমিগ্রেশন ও বোর্ডিং গেইটের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা। অজ্ঞতার কারণে অনেক যাত্রী এ ধাপগুলি সম্পন্ন করতে এসে ভোগান্তির শিকার হন, এমনকি বিদেশ গমনেও ব্যর্থ হন।

৩.১ বিমানবন্দরে আগমনের সময়

আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের যাত্রীদের ফ্লাইট সময়ের অন্ততঃ তিন ঘন্টা আগে বিমানবন্দরে আসা উচিত। করোনা মহামারিকালে চেক-ইন, ইমিগ্রেশন ও বোর্ডিং গেইটের আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াও হেলথ ডেস্কে কোভিড সনদ যাচাই ও হেলথ ডিক্লারেশন ফরম পূরণ করতে হয়। এ কারণে ফ্লাইট সময়ের চার ঘন্টা আগে বিমানবন্দরে আসতে পরামর্শ দেওয়া হয়। মনে রাখতে হবে যে যাত্রীর আসার পথে যানজট বা অন্য কোন সমস্যার কারণে ফ্লাইটের সময় পিছিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। যথাসময়ে চেক-ইন কাউন্টারে উপস্থিত হতে না পারলে যাত্রী উড়োজাহাজে আরোহন করতে ব্যর্থ হবেন।

আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের চেক-ইন কাউন্টার যাত্রা সময়ের এক ঘন্টা আগে বন্ধ হয়ে যায়। সব দেশেই এ নিয়ম অনুসৃত হয়। এয়ারলাইন্সের general conditions of carriage অংশে এ নিয়মের উল্লেখ আছে। যাত্রা সময়ের অন্ততঃ এক ঘন্টা বাকি থাকতে চেক-ইন করতে ব্যর্থ হলে যাত্রী ফ্লাইটে উঠতে পারবেন না। যে যাত্রীদের টিকেট নন-রিফান্ডেবল তারা এভাবে ফ্লাইট মিস করলে বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির মুখোমুখি হন।

৩.২ ভিজিটর প্রসঙ্গ

বিদেশগামী প্রতি যাত্রীকে বিদায় জানানোর জন্য বিমানবন্দরে প্রচুর লোক আসতে দেখা যায় এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে তারা দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেন। এর ফলে বিমানবন্দরে প্রবেশ করতে গিয়ে যাত্রীরা প্রচন্ড ভিড়ের মধ্যে অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়েন। করোনা মহামারিকালে কোভিড নেগেটিভ বিদেশগামী যাত্রীদের মধ্যে সংক্রমণ ঝুঁকি কমানোর জন্য টার্মিনাল ভবনের ভিতরে ভিজিটরদের প্রবেশ বারিত করা হয়েছে। ভিজিটরদের ভিড়ে কিছু অপরাধীরও সমাবেশ ঘটে। প্রত্যেক যাত্রীকে পাসপোর্ট, টিকেট ও লাগেজ হাতে সহজে শনাক্ত করা গেলেও অপরাধীদেরকে ভিজিটরদের মধ্য থেকে আলাদা করা সহজসাধ্য নয়। এ অপরাধীদের কারণে অনেক যাত্রী ক্ষতিগ্রস্ত হন।

৩.৩ ডিসপ্লেতে যা নজরে রাখতে হবে

বিদেশগামী যাত্রীদের উচিত বিমানবন্দরের আন্তর্জাতিক টার্মিনালের দোতলায় এসে ডিসপ্লেতে নজর রাখা। ডিসপ্লেতে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় ফ্লাইট নাম্বার, নির্ধারিত যাত্রা সময়, ফ্লাইট বাস্তবে কখন যাত্রা করেছে এবং প্রত্যেক ফ্লাইটের যাত্রীদের চেক-ইনের জন্য বরাদ্দকৃত রো (Row) দেখানো হয়।

৩.৪ হেলথ ডেস্কের আনুষ্ঠানিকতা

বিদেশ গমনের পূর্বে যাত্রীদের কৃত কোভিড টেস্ট রিপোর্ট যাচাই করার জন্য বিমানবন্দরে বহির্গমন কনকোর্স হলে হেলথ ডেস্ক বসানো হয়েছে। হেলথ ডেস্কে কর্মরত স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মীরা যাত্রীর আনীত কোভিড টেস্ট রিপোর্ট অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ও রিপোর্টে মুদ্রিত কিউআর কোড স্ক্যান করে যাচাই করেন এবং তাতে সিল দেন। কোন যাত্রী কোভিড পজিটিভ হওয়া সত্ত্বেও বিমানবন্দরে চলে এসেছেন মর্মে প্রমাণিত হলে তারা বিমানবন্দর স্বাস্থ্য কর্মকর্তার মাধ্যমে ঐ যাত্রীকে আইসোলেট করে সরকার নির্ধারিত হাসপাতালে প্রেরণ করেন। কোভিড পজিটিভ হওয়া সত্ত্বেও যাত্রী অসদুপায় অবলম্বন করে নেগেটিভ রিপোর্ট তৈরি করে নিয়ে এসেছেন মর্মে প্রমাণিত হলে হেলথ ডেস্কের কর্মীরা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গন্তব্য দেশের চাহিদা থাকলে হেলথ ডেস্কে কোভিড রিপোর্ট যাচাই না করে যাত্রী চেক-ইন করতে পারেন না।

৩.৫ চেক-ইন কাউন্টারের আনুষ্ঠানিকতা

ফ্লাইটের জন্য নির্ধারিত যাত্রা সময়ের তিন ঘন্টা আগে এয়ারলাইন্সের নিয়োজিত কর্মীগণ ঐ ফ্লাইটের জন্য নির্ধারিত কাউন্টারে বসে চেক-ইন কার্যক্রম শুরু করেন। কোভিড মহামারিকালে ফ্লাইটের যাত্রা সময়ের চার ঘন্টা আগেও কাউন্টার খোলা হতে পারে। চেক-ইন কাউন্টারে তারা প্রধানত দুই ধরনের কাজ করেন। প্রথমত, যাত্রী তার গন্তব্য ও ট্রানজিট দেশের চাহিদা অনুযায়ী ট্রাভেল ডকুমেন্টস সাথে নিয়ে এসেছেন কিনা তা যাচাই করেন এবং যাচাইঅন্তে সন্তোষজনক মনে হলে যাত্রীকে বোর্ডিং পাস ইস্যু করেন। দ্বিতীয়ত, যাত্রী তার সাথে আনীত যে লাগেজ বুকিংয়ে দিতে চান অর্থাৎ এয়ারলাইন্সের ব্যবস্থাপনায় দিতে চান তা ওজন করে তাতে ট্যাগ লাগিয়ে চিহ্নিত করে সিকিউরিটি চেকিংয়ের জন্য বেল্টে উঠিয়ে দেন। ফ্লাইটের উড্ডয়ন সময়ের এক ঘন্টা আগে তারা চেক-ইন কার্যক্রম বন্ধ করে দেন। অনেক এয়ারলাইন্সের ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই উড্ডয়ন সময়ের এক ঘন্টা আগে চেক-ইন কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। যাত্রী তার গন্তব্য দেশ ও যাত্রাপথে ট্রানজিট দেশের চাহিদা অনুযায়ী ট্রাভেল ডকুমেন্টস অর্থাৎ পাসপোর্ট, টিকেট, ভিসা,পড়াশোনা/কাজ/বসবাসের

অনুমতির প্রমাণপত্র, হোটেল বুকিং, কোভিড নেগেটিভ রিপোর্ট, কোভিড ভ্যাক্সিনেশন সার্টিফিকেট, বৈদেশিক মুদ্রা এনডোর্সমেন্ট, ইনস্যুরেন্স ইত্যাদি সংগ্রহ করেছেন কিনা তা ঐ দেশ/দেশসমূহের নির্দেশনা মোতাবেক যাচাই এবং যাত্রীকে তার গন্তব্যে বহন করে নিয়ে গেলে ঐ দেশের ইমিগ্রেশন কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার সম্ভাবনা নেই এই মর্মে সন্তুষ্ট হলেই তাকে বোর্ডিং পাস ইস্যু করা হয়। পর্যাপ্ত ট্রাভেল ডকুমেন্টস না থাকা সত্ত্বেও যাত্রীকে তার গন্তব্যে নিয়ে যাওয়ার দায় এয়ারলাইন্সের উপরে আরোপিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে যাত্রীকে দেশে ফেরত আনা ও কোন দণ্ড আরোপিত হলে তা মোকাবিলার দায়ও এয়ারলাইন্সকে নিতে হয়।

বিভিন্ন কারণে এয়ারলাইন্স যাত্রীকে বোর্ডিং পাস প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে পারে। যাত্রীর টিকেটের general conditions of carriage মোতাবেক এয়ারলাইন্স এ ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। বোর্ডিং পাস প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের প্রধান কারণগুলি নিম্নরূপঃ

- যাত্রা সময়ের অন্ততঃ এক ঘন্টা আগে চেক-ইন কাউন্টারে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হওয়া;
- গন্তব্য দেশের চাহিদা অনুযায়ী পাসপোর্টের মেয়াদ অন্তত ছয় মাস না থাকা;
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে চেক-ইন কাউন্টার বন্ধ হওয়ার পূর্বেই যাত্রীর তথ্য গন্তব্য দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণপূর্বক এয়ারলাইন্সের কাছে ইতিবাচক ম্যাসেজ বা Ok to Board না পৌঁছা;
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ট্রানজিট ভিসা না থাকা;
- ভ্রমণ ভিসায় রিটার্ন টিকেট, হোটেল বুকিং, প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা এনডোর্সমেন্ট না থাকা;
- গন্তব্য দেশ ও ট্রানজিট দেশের চাহিদা অনুযায়ী উপযুক্ত সময়ে কোভিড টেস্ট না করা এবং/অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যথাযথ স্বাস্থ্য বীমা বা হোটেল বুকিং না থাকা।

যাত্রী যে লাগেজগুলি বুকিংয়ে দিতে ইচ্ছুক, চেক-ইন কাউন্টারের কর্মীরা সে লাগেজগুলির সংখ্যা, আকৃতি ও ওজন নির্ণয় করবেন। যাত্রী তার টিকেটের শর্ত অনুযায়ী যে সংখ্যা, আকার ও পরিমাণের লাগেজ বুকিং দেয়ার অধিকারপ্রাপ্ত, দাখিলকৃত লাগেজ সে সীমার মধ্যে হলে এয়ারলাইন্স কর্মী লাগেজে ট্যাগ লাগিয়ে ট্যাগের একটি অংশ বোর্ডিং পাস এর সাথে সংযুক্ত করে দেবেন। যাত্রীর বুকিং দিতে আনা লাগেজে ছেঁড়া, কাঁটা বা ভাঙ্গা অংশ দেখা গেলে এয়ারলাইন্স লাগেজে Limited Release ট্যাগ লাগিয়ে দিতে পারে। যাত্রী যে লাগেজ বুকিং দিতে ইচ্ছুক তার সংখ্যা, আকার বা পরিমাণ টিকেটে নির্ধারিত Free Baggage Allowance এর অধিক হলে এয়ারলাইন্স নির্ধারিত হারে চার্জ ধার্য ও আদায় করে যাত্রীকে Excess Baggage Ticket প্রদান করে।

যাত্রী যে লাগেজ বুকিংয়ে দিচ্ছেন তা যাত্রা শুরুর, ট্রানজিট ও গন্তব্য বিমানবন্দরে বেল্টে অনেকটা পথ পরিভ্রমণ করবে। এ পথ পরিভ্রমণের সময় লাগেজ খুলে যাওয়ার আশঙ্কা আছে বলে মনে করলে যাত্রী লাগেজ র‍্যাপিং করিয়ে নিতে পারেন। বিমানবন্দরের বহির্গমন টার্মিনালে কয়েকটি অনুমোদিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত চার্জের বিনিময়ে বিদেশগামী যাত্রীদের লাগেজ র‍্যাপিং করে থাকে।

৩.৬ বহির্গমন কার্ড পূরণ করা

বোর্ডিং পাস হাতে পাওয়ার পর যাত্রীকে বহির্গমন কার্ড (Departure Card) পূরণ করতে হয়। এ কার্ডটি বহির্গমন কনকোর্স হলের বিভিন্ন স্থানে রাখা থাকে। এ কার্ডে যাত্রীকে বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় নিজের নাম, জন্মতারিখ, পাসপোর্ট নাম্বার, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ, ফ্লাইট নাম্বার, প্রস্থানের তারিখ, ভিসা নাম্বার, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ, ভিসার প্রকার ও ভ্রমণের উদ্দেশ্য লিখে স্বাক্ষর করে তারিখ দিতে হয়। স্বল্পশিক্ষিত বা নিরক্ষর যাত্রীরা এ কার্ডটি পূরণের জন্য বহির্গমন কনকোর্স হলে অবস্থিত প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক বা হেলপ ডেস্কে কর্তব্যরত কর্মীদের সহায়তা নিতে পারেন। তারা বিনা পয়সায় কার্ড পূরণ করে দিবেন। এছাড়া রিক্রুটিং এজেন্সি যাত্রীকে বিমানবন্দরে পাঠানোর আগে এ কার্ডটি পূরণ করে যাত্রীর সাথে দিয়ে দেয়। তাই যাত্রী লেখাপড়া না জানলেও বহির্গমন কার্ড পূরণের জন্য কাউকে অর্থ প্রদানের দরকার হবে না। কার্ড পূরণের কথা বলে কেউ অর্থ দাবি করলে ডিউটিরত নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য বা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। পূরণকৃত কার্ডটি ইমিগ্রেশন পুলিশের কাছে জমা দিতে হয়।

৩.৭ বিলম্বিত যাত্রায় যাত্রীর অধিকার

যেসব সমস্যার কারণে নির্ধারিত সময়ে ফ্লাইট ছাড়তে বিলম্ব হয় অথবা ফ্লাইট বাতিল করতে হয়, সেসব সমস্যার সমাধান এয়ারলাইন্সের নিয়ন্ত্রণাধীন হতে পারে, আবার তাদের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূতও হতে পারে। রক্ষণাবেক্ষণ বা চেকিংয়ের সময়ে উড়োজাহাজে টেকনিক্যাল

সমস্যা শনাক্ত হওয়ার জন্য অথবা কর্মী ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সমস্যার কারণে ফ্লাইট ছাড়তে বিলম্ব বা ফ্লাইট বাতিল করতে হলে তার সমাধান এয়ারলাইন্সের নিয়ন্ত্রণাধীন মর্মে বিবেচনা করা হয়। এরকম পরিস্থিতিতে এয়ারলাইন্সের প্রথম কর্তব্য যাত্রীদেরকে ফ্লাইট বিলম্ব বা বাতিলের কারণ সম্পর্কে অবহিত করা। ফ্লাইট ছাড়ার নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরেও যদি দীর্ঘসময় যাত্রীদের অপেক্ষমাণ রাখতে হয় এবং তখন যদি লাঞ্চ বা ডিনারের সময় হয় তবে যাত্রীদের বিনামূল্যে খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করতে হয়। বিলম্বকাল যদি এমন হয় যে যাত্রীদের সারারাত অপেক্ষমাণ রাখতে হয় তাহলে এয়ারলাইন্স তাদের জন্য বিনামূল্যে হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করবে। তাছাড়া কানেক্টিং ফ্লাইট রয়েছে অথবা গন্তব্য পৌঁছার পর জরুরি কাজ ভেস্তে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে এমন যাত্রীদের বিকল্প ফ্লাইটের ব্যবস্থা করে দিতে হয়। যাত্রী চাইলে তাকে টিকেটের টাকা রিফান্ড করে দিতে এয়ারলাইন্স বাধ্য থাকবে।

অন্যদিকে প্রতিকূল আবহাওয়া, নিরাপত্তার অভাব অথবা সরকার বা এয়ারপোর্ট অপারেশন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনার কারণে ফ্লাইট ছাড়তে বিলম্ব বা ফ্লাইট বাতিল করতে হলে তা এয়ারলাইন্সের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত মর্মে বিবেচনা করা হয়। এরকম ক্ষেত্রেও এয়ারলাইন্সের প্রাথমিক দায়িত্ব যাত্রীদের ফ্লাইট বিলম্ব বা বাতিলের কারণ সম্পর্কে অবহিত করা। যাত্রীরা এয়ারলাইন্সের নিকট হতে খাদ্য, পানীয় বা রাতে হোটেলে অবস্থানের সুবিধা বা রিফান্ড প্রাপ্য না হলেও এয়ারলাইন্স তাদেরকে বিকল্প যাত্রার ব্যবস্থা করে দিবে।

৩.৮ ওভারবুকিং ও যাত্রীর অধিকার

অনেক সময় দেখা যায় যে যাত্রীরা বিভিন্ন কারণে তাদের যাত্রার জন্য নির্ধারিত দিনে যেতে পারেন না। প্রায় প্রতি ফ্লাইটেই এরকম কিছু সংখ্যক যাত্রী যেতে ব্যর্থ হন। নন-রিফান্ডেবল বা প্রমোশনাল অফারের টিকেট না হলে ঐ যাত্রীরা পরবর্তীকালে নতুন করে টিকেট না কিনে শুধু No-Show চার্জ দিয়ে তাদের সুবিধাজনক সময়ে যেতে পারেন। কিন্তু যেদিন তারা যেতে পারলেন না সেদিন তাদের সিট অন্য কোন আগ্রহী যাত্রীকে বিক্রি করার সুযোগ থাকে না। এয়ারলাইন্সগুলি তাদের ব্যবসায়িক লোকসান কমানোর জন্য ফ্লাইটের সিট সংখ্যার চেয়ে কিছু বেশি টিকেট বিক্রি করতে পারে। সারা বিশ্বেই এয়ারলাইন্সগুলিকে এভাবে অতিরিক্ত টিকেট বিক্রির আইনগত বৈধতা দেওয়া আছে। এ পদ্ধতিতে সচরাচর সমস্যা না হলেও কখনো কখনো সিট সংখ্যার চেয়ে বেশি সংখ্যক যাত্রী চেক-ইন করেন। এ সমস্যাকে ওভারবুকিং বলা হয়। যে যাত্রীরা চেক-ইনের জন্য নির্ধারিত সময়ের একেবারে শেষ মুহূর্তে চেক-ইন করতে আসেন তারা ওভারবুকিংয়ের কারণে বোর্ডিং করতে ব্যর্থ হতে পারেন। ওভারবুকিংয়ের জন্য যে যাত্রীকে এয়ারলাইন্স বোর্ডিং পাস দিতে পারে না সে যাত্রীকে তারা বিকল্প ব্যবস্থায় ভ্রমণের সুযোগ করে দিতে বাধ্য থাকে। এয়ারলাইন্স ওভারবুকিংয়ের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত যাত্রীকে বিকল্প ব্যবস্থা করে দিতে ব্যর্থ হলে তাকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিধান রয়েছে।

৩.৯ হোল্ড ব্যাগেজ স্ক্যানিং

যাত্রী চেক-ইন কাউন্টারে লাগেজ বুকিং দেয়ার পর তাতে ট্যাগ লাগিয়ে বেল্টে ছেড়ে দেয়া হয়। লাগেজ উড়োজাহাজে উঠানোর আগে যাত্রীর অনুপস্থিতিতে যে স্ক্যানিং করা হয় তা হোল্ড ব্যাগেজ স্ক্যানিং নামে পরিচিত। লাগেজে উড়োজাহাজ ও যাত্রীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে এমন কিছু থাকলে তা স্ক্যানিংয়ে এ শনাক্ত হবে। স্ক্যানিং এর সময় লাগেজে কী আছে তা নিশ্চিত হতে লাগেজ খোলার প্রয়োজন হলে লাগেজের ট্যাগে পরিচয় দেখে যাত্রীকে খুঁজে ডেকে আনা হয় এবং তার উপস্থিতিতে লাগেজ খুলে দেখা হয়। লাগেজ খোলা এবং লাগেজে থাকা কোন আইটেম অপসারণ করার প্রয়োজন হলে তা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে যাত্রীর স্বাক্ষর নেওয়া হয়।

৩.১০ ইমিগ্রেশনের আনুষ্ঠানিকতা:

বোর্ডিং পাস প্রাপ্তির পর যাত্রীর উচিত যাত্রা সময়ের অন্ততঃ ৪০ মিনিট বাকি থাকতে ইমিগ্রেশন কাউন্টারে উপস্থিত হওয়া। দেখা যায় যে বোর্ডিং পাস হাতে পেয়ে কোন কোন যাত্রী তাদেরকে বিদায় জানাতে আসা ভিজিটরদের সাথে অবস্থান করেন এবং যখন তারা ইমিগ্রেশন কাউন্টারে উপস্থিত হন তখন ইমিগ্রেশন ও বোর্ডিং গেইটের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে ফ্লাইটে প্রবেশের জন্য পর্যাপ্ত সময় থাকে না। এরূপ যাত্রীদেরকে অফলোড করতে ইমিগ্রেশন পুলিশ বাধ্য হয়।

ইমিগ্রেশন পুলিশ যাত্রীর বিদেশ গমনের তথ্য রেকর্ড করে যাত্রীর পাসপোর্টে ডিপার্চার সিল প্রদান করে। তবে ইমিগ্রেশন পুলিশ যদি সংশ্লিষ্ট থানা বা আদালতের মাধ্যমে এই মর্মে অবহিত হয় যে যাত্রী কোন ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত এবং তার নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা রয়েছে তবে তারা যাত্রীকে আটক করবেন। একইভাবে যাত্রী বিদেশে যেতে পারবেন না মর্মে আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকলেও ইমিগ্রেশন পুলিশ তাকে যেতে বাধা দিবে।

অনেক সময় কোন কোন যাত্রী কর্মের উদ্দেশ্য গোপন করে পর্যটক বা স্টুডেন্ট ভিসায় বিদেশ যাওয়ার চেষ্টা করেন। এরূপ প্রচেষ্টা বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ মোতাবেক দণ্ডনীয় অপরাধ। তাদের সাথে আনা কাগজপত্র যাচাই করে ও তাদের

সাথে কথা বলে ইমিগ্রেশন পুলিশ যদি এই মর্মে নিশ্চিত হয় যে পর্যটক হিসাবে নির্ধারিত ভ্রমণসূচি শেষে তারা দেশে ফিরে আসবেন না অথবা স্টুডেন্ট ভিসা থাকলেও তারা নিয়মিতভাবে পড়াশোনার সাথে সম্পৃক্ত নন, তাহলে এরূপ যাত্রীদের প্রত্যাখ্যান করা হতে পারে। ইমিগ্রেশন কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত যাত্রীদের লাগেজ ইতোমধ্যে উড়োজাহাজে লোড করা হতে পারে। ইমিগ্রেশন পুলিশ তখন এয়ারলাইন্সের সাথে যোগাযোগক্রমে যাত্রীর লাগেজ উড়োজাহাজ থেকে নামিয়ে তা ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

৩.১১ ইমিগ্রেশন পরবর্তী সময়

ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্স প্রাপ্তির পর যাত্রীকে কোন সময়ের মধ্যে বোর্ডিং গেটে উপস্থিত হতে হবে তা তার বোর্ডিং পাসে Boarding time এর বিপরীতে লেখা থাকে। যাত্রীর কর্তব্য ইমিগ্রেশন এলাকায় অবস্থিত ডিসপ্লের দিকে নজর রাখা। সেখানে যাত্রীর ফ্লাইট নাম্বারের বিপরীতে যাত্রীকে কত নাম্বার বোর্ডিং গেটে যেতে হবে তা উল্লেখ করা থাকে। বোর্ডিং গেটের কার্যক্রম শুরু হওয়ার আগে যাত্রীর হাতে পর্যাপ্ত সময় থাকলে তিনি ইমিগ্রেশন এলাকায় চেয়ারে অপেক্ষা করতে পারেন, সেখানে অবস্থিত যে কোন দোকান বা রেস্তোরায় খাবার ক্রয় করে খেতে পারেন। এছাড়া যাত্রী ডিউটি ফ্রি শপে পাসপোর্ট দেখিয়ে কেনাকাটা করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ক্রয়কৃত পণ্যসহ যাত্রীর হ্যান্ড লাগেজের ওজন ৭ কেজির বেশি না হয়। বোর্ডিং গেটে যাওয়ার পর যাত্রী তৃতীয় তলায় লাউঞ্জে অবস্থান করতে পারেন যদি তিনি লাউঞ্জ ব্যবহারের প্রাধিকারপ্রাপ্ত হন। তবে এক্ষেত্রেও যাত্রীকে সতর্ক থাকতে হবে যেন তিনি যথাসময়ে দোতলায় নেমে এসে বোর্ডিং গেটে উপস্থিত হতে পারেন। এছাড়াও যাত্রী ইমিগ্রেশন এলাকায় অবস্থিত নামাজের স্থান, বেবি কেয়ার সেন্টার এবং স্মোকিং জোন এর সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন।

অনেক সময় যাত্রীরা রেস্তোরা বা লাউঞ্জ বা ডিউটি ফ্রি শপে অবস্থানকালে সময়ের দিকে লক্ষ রাখেন না। কেউ কেউ ইমিগ্রেশন এলাকার চেয়ারে অপেক্ষমাণ থাকা অবস্থায় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। সঙ্গত কারণেই তারা ফ্লাইট মিস করেন। সাধারণত এয়ারলাইন্সের কর্মীগণ বোর্ডিং গেটের কার্যক্রম শুরু করার পূর্বে এয়ারলাইন্সের নাম ও গন্তব্য উল্লেখ করে ইমিগ্রেশন এলাকায় যাত্রীদের ডাকাডাকি করেন। যা Paging নামে পরিচিত। তবে পৃথিবীর অনেক বিমানবন্দর Silent airport হিসাবে পরিচিত; যেখানে Paging না করে যাত্রীদেরকে এসএমএস এর মাধ্যমে নিয়মিতভাবে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া কোন এয়ারলাইন্স Paging করে যাত্রীদেরকে যথাসময়ে বোর্ডিং গেটে হাজির করাতে আইনগতভাবে বাধ্য নয়। বরং এটা যাত্রীরই দায়িত্ব।

৩.১২ বোর্ডিং গেইটের আনুষ্ঠানিকতা

বোর্ডিং গেইটে এয়ারলাইন্সের প্রতিনিধিগণ যাত্রীর বোর্ডিং কার্ড ও পাসপোর্ট পরীক্ষা করে তাকে ফ্লাইটে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করেন। চূড়ান্ত নিরাপত্তা চেকিংয়ের জন্য যাত্রীকে তার জুতা, বেল্ট, মানিব্যাগ, কোট, জ্যাকেট ইত্যাদি খুলে ট্রেতে দিয়ে দিতে হয়। আর্চওয়ে দিয়ে যাওয়ার সময় নিরাপত্তাকর্মী যাত্রীর দেহ তল্লাশি করতে পারেন। নারী যাত্রীদের দেহ তল্লাশির জন্য পর্দা দিয়ে ঘেরা আলাদা স্থান ও নারী নিরাপত্তাকর্মী নিয়োজিত থাকে।

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা তল্লাশির পাশাপশি যাত্রীকে তার হ্যান্ড লাগেজ পরীক্ষার জন্য স্ক্যানিংয়ে দিয়ে দিতে হয়। লাগেজে ছুরি, কাঁচি, সুঁই, ম্যাচ, লাইটার, ১০০ মি.লি.এর অধিক পরিমাণ লিকুইড, যাত্রী ও ক্রুদের বিরক্তি সঞ্চার হয় বা তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় এমন কোন জিনিস আছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য লাগেজ খুলে তল্লাশি করে ও মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হয়। নিরাপত্তা চেকিং এর পুরো প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করা বাধ্যতামূলক। চেকিং সহজতর করার জন্য যাত্রীর উচিত এমন জুতা ও বেল্ট পরিধান করা যা সহজে খোলা যায়। তাছাড়া প্রাইভেসির দোহাই দিয়ে হ্যান্ড লাগেজ চেকিং এ অস্বীকৃতি জানানোর কোন সুযোগ নেই। এটা জেনেই হ্যান্ড লাগেজ প্রস্তুত করে বিমানবন্দরে আসতে হবে। চেকিং এর কোন পর্যায়ে অসহযোগিতা করলে যাত্রী ফ্লাইটে প্রবেশ করতে পারবেন না।

যাত্রীর সাথে থাকা হ্যান্ড লাগেজের সংখ্যা, আকৃতি ও ওজন এয়ারলাইন্স নির্ধারিত সীমার মধ্যে আছে কিনা তা এয়ারলাইন্সের প্রতিনিধিরা পরীক্ষা করে দেখবেন। উল্লেখ্য যে যাত্রীর বুকিং লাগেজের সংখ্যা, আকৃতি ও ওজন চেক-ইন কাউন্টারে পরীক্ষা করে দেখা হলেও হ্যান্ড লাগেজ বোর্ডিং গেটেই পরীক্ষা করা হয়। অতিরিক্ত ওজন বা সাইজ বা সংখ্যার লাগেজ কেবিনে অর্থাৎ ফ্লাইটের অভ্যন্তরে না নিয়ে বুকিং এ দিয়ে দেয়ার জন্য এয়ারলাইন্সের প্রতিনিধিরা নির্দেশনা দিতে পারেন। তাছাড়া হ্যান্ড লাগেজে এবং বুকিং লাগেজে কোন পঁচনশীল দ্রব্য বহনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্সের নিষেধাজ্ঞা থাকতে পারে। সে নিষেধাজ্ঞা মোতাবেক এয়ারলাইন্সের প্রতিনিধিরা যাত্রীর হাতে থাকা রান্না করা খাবার বা অন্য কোন পঁচনশীল খাদ্যবস্তু কেবিনে নিতে বাধা দিতে পারেন।

বোর্ডিং গেইটের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার পর সময় থাকলে যাত্রী বোর্ডিং গেইট সংলগ্ন হোল্ডিং লাউঞ্জে কিছু সময় অবস্থান করবেন। যাত্রী যে উড়োজাহাজে আরোহণ করবেন তা Wide body বা Narrow body হতে পারে। Wide body উড়োজাহাজের দরজা বোর্ডিং ব্রীজের মাধ্যমে হোল্ডিং লাউঞ্জের সাথে সংযুক্ত করা হয় এবং যাত্রী লাউঞ্জ থেকে হেঁটে বোর্ডিং ব্রিজ হয়ে উড়োজাহাজে প্রবেশ

করেন। পক্ষান্তরে, Narrow body উড়োজাহাজসমূহ সাধারণত দূরে রাখা হয় এবং যাত্রীদেরকে ramp bus এ করে হোল্ডিং লাউঞ্জ থেকে উড়োজাহাজের সিঁড়ি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। হুইলচেয়ারের যাত্রীরা উড়োজাহাজের দরজা পর্যন্ত হুইলচেয়ার সুবিধা পেয়ে থাকেন।

৩.১৩ আলোকচিত্রে আন্তর্জাতিক বহির্গমনের আনুষ্ঠানিকতা

১

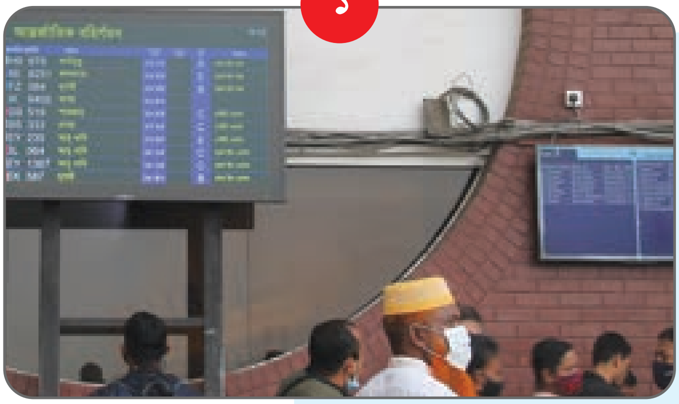

বিদেশগামী যাত্রী তার ফ্লাইটের নির্ধারিত সময়ের অন্ততঃ তিন ঘন্টা আগে বিমানবন্দরের আন্তর্জাতিক টার্মিনালের দোতলায় এসে উপস্থিত হবেন। এর আগেই তিনি তার আত্মীয়স্বজনকে বিদায় জানাবেন। প্রবেশপথের বাইরে তিনি দু'ধরনের মনিটর দেখবেন।

২

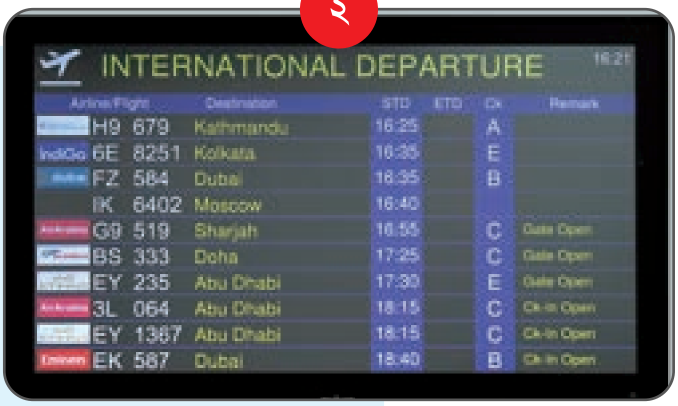

অপেক্ষাকৃত বড় আকারের মনিটরটিতে যাত্রী বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের লোগো, ফ্লাইট নাম্বার, গন্তব্য এবং ফ্লাইট ছেড়ে যাওয়ার সম্ভাব্য সময় (STD) দেখতে পাবেন।

৩

অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের মনিটরে কোন গেইট দিয়ে কোন ফ্লাইটের যাত্রীরা প্রবেশ করবেন তা দেখা যাবে। একটি গেইট কয়েকটি ফ্লাইটের যাত্রীদের প্রবেশের জন্য নির্ধারিত থাকতে পারে।

৪

যাত্রী তার প্রয়োজন অনুসারে ট্রলি সংগ্রহ করবেন এবং তার সাথে থাকা মালামাল ট্রলিতে তুলবেন। তারপর তিনি তার ফ্লাইটের যাত্রীদের প্রবেশের জন্য নির্ধারিত গেইট দিয়ে প্রবেশের জন্য লাইনে দাঁড়াবেন। গেইটের প্রবেশপথে একজন আনসার সদস্য যাত্রীর পাসপোর্ট ও ঐ দিনের টিকেট দেখে নিশ্চিত হয়ে তাকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিবেন।

৫

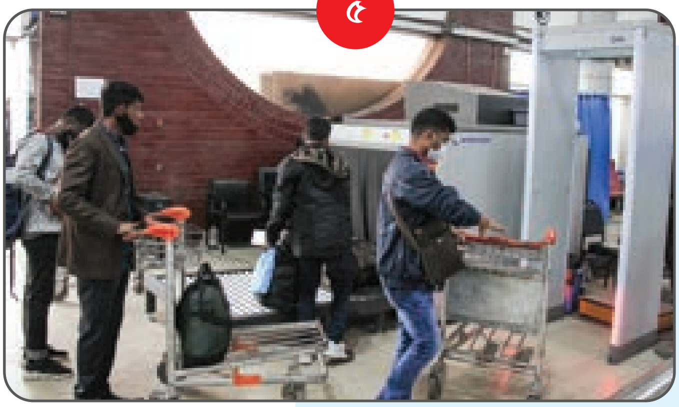

ভিতরে প্রবেশ করে যাত্রী তার সাথে থাকা সকল মালামাল স্ক্যানারে দিবেন।

৬

মালামাল স্ক্যানারে দিয়ে যাত্রী নিজে আর্চওয়ে দিয়ে অগ্রসর হবেন। দায়িত্বরত আনসার সদস্য যাত্রীর বডি সার্চ করবেন। বডি সার্চ শেষে যাত্রী তার হাতে মোবাইল ফোন ও জরুরি কাগজপত্র এসেছে কিনা তা দেখে নিবেন।

৭

নারী যাত্রীদের বডি সার্চ করার জন্য নারী আনসার সদস্য এবং পর্দাঘেরা আলাদা স্থান রয়েছে।

৮

স্ক্যানার থেকে সব মালামাল বুঝে নেওয়ার পর যাত্রী হেলথ স্ক্রিনিং ডেস্কে যাবেন যদি গন্তব্য বা ট্রানজিট বিমানবন্দরে কোভিড সনদ প্রদর্শনের বাধ্যবাধকতা থাকে। যাত্রীর সাথে থাকা কোভিড ১৯ সনদটি সেখানে পরীক্ষা করা হবে এবং সঠিক পাওয়া গেলে তাতে সিল দিয়ে যাত্রীকে ফেরত প্রদান করা হবে।

৯

কোভিড-১৯ সনদ পরীক্ষা শেষে যাত্রী মনিটরে চোখ রাখবেন। সেখানে এয়ারলাইন্সের লোগো, ফ্লাইট নাম্বার, গন্তব্য, যাত্রার জন্য নির্ধারিত সময় এবং চেক-ইন Row (A,B,C,D অথবা E) উল্লেখ করা আছে। যাত্রী তার ফ্লাইটের জন্য নির্ধারিত চেক-ইন রো এখান থেকে চিহ্নিত করবেন।

১০

যাত্রী তার ফ্লাইটের জন্য নির্ধারিত চেক-ইন Row তে গিয়ে একাধিক এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট অথবা একই এয়ারলাইন্সের বিভিন্ন ফ্লাইটের চেক-ইন কার্যক্রম দেখতে পাবেন।

১১

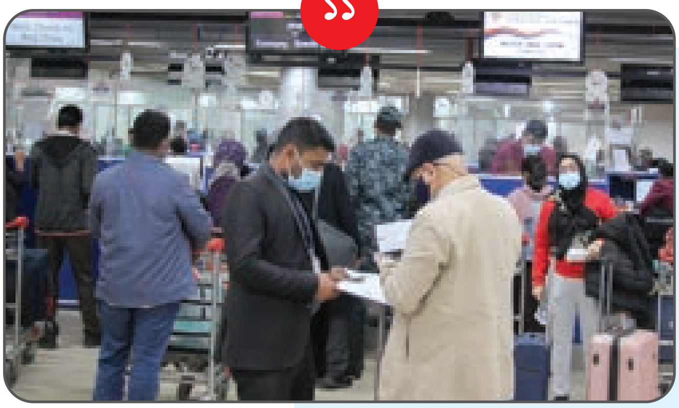

চেক-ইন Row তে অবস্থিত প্রতিটি কাউন্টারের উপরে মনিটরে সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স এর লোগো ও অন্যান্য তথ্য দেখা যাবে।

১২

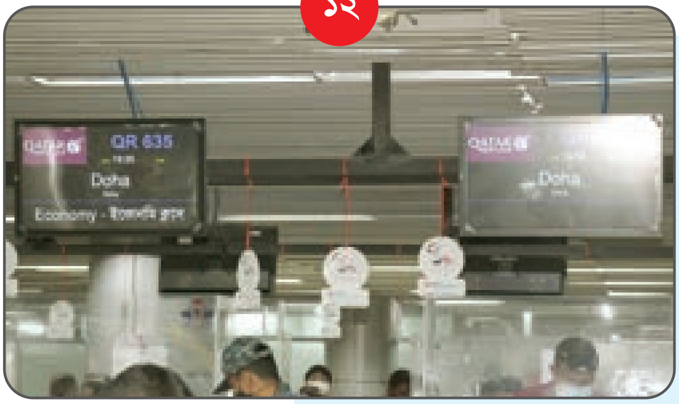

মনিটরে এয়ারলাইন্সের লোগোর সাথে ফ্লাইট নাম্বার, যাত্রার জন্য নির্ধারিত সময়, গন্তব্য এবং কোন ক্লাসের টিকেটের যাত্রীরা সেখানে চেক-ইন করবেন তা লেখা থাকবে। এয়ারলাইন্সের কর্মীরা যাত্রীদেরকে সঠিক লাইনে দাঁড়াতে সহায়তা করবেন।

১৩

যাত্রী তার ফ্লাইটের সময়ের অন্তত এক ঘণ্টা বাকি থাকতে তার জন্য নির্ধারিত চেক-ইন কাউন্টারে উপস্থিত হবেন। সেখানে তার সাথে থাকা বুকিং লাগেজ ওজন করা হবে। লাগেজের ওজন এয়ারলাইন্সের নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত হলে এয়ারলাইন্সকে নির্ধারিত হারে চার্জ প্রদান করতে হবে।

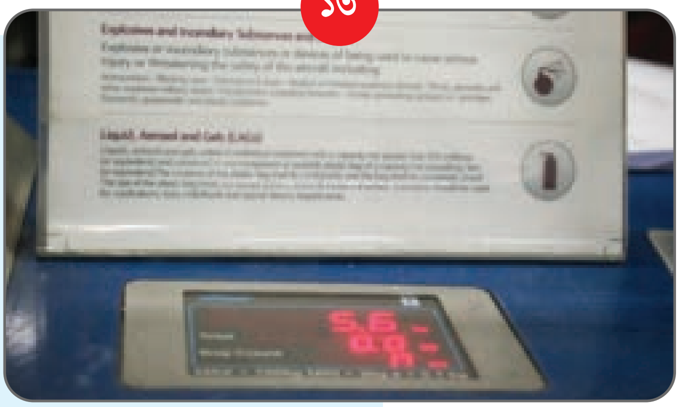

১৪

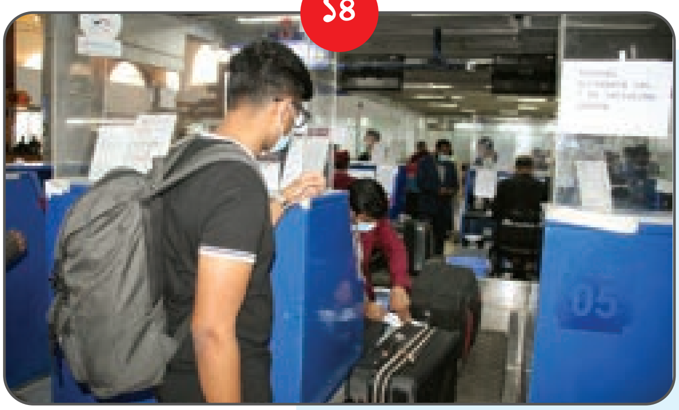

যাত্রীর পাসপোর্ট টিকেট, ভিসা, ওয়ার্ক বা রেসিডেন্স পারমিট ও অন্যান্য কাগজপত্র দেখে সন্তুষ্ট হলে চেক-ইন কাউন্টারে ডিউটিরত এয়ারলাইন্স কর্মী যাত্রীর বুকিং লাগেজে ট্যাগ লাগিয়ে দিবেন।

বুকিং লাগেজ র‍্যাপিং করা বাধ্যতামূলক নয়, তবে বেল্ট দিয়ে চলার সময় খুলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে নির্ধারিত ফি'র বিনিময়ে লাগেজ র‍্যাপিং করিয়ে নিতে হবে। র‍্যাপিং বাবদ টাকা নিয়ে যাত্রীকে ক্যাশ মেমো প্রদান করা হবে।

বিদেশ যাওয়ার জন্য যাত্রীকে অবশ্যই প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করে তা পাসপোর্টে এনডোর্স করিয়ে নিতে হবে। বিদেশগামী যাত্রীদের এ কাজে সহায়তা করার জন্য বহির্গমন কনকোর্স হল এবং ইমিগ্রেশন এলাকায় বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ে অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যাংকের বুথ আছে।

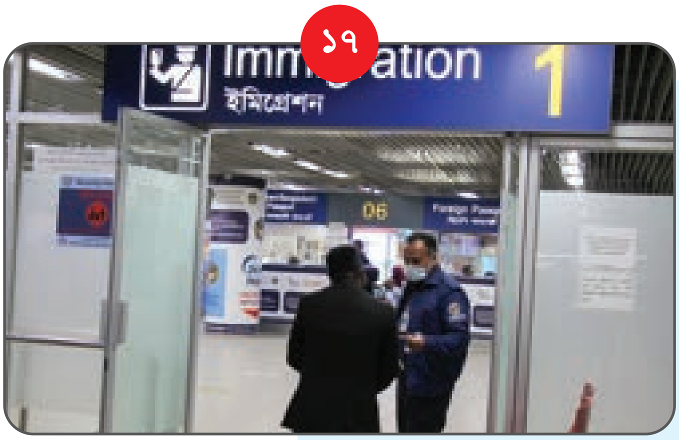

যাত্রী তার পাসপোর্ট, টিকেট ও বোর্ডিং পাস দেখিয়ে ইমিগ্রেশন এলাকায় প্রবেশ করার অনুমতি পাবেন।

১৮

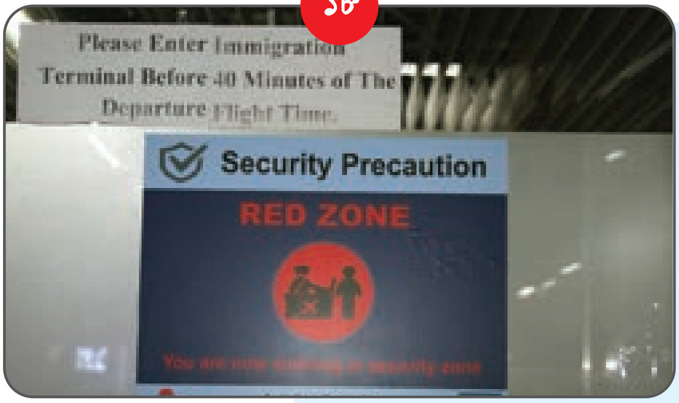

যাত্রীকে আবশ্যিকভাবে তার ফ্লাইট ছেড়ে যাওয়ার অন্ততঃ চল্লিশ মিনিট সময় হাতে থাকতে ইমিগ্রেশন এলাকায় প্রবেশ করতে হবে।

১৯

যাত্রী চেক-ইনের সময় যে লাগেজ বুকিং দিয়েছেন তা উড়োজাহাজে তোলার আগে হোল্ড ব্যাগেজ স্ক্রিনিং রুমে স্ক্যান করা হয়। স্ক্যান করার সময় লাগেজে সন্দেহজনক কিছু দেখা গেলে যাত্রীকে ডেকে এনে তার উপস্থিতিতে লাগেজ খোলা হতে পারে এবং প্রয়োজনে কোন নির্দিষ্ট আইটেম লাগেজ হতে অপসারণ করা হতে পারে।

২০

কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশগামী যাত্রীরা ইমিগ্রেশন এলাকায় প্রবেশের পূর্বে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কে বিএমইটি স্মার্ট কার্ড এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রিএন্ট্রি ভিসা যাচাই করাতে পারবেন।

২১

ইমিগ্রেশন এলাকায় প্রবেশের পূর্বে যাত্রীকে ডিপার্চার কার্ড পূরণ করতে হবে। যাত্রী তা পূরণ করতে না পারলে বিনামূল্যে হেল্প ডেস্কের সহায়তা নিতে পারবেন। এছাড়া নতুন যাত্রীরা এখান থেকে দিক নির্দেশনা পাবেন।

২২

বয়স্ক নাগরিক, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বসার জন্য বহির্গমন কনকোর্স হল এলাকায় বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

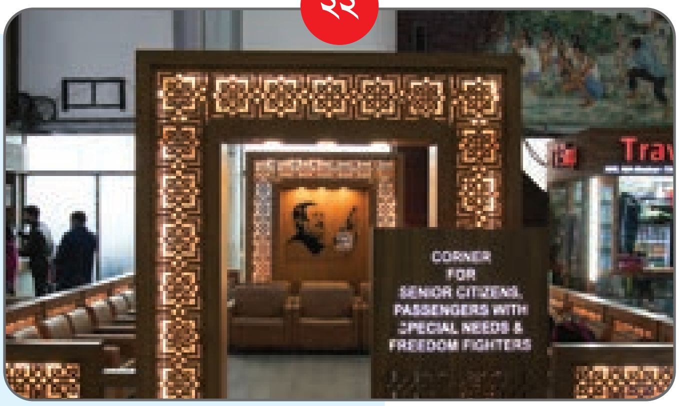

২৩

ইমিগ্রেশন এলাকায় প্রবেশের পর যাত্রী ইমিগ্রেশন কাউন্টারে যাবেন। সেখানে তার পাসপোর্ট, টিকেট, ভিসা, বোর্ডিং পাস, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিএমইটি স্মার্ট কার্ড পরীক্ষা করা হবে। সব কিছু সন্তোষজনক পাওয়া গেলে যাত্রীর পাসপোর্টে ডিপার্চার সিল প্রদান করা হবে।

২৪

ইমিগ্রেশন সিল পাওয়ার পর হাতে সময় থাকলে যাত্রী নির্ধারিত স্থানে অপেক্ষা করতে পারবেন।

২৫

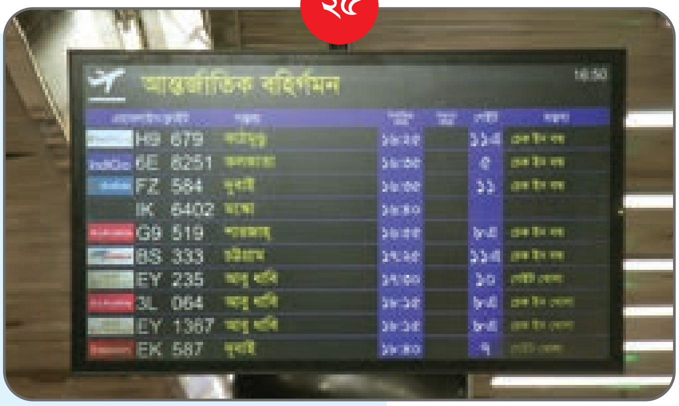

ইমিগ্রেশন এলাকায় অপেক্ষা করার সময় যাত্রী মনিটরে চোখ রাখবেন। মনিটরে তিনি তার এয়ারলাইন্সের লোগো, ফ্লাইট নাম্বার, যাত্রাসময় এবং বোর্ডিং গেইট নাম্বার দেখতে পাবেন। যাত্রা সময়ের অন্ততঃ ৩০ মিনিট বাকি থাকতে যাত্রীকে বোর্ডিং গেইটে উপস্থিত হতে হবে।

২৬

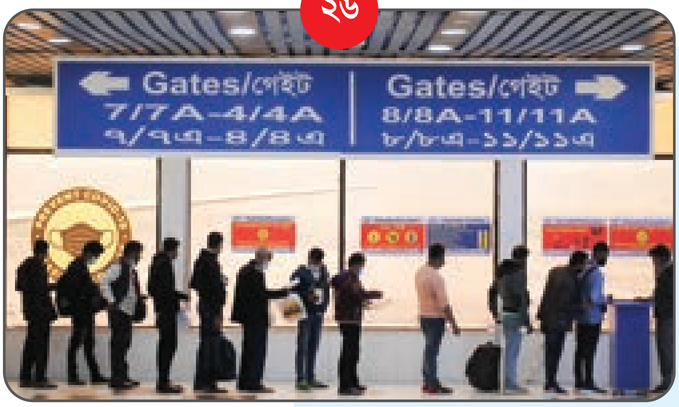

বোর্ডিং গেইটে যাওয়ার পথে যাত্রী দিকনির্দেশনা পাবেন।

২৭

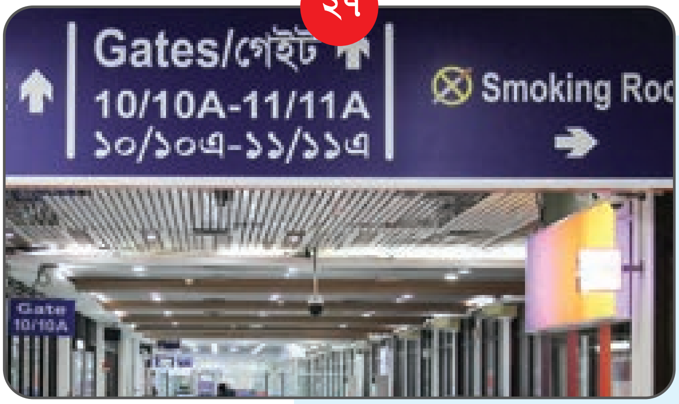

যাত্রী তার জন্য নির্ধারিত বোর্ডিং ব্রিজ, টয়লেট বা স্মোকিং রুমে যাওয়ার পথে সাইনেজ অনুসরণ করবেন।

২৮

উড়োজাহাজের টয়লেটে পানি ব্যবহারের সুযোগ সীমিত। স্বচ্ছন্দে টয়লেট করা বা ওযু করার প্রয়োজন থাকলে যাত্রীর উচিত বোর্ডিং এর লাইনে দাঁড়ানোর আগেই টয়লেটে যাওয়া।

২৯

উড়োজাহাজে ধূমপান নিষিদ্ধ। দীর্ঘ সময় ধূমপান থেকে বিরত থাকা অসম্ভব মনে হলে যাত্রী স্মোকিং রুম ব্যবহার করতে পারবেন।

৩০

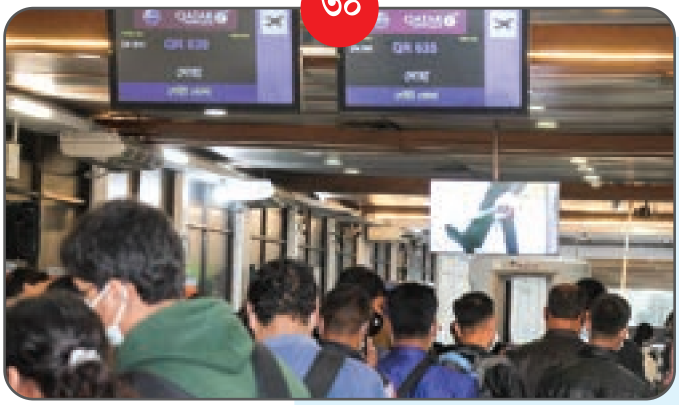

যাত্রী তার জন্য নির্ধারিত বোর্ডিং ব্রিজে এসে মনিটরে এয়ারলাইন্সের লোগো, ফ্লাইট নাম্বার, যাত্রার জন্য নির্ধারিত সময় ও গন্তব্য দেখতে পাবেন।

৩১

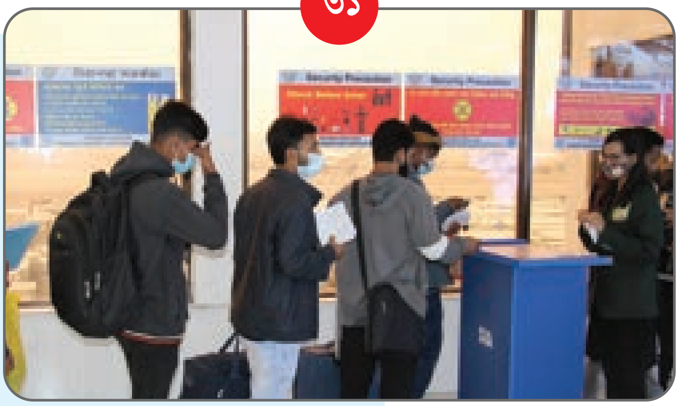

বোর্ডিং ব্রিজে উপস্থিত হওয়ার পর এয়ারলাইন্স কর্মী যাত্রীর পাসপোর্ট ও বোর্ডিং পাস পরীক্ষা করবেন।

৩২

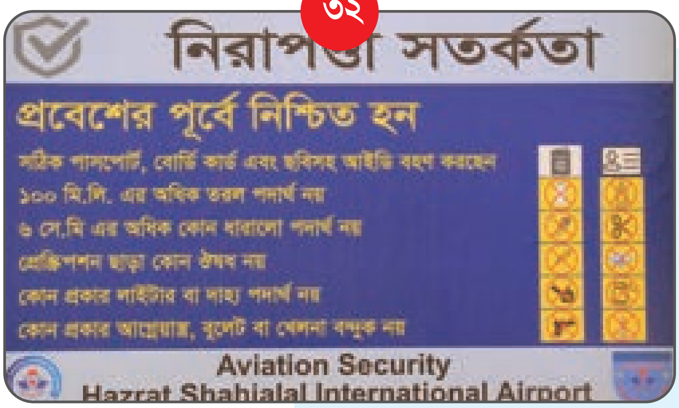

যেসব জিনিস নিয়ে উড়োজাহাজে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ তার তালিকা বোর্ডিং ব্রিজ এলাকায় প্রদর্শন করা আছে।

৩৩

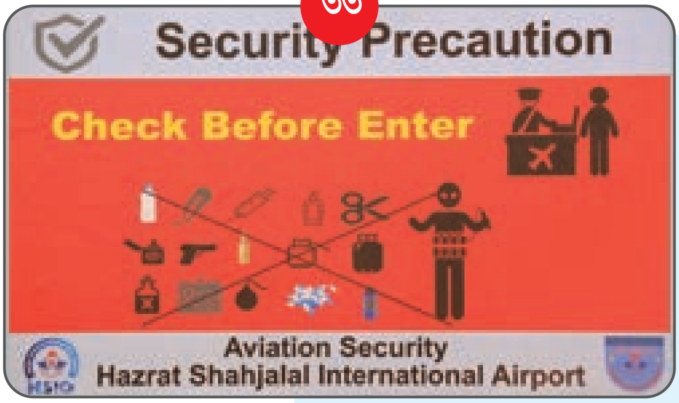

আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক, দাহ্য পদার্থ, ধারালো ও সূচালো বস্তু, ১০০ মি.লি.এর অধিক পরিমাণ তরল পদার্থ নিয়ে উড়োজাহাজে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

৩৪

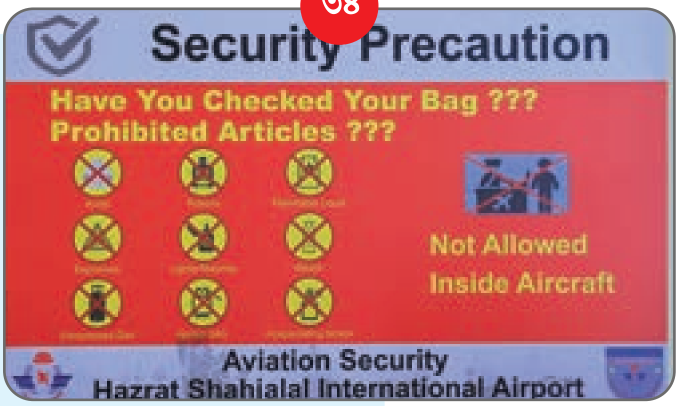

উড়োজাহাজে বহন নিষিদ্ধ বস্তুসমূহের ছবি ও বর্ণনা যাত্রী দেখতে পাবেন।

৩৫

আগুন জ্বালাতে সহায়ক হতে পারে এমন যে কোন কিছু নিয়ে উড়োজাহাজে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

৩৬

যাত্রী তার গায়ের কোট, ব্লেজার বা জ্যাকেট, বেল্ট, জুতা, হাত ঘড়ি, মোবাইল, ল্যাপটপ, আইপ্যাড, চার্জার, পাওয়ার ব্যাংকসহ ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি, কয়েন ইত্যাদি খুলে ট্রেতে রেখে নিরাপত্তা চেকিং এ দেয়ার নির্দেশনা পাবেন।

৩৭

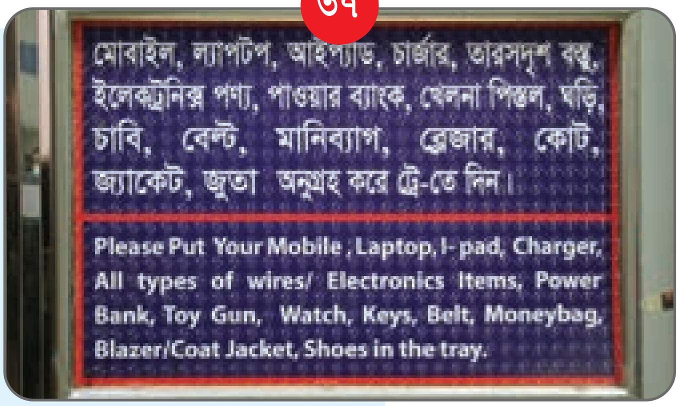

যাত্রী বাংলা ও ইংরেজিতে নিরাপত্তা চেকিং সংক্রান্ত নির্দেশনা দেখতে পাবেন।

৩৮

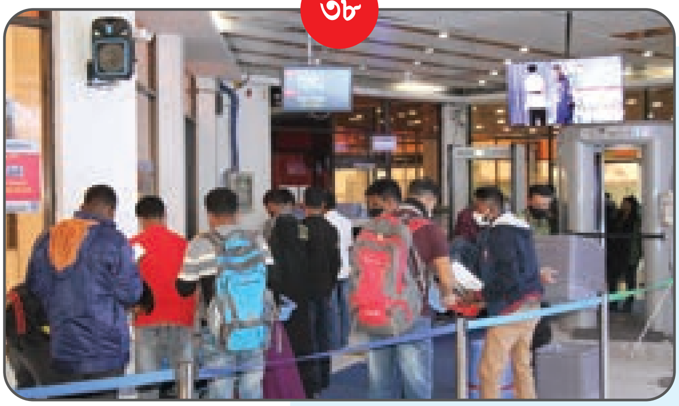

বোর্ডিং ব্রিজে লাউড স্পিকারে বাংলা ভাষায় যাত্রীর করণীয় সম্পর্কিত নির্দেশনা প্রচার করা হয়। এছাড়া মনিটরে পুরো প্রক্রিয়াটি ডেমোনস্ট্রেশন ভিডিওতে দেখানো হয়।

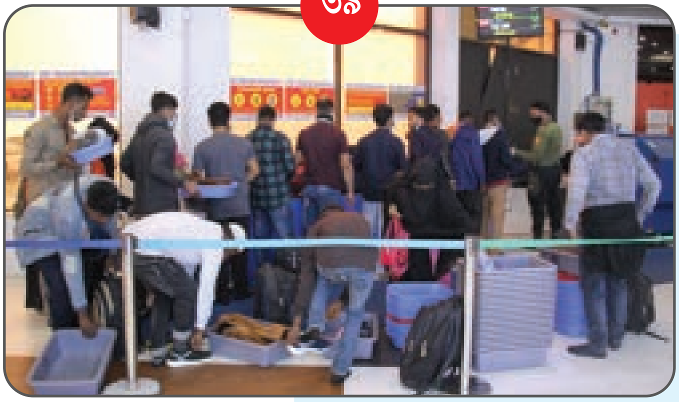

বোর্ডিং ব্রিজে সিকিউরিটি চেকিং এর সময় যাত্রীকে জুতা খুলতে হয়। সহজে খোলা যায় এমন জুতা পরেই বিমানবন্দরে আসা উচিত।

যাত্রী তার জুতা ও অন্যান্য মালামাল স্ক্যানিংয়ে দেওয়ার জন্য পৃথক পৃথক ট্রে ব্যবহার করবেন।

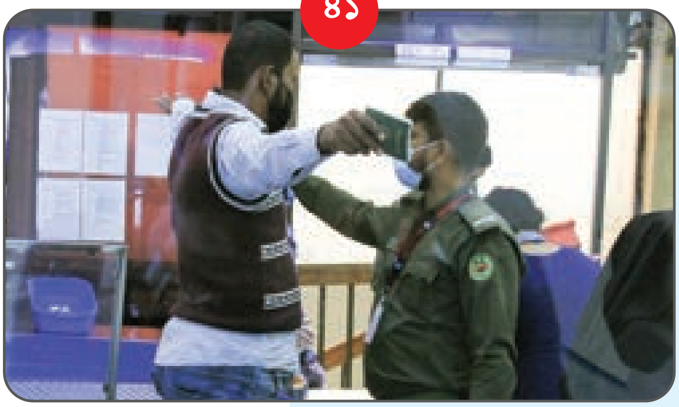

যাত্রী তার কোট, বেল্ট, জুতা, মোবাইল, চাবি ইত্যাদি ছাড়া আর্চওয়ে দিয়ে প্রবেশ করবেন। এ সময় ডিউটিরত আনসার সদস্য যাত্রীর বডি সার্চ করবেন। বডি সার্চ শেষে যাত্রী তার পাসপোর্ট, টিকেট, বোর্ডিং পাসসহ জরুরি কাগজপত্র ও মোবাইল হাতে পেয়েছেন কিনা তা নিশ্চিত হবেন।

৪২

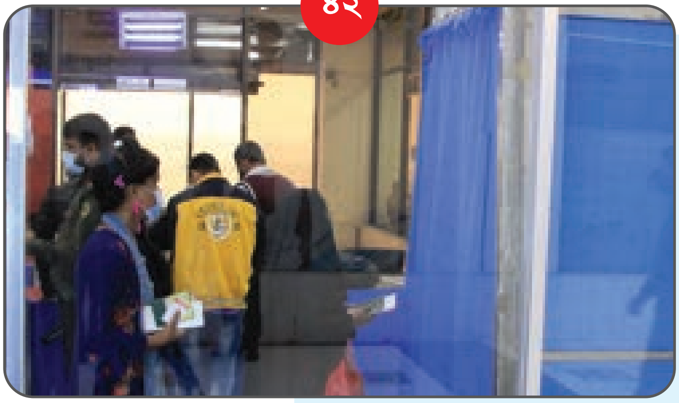

নারী যাত্রীদের বডি সার্চ করার জন্য পর্দা দিয়ে ঘেরা স্থানে নারী আনসার সদস্য থাকবেন।

৪৩

সিকিউরিটি চেকিং শেষ হওয়ার পর যাত্রী হোল্ডিং লাউঞ্জে অপেক্ষা করবেন। লাউঞ্জে প্রবেশের পর টয়লেটে যাওয়ার জন্য বের হয়ে আসার সুযোগ নেই। নির্ধারিত সময়ে এয়ারলাইন্সের কর্মীরা যাত্রীকে উড়োজাহাজে নিয়ে যাবেন। তার আগে যাত্রী তার পাসপোর্ট, বোর্ডিং পাস, মোবাইল ফোনসহ জরুরি জিনিসপত্র হাতে আছে কিনা তা নিশ্চিত হবেন।

৪.০

ইন-ফ্লাইট ও ট্রানজিট সময়

আকাশপথে যাত্রী পরিবহনে নিরাপত্তা ইস্যুকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ কারণে যাত্রী ও তাদের সাথে আনা মালামাল অনেকগুলি ধাপে পরীক্ষার মাধ্যমে উড়োজাহাজে প্রবেশের অনুমতি পায়। একই কারণে ফ্লাইটে অবস্থানকালেও যাত্রীদের কিছু নিয়ম আবশ্যিকভাবে মেনে চলতে হয়।

৪.১ আসন গ্রহণ

যাত্রীর হাতে থাকা বোর্ডিং পাসে তার জন্য নির্ধারিত সিট নাম্বার মুদ্রিত থাকে। উড়োজাহাজে প্রবেশের পর যাত্রী কেবিন ক্রুদের সহায়তায় তার নির্ধারিত সিটে যাবেন। সিটের উপরে ওভারহেড বিনে তার হ্যান্ড লাগেজ রাখবেন। বিকল্প ব্যবস্থায় সামনের যাত্রীর সিটের নীচেও লাগেজ রাখা যায়। তবে এর বাইরে মুক্ত অবস্থায় কোন লাগেজ রাখার সুযোগ নেই। সিটে বসার পর যাত্রী সিট বেল্ট বাঁধা ও তা খোলার নিয়ম জেনে নিবেন এবং যথানিয়মে বেল্ট বেধে নিবেন। কতক্ষণ পর্যন্ত বেল্ট বেঁধে রাখতে হবে সে বিষয়ে যাত্রী সংকেত ও নির্দেশনা দেখতে পাবেন। ফ্লাইটের উড্ডয়নের সময় মোবাইল ফোনসহ সকল প্রকার ইলেকট্রনিক ডিভাইস বন্ধ রাখতে হয়। এ বিষয়ে কেবিন ক্রু যে নির্দেশনা প্রদান করবেন তা মেনে চলতে হবে। এছাড়া কোভিড সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে সকল যাত্রীর জন্য ফ্লাইটে মাস্ক পরিধান করে থাকা বাধ্যতামূলক। খাদ্য গ্রহণের সময় ছাড়া অন্য সময় যাত্রীকে মাস্ক পরে থাকতে হবে। প্রত্যেক যাত্রীর সামনে সিট পকেটে ল্যামিনেট করা কাগজে Safety Card থাকে। এতে সিট বেল্ট বাধা এবং জরুরি অবস্থায় অক্সিজেন মাস্ক বা লাইফ জ্যাকেট পরিধান করার কৌশল ছবির মাধ্যমে বর্ণনা করা থাকে। যাত্রীর কর্তব্য এ সম্পর্কে অবহিত থাকা।

৪.২ খাবার গ্রহণ

কতক্ষণ আকাশে থাকতে হবে তার উপর নির্ভর করে ফ্লাইটে এক বা একাধিকবার খাদ্য পরিবেশন করা হয়। তবে বাজেট এয়ারলাইন্স এর যাত্রীগণ টিকেটের মূল্যের সাথে আলাদা চার্জ না দিলে সাধারণত ফ্লাইটে খাদ্য ও পানীয় পান না। কিছু এয়ারলাইন্স ফ্লাইটে এলকোহল পরিবেশন করে। তবে নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় সেবনের অভ্যাস না থাকলে ফ্লাইটে এলকোহল পান করা ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ এলকোহল পানের পর যে কোন অসঙ্গত আচরণের দায় যাত্রীকেই নিতে হবে এবং এর জন্য শাস্তিও পেতে হতে পারে। খাওয়া শেষে খাবারের প্যাকেট, টিস্যু, উচ্ছিষ্ট ও অবশিষ্ট খাবার উড়োজাহাজের মেঝেতে ফেলা যাবে না। কিছুক্ষণ পর কেবিন ক্রু তা সংগ্রহ করতে আসবেন।

৪.৩ সুশৃঙ্খল আচরণ

বাংলাদেশের যে কোন বিমানবন্দর অভিমুখী উড়োজাহাজে অবস্থানকালে যাত্রীদের জন্য বিমান নিরাপত্তা বিরোধী অপরাধ দমন আইন, ১৯৯৭ প্রযোজ্য হয়। অন্যান্য দেশেও এ আইনের অনুরূপ আইন রয়েছে। এ আইন মোতাবেক উড়োজাহাজের ক্যাপ্টেন এবং কেবিন ক্রুগণ আকাশে থাকা অবস্থায় নিরাপত্তা বিরোধী আচরণে লিপ্ত হওয়া যাত্রীকে নিবৃত করা এবং অবতরণের পর তাকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে তুলে দেয়ার এখতিয়ারপ্রাপ্ত। ফ্লাইটের অভ্যন্তরে যাত্রী কোন অসঙ্গত আচরণ করলে Chief Purser তার নির্ধারিত প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ করে পাইলটের নিকট উপস্থাপন করেন। পাইলট প্রয়োজন বোধ করলে যাত্রীকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের হাতে সোপর্দ করতে পারবেন।

ফ্লাইটের এসি কাজ করছে না, কেবিন ক্রু সহযোগিতা করছেন না, খাবারের মান ভাল না ইত্যাদি অজুহাতে কিছু যাত্রী উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে বিপদের মুখোমুখি হন। এয়ারলাইন্সের প্রদত্ত সেবার মান সম্পর্কে অভিযোগ করার জন্য প্রত্যেক এয়ারলাইন্সের ওয়েবসাইটে স্থান নির্ধারিত আছে। ফ্লাইটে অশোভন আচরণ না করে যথানিয়মে অভিযোগ দাখিল করা সমীচীন।

কেবিন ক্রুদের সাথে দুর্ব্যবহার করলে, তাদেরকে আক্রমণ করলে, অন্য যাত্রীর সাথে অসদাচরণ করলে, কেবিন ক্রুদের নির্দেশনা না মেনে মাস্ক পরিধান না করলে কোন কোন এয়ারলাইন্স ঐ যাত্রীকে কালো তালিকাভুক্ত করতে পারে। এর ফলে যাত্রী ভবিষ্যতে আর ঐ এয়ারলাইন্সে ভ্রমণ করতে পারেন না।

ফ্লাইটে অবস্থানকালে যাত্রীরা সাধারণত ধূমপান করার অনুমতি পান না। এমনকি ই-সিগারেট ব্যবহারের অনুমতিও দেওয়া হয় না। সিটে বসে বা টয়লেটে গিয়ে লুকিয়েও এ কাজ করা দণ্ডনীয় অপরাধ। এ কারণে ধূমপায়ী যাত্রীদের উচিত উড়োজাহাজ যাত্রায় ধূমপান হতে বিরত থাকার পর্যাপ্ত মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে উড়োজাহাজে প্রবেশ করা।

৪.৪ Turbulence এর জন্য মানসিক প্রস্তুতি

আকাশে থাকা অবস্থায় উড়োজাহাজ সবসময় স্থির নাও থাকতে পারে। প্রতিকূল আবহাওয়ায় ঝড়ের মধ্যে, এমনকি ভাল আবহাওয়ার মধ্যেও উড়ন্ত উড়োজাহাজ সামান্য বা অধিক পরিমাণে কাঁপতে পারে, আন্দোলিত হতে পারে, হঠাৎ কিছুদূর পর্যন্ত নীচে পড়ে গিয়ে আবার স্থির হওয়ার অনুভূতি সৃষ্টি হতে পারে। এ ঘটনা Turbulence নামে পরিচিত। টার্বুলেন্স এর মাঝে পড়ে অনভিজ্ঞ যাত্রী ভীষণ ভীত হয়ে যেতে পারেন। তবে টার্বুলেন্স একটি স্বাভাবিক বিষয়। এর কারণে যাত্রীবাহী উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হওয়ার আশঙ্কা খুবই কম। উড়োজাহাজের পাইলট টার্বুলেন্স মোকাবেলায় যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। অনেক ক্ষেত্রে তারা টার্বুলেন্স এড়ানোর ক্ষমতা রাখেন। টার্বুলেন্স এর আশঙ্কা থাকলে যাত্রীদের সিটে বসে থেকে সিট বেল্ট বেঁধে রাখতে বলা হয়। টার্বুলেন্সে যাত্রীরা যাতে আহত না হন সেজন্য

যাত্রীদের হ্যান্ড লাগেজ নির্ধারিত স্থানে রাখা জরুরি।

৪.৫ টয়লেট ব্যবহার

উড়োজাহাজে যাত্রী সংখ্যার তুলনায় টয়লেট সংখ্যা সীমিত রাখা হয়। কোন কোন মডেলের উড়োজাহাজে প্রতি ৫০ জন যাত্রীকে একটি টয়লেট শেয়ার করতে হতে পারে। তবে সাধারণভাবে প্রতি ২৫ জন যাত্রীর জন্য একটি টয়লেট থাকে। নারী ও পুরুষ যাত্রীদের জন্য টয়লেট আলাদা করা থাকে না। দীর্ঘ যাত্রাপথে একটি নির্দিষ্ট সময়ে একসাথে অনেক যাত্রী টয়লেটে যাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করতে পারেন। এমন পরিস্থিতিতে টয়লেটে যাওয়ার জন্য ধৈর্য্য ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হতে পারে। টয়লেটের ভিতর কেউ আছেন কিনা তা লাল ও সবুজ বাতির সাহায্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রদর্শন করা হয়। টয়লেটের দরজা ভিতর থেকে লাগানো থাকলে বাইরে লাল রঙের সংকেত দেখা যায়। যাত্রী দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসলে সংকেত সবুজ রঙে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। তাই টয়লেটে প্রবেশের জন্য দরজা ধাক্কাধাক্কি করার প্রয়োজন হয় না।

টয়লেটের ভিতর খুব অল্প জায়গায় একটি কমোড ও একটি বেসিন বসানো থাকে। কোন কোন টয়লেটে ছোট শিশুদের ডায়াপার বদলানোর সুবিধার্থে একটি উঁচু জায়গা থাকে। কমোডে পানি ব্যবহারের সুযোগ নেই বলে টিস্যু ব্যবহার করতে হবে। কমোডের ভিতরে ব্যবহৃত টিস্যু পেপার বা স্যানিটারি ন্যাপকিন ফেলা নিষিদ্ধ। এসব ফেলার জন্য টয়লেটের ভিতরে রাখা বিন ব্যবহার করতে হবে। যথাসম্ভব কম সময়ে টয়লেট ব্যবহার করে কমোড ফ্লাশ করে বাইরে বেরিয়ে আসতে হবে। কোন যাত্রী অস্বাভাবিক দীর্ঘ সময় টয়লেটে অবস্থান করছেন, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বা কোন বেআইনি কাজ করছেন মনে করলে কেবিন ক্রুগণ বিশেষ কৌশলে দরজা খুলে ফেলার ক্ষমতা রাখেন। ফ্লাইট অবতরণের প্রস্তুতিকালে টয়লেটে থাকা যাবে না। এ সময় কোন যাত্রী টয়লেটে থাকলে কেবিন ক্রুগণ তাকে দ্রুত বের হয়ে আসতে তাগিদ দিবেন। টয়লেটে বসে ধূমপান বা ই-সিগারেট সেবন করলে কেবিন ক্রুগণ তা বুঝতে পারবেন এবং ফ্লাইট অবতরণের পর যাত্রীকে এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বিচারের জন্য সোপর্দ করতে পারবেন।

৪.৬ ইন-ফ্লাইট সার্ভিস

সিটে বসে থাকা অবস্থায় যাত্রীরা বিভিন্ন ধরনের ইন-ফ্লাইট সার্ভিস উপভোগ করতে পারবেন। তবে সব মডেলের উড়োজাহাজে এবং সব ফ্লাইটে এ সুবিধা অভিন্ন হবে না। যাত্রীদের সামনের সিট পকেটে বিনামূল্যে পড়ার জন্য ইন-ফ্লাইট ম্যাগাজিন থাকে। উন্নত মডেলের উড়োজাহাজে প্রত্যেক যাত্রীর সামনের সিটের পিছন দিকে Personal TV থাকে। এয়ারলাইন্স কর্তৃক নির্ধারিত নাটক, চলচ্চিত্র বা মিউজিক ভিডিও যাত্রীরা Personal TV তে উপভোগ করতে পারেন। ইন-ফ্লাইট সুবিধা ব্যবহার করতে না জানলে কেবিন ক্রুদের সহায়তা নিতে হবে।

উড়োজাহাজে বসে থাকা অবস্থায় যাত্রীরা তাদের সামনে মনিটরে Moving Map দেখতে পাবেন, যেখানে উড়োজাহাজটির তাৎক্ষণিক অবস্থান, উচ্চতা, গন্তব্যের দূরত্ব, গন্তব্যের সময়, উড়োজাহাজের গতি, মোট দূরত্ব, অবতরণের আনুমানিক সময়, বাইরের তাপমাত্রা, স্থানীয় সময় ইত্যাদি জানা যাবে। কিছু কিছু উন্নত মডেলের উড়োজাহাজে যাত্রীরা Roaming Charge পরিশোধ করে ৫০০০ মিটার উচ্চতায় উঠার পর মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়া ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে চার্জ পরিশোধ সাপেক্ষে যাত্রীদের Wifi সুবিধা দেওয়ারও সুযোগ থাকতে পারে।

৪.৭ অবতরণকালে করণীয়

উড়োজাহাজ অবতরণের সময় হলে যাত্রীরা সিট বেল্ট বেঁধে রাখার নির্দেশনা ও সংকেত পাবেন। এ সময় টয়লেটে যাওয়া যাবে না। কোন ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করা যাবে না। কেবিন ক্রুরা সংকেত না দেওয়া পর্যন্ত সিট বেল্ট বেধে রেখে সিটে বসে থাকতে হবে। সংকেত পাওয়ার পর ওভারহেড বিন থেকে হ্যান্ড লাগেজ নিয়ে উড়োজাহাজ থেকে বের হওয়ার প্রস্তুতি নিতে হবে।

৪.৮ ট্রানজিটকালে করণীয়

ট্রানজিট বিমানবন্দরে অবতরণের পর যাত্রী তার পরবর্তী ফ্লাইটের জন্য ট্রানজিট এরিয়াতে অবস্থান করবেন। বিদেশের সুপরিসর বিমানবন্দরে নামার পর যাত্রীকে সামনে ও আশপাশে বিভিন্ন সাইনেজ দেখে অগ্রসর হতে হবে। ট্রানজিট যাত্রীদেরকে ইমিগ্রেশনের মুখোমুখি হতে হয় না। তাদেরকে বেল্ট থেকে বুকিং লাগেজ সংগ্রহ করারও দরকার হয় না। এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষ তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এক উড়োজাহাজ থেকে অন্য উড়োজাহাজে ট্রানজিট যাত্রীদের বুকিং দেওয়া লাগেজ হস্তান্তর করে। ট্রানজিট এরিয়াতে পৌঁছার পর যাত্রীদের কর্তব্য স্থানীয় সময় জেনে নেওয়া এবং মনিটরে নজর রাখা। যাত্রীর হাতে যে অব্যবহৃত বোর্ডিং পাস রয়েছে সেখানে তার জন্য নির্ধারিত ফ্লাইটের নাম্বার উল্লেখ রয়েছে। মনিটরে সে ফ্লাইটের জন্য নির্ধারিত বোর্ডিং গেট দেখে অপেক্ষা করতে

হবে। ট্রানজিট এরিয়াতে অবস্থানকালে বিমানবন্দরের বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই। তবে ট্রানজিট সময় দীর্ঘ হলে এয়ারলাইন্সের ব্যবস্থাপনায় যাত্রীদেরকে বিশ্রামের জন্য হোটেলে নেওয়া হতে পারে। পরবর্তী ফ্লাইটের বোর্ডিং এর সময় যাত্রী তার অব্যবহৃত বোর্ডিং পাস প্রদর্শন করে হ্যান্ড লাগেজ স্ক্যানিং করবেন এবং সিকিউরিটি চেকিং এর পর উড়োজাহাজে আরোহণ করবেন।

৪.৯ আলোকচিত্রে ফ্লাইটের অভ্যন্তর

১

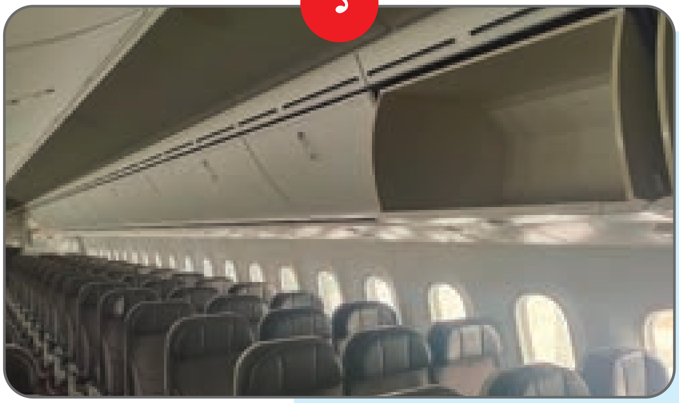

যাত্রী তার হ্যান্ড লাগেজ ওভারহেড বিনে রাখবেন। লাগেজের সাইজ এমন হতে হবে যেন তা বিনের ভিতরে সহজে রাখা যায়। সর্বোচ্চ ২০"x১৫"x১০" আকারের ট্রলিব্যাগ ওভারহেড বিনে রাখা সম্ভব হতে পারে।

২

যাত্রীর সামনের সিট পকেটে এয়ার সিকনেস ব্যাগ এবং সেফটি কার্ড রাখা থাকে। উড়োজাহাজে ভ্রমণের সময় যাদের বমি করার প্রবণতা রয়েছে তারা বমি করার জন্য এয়ার সিকনেস ব্যাগ ব্যবহার করতে পারবেন। প্রয়োজনবোধে এর ব্যবহারবিধি কেবিন ক্রুর কাছ থেকে জেনে নিতে হবে।

৩

ছবির সাহায্যে সেফটি কার্ডে বর্ণিত বিভিন্ন নির্দেশনা জেনে রাখা যাত্রীর কর্তব্য। এর মধ্যে সিট বেল্ট বাঁধা ও তা খোলার কৌশল কেবিন ক্রুরা দেখিয়ে দিবেন।

৪

সেফটি কার্ডে জরুরী অবতরণ বিষয়ক বিভিন্ন নির্দেশনা থাকে।

৫

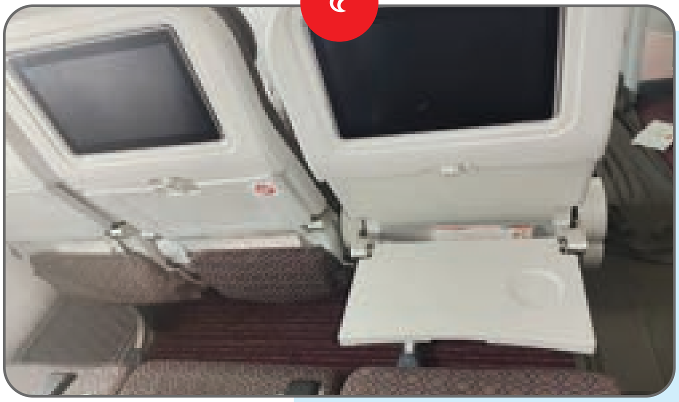

প্রতিটি সিটের সামনে ভাঁজ করে রাখা একটি টেবিল আছে। খাবার পরিবেশন এবং কোন কিছু লেখার কাজে এ টেবিলটি ব্যবহার করা হয়।

৬

উড়োজাহাজের মডেল বা টিকেটের শ্রেণিভেদে বিজনেস ক্লাস বা ইকোনমি ক্লাসে বিভিন্ন ধরনের ইন-ফ্লাইট সার্ভিস থাকতে পারে। ফ্লাইটের সময় পড়ার জন্য পত্রিকা থাকতে পারে। এছাড়া সিটের সামনে মনিটরে Moving Map থাকতে পারে।

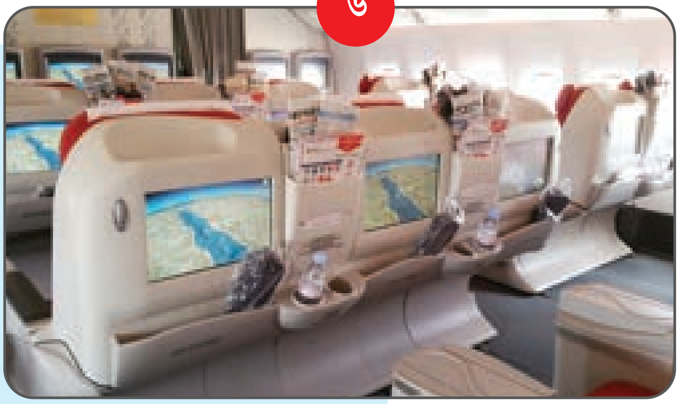

৭

উড়োজাহাজে এয়ারলাইন্সের নিজস্ব প্রকাশনা হিসাবে ইন-ফ্লাইট ম্যাগাজিন থাকতে পারে।

৮

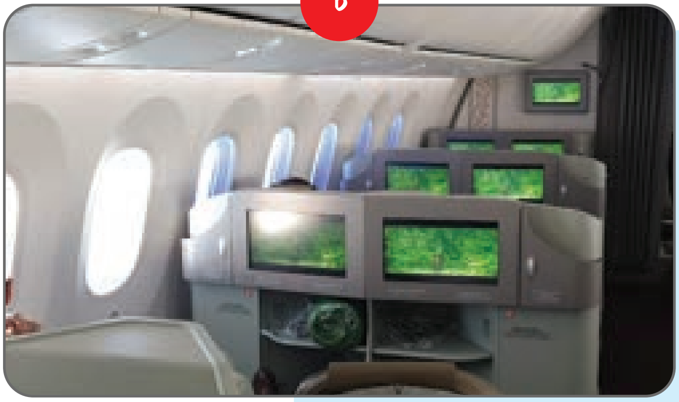

উড়োজাহাজের মডেল বা টিকেটের শ্রেণিভেদে যাত্রীর সামনে Personal TV দেখার সুবিধা থাকতে পারে।

৯

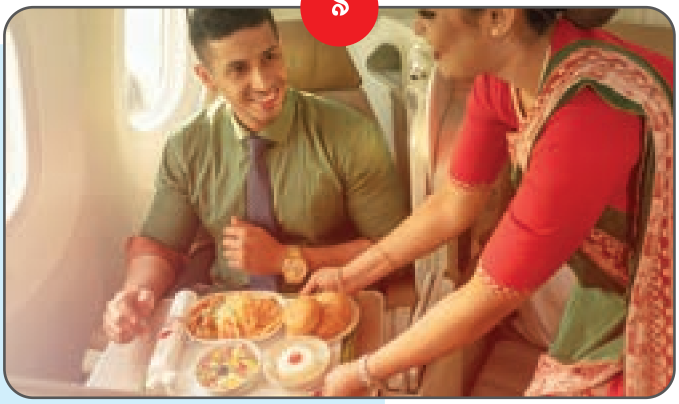

টিকেটের শর্ত অনুযায়ী ফ্লাইটে খাবার পরিবেশন করা হতে পারে।

১০

উড়োজাহাজের টয়লেটের দরজায় সবুজ সংকেত দেখলে ভিতরে প্রবেশ করে টয়লেট ব্যবহার করা যাবে।

১১

উড়োজাহাজের টয়লেট নারী-পুরুষের জন্য আলাদা করা থাকে না। টয়লেটে ধূমপান নিষিদ্ধ। হুইলচেয়ারে বসা যাত্রী টয়লেট ব্যবহার করতে পারবেন কিনা অথবা টয়লেটে ছোট শিশুর ডায়াপার বদলের জায়গা আছে কিনা তা সাইনেজের মাধ্যমে বর্ণিত থাকে।

১২

টয়লেটের ভিতরে কোন ব্যক্তি থাকলে বাইরে থেকে লাল সংকেত দেখা যাবে। এজন্য টয়লেটের দরজায় ধাক্কা দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

১৩

উড়োজাহাজে টয়লেটের ভিতর স্বল্প জায়গায় একটি কমোড, একটি বেসিন এবং ব্যবহৃত টয়লেট টিস্যু ফেলার জন্য একটি বিন থাকে। পানি ব্যবহারের সুযোগ এখানে সীমিত।

১৪

ব্যবহৃত টিস্যু কমোডের ভিতরে ফেলা নিষিদ্ধ।

১৫

ব্যবহৃত টিস্যু নির্ধারিত বিনে ফেলতে হবে।

৫.০

দেশে ফেরার প্রস্তুতি

বিদেশ থেকে দেশে ফেরার সময় এদেশের যাত্রীরা সাধারণত প্রচুর মালামাল সাথে নিয়ে আসতে চান। কিন্তু মালামাল আনার ব্যাপারে যাত্রীদের স্বাধীনতা সীমিত। এক্ষেত্রে যাত্রীকে তিনটি কর্তৃপক্ষের চাহিদা পূরণ করতে হয়। প্রথমত, যাত্রী যে এয়ারলাইন্সে ভ্রমণ করবেন তারা যাত্রীর লাগেজের সংখ্যা, আকার ও ওজন নির্দিষ্ট করে দেয়। কী কী জিনিস নেয়া যাবে সে বিষয়েও তাদের কিছু বিধি নিষেধ থাকে। দ্বিতীয়ত, উড়োজাহাজের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত সংস্থা যাত্রীকে কিছু জিনিস বহন করতে দেয় না অথবা সীমিত পরিমাণে বহন করতে দেয় অথবা কোথায় কীভাবে বহন করতে হবে তা নির্দিষ্ট করে দেয়। তৃতীয়ত, যাত্রী বাংলাদেশে পৌঁছার পর কাস্টমস কর্তৃপক্ষ তার আনীত মালামালের উপর আইন অনুযায়ী শুল্ক আরোপ করে। যাত্রী এ তিনটি কর্তৃপক্ষের চাহিদা না জেনে নিজের খেয়াল খুশিমত মালামাল আনতে গেলে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। এ কারণে দেশে ফিরতে ইচ্ছুক যাত্রীর উচিত এ তিন কর্তৃপক্ষের চাহিদার বিষয়টি মাথায় রেখে কেনাকাটা করা ও লাগেজ তৈরি করা।

৫.১ এয়ারলাইন্সের চাহিদা ও যাত্রীর দায়িত্ব

এয়ারলাইন্স যাত্রীকে সাধারণত সাত কেজি ওজনের একটি হ্যান্ড লাগেজ বহন করতে দেয়। এর সাথে ল্যাপটপের ব্যাগ, নারীদের ভ্যানিটি ব্যাগ বা কোলের শিশুর খাবার ও অন্যান্য জিনিস বহনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের পলিসি বিভিন্ন হতে পারে। যাত্রীর হ্যান্ড লাগেজের আকৃতি এমন হতে হবে যেন তা উড়োজাহাজে ওভারহেড বিনে সহজে প্রবেশ করানো সম্ভব হয়। হ্যান্ড লাগেজের আকৃতি সাধারণত ২০˝ x ১৫˝ x ১০˝ এর বড় হলে এয়ারলাইন্সের কর্মীরা তা নিয়ে উড়োজাহাজে প্রবেশে বাধা দিবেন এবং তা বুকিং হিসাবে দিয়ে দিতে নির্দেশনা প্রদান করবেন। এভাবে হ্যান্ড লাগেজ বুকিং দেওয়ার পর অনেক যাত্রীই দেশে ফিরে লাগেজ থেকে মূল্যবান জিনিস খোয়া গেছে দেখতে পান। এ কারণে যাত্রীকে তার হ্যান্ড লাগেজ এয়ারলাইন্সের নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবশ্যই রাখতে হবে।

সাধারণত এয়ারলাইন্স যাত্রীকে এক বা দুই পিস লাগেজ অতিরিক্ত চার্জ ছাড়া বুকিং দেওয়ার সুযোগ দেয়। প্রতি পিস লাগেজের ওজন সর্বোচ্চ কত হবে তা টিকেটে নির্ধারিত থাকে। বিভিন্ন এয়ারলাইন্স ২০ থেকে ২৫ কেজি পর্যন্ত ওজনের একটি বা দুটি লাগেজ বুকিং এর সুযোগ দেয়। এর অতিরিক্ত ওজন নিতে হলে এয়ারলাইন্সকে তাদের নির্ধারিত হারে চার্জ দিতে হয়।

বুকিং লাগেজের সাইজ সর্বোচ্চ কত হবে তাও নির্ধারিত থাকে। সাধারণভাবে ২৭˝x ২১˝x ১৪˝ সাইজের ট্রলিব্যাগ ব্যবহার করলে এয়ারলাইন্সের চাহিদা পূরণ করা যায়। বুকিং লাগেজের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার যোগফল ৬২˝ এর বেশি হতে পারবে না মর্মে এয়ারলাইন্সের Conditions of Carriage অংশে উল্লেখ থাকতে পারে।

এয়ারলাইন্সগুলি যাত্রীদের ট্রলিব্যাগ ব্যবহার করতে সুপারিশ করলেও অনেক প্রবাসী দেশে ফেরার সময় বিভিন্ন সাইজের কার্টনে মালামাল নিয়ে আসেন। অনেকে বিভিন্ন ধরনের মালামাল কম্বলে পেচিয়ে পোটলা বাধেন। এয়ারলাইন্স এ ধরনের লাগেজ বুকিং করতে সরাসরি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে পারে। অথবা লাগেজ বুকিং নিলেও তাতে Limited Release ট্যাগ লাগিয়ে দিতে পারে। অর্থাৎ ঐ লাগেজটি হারালে বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে এয়ারলাইন্স ক্ষতিপূরণ দেয়ার দায় নিবে না। যাত্রীদের জানা কর্তব্য যে,

(১) চেক-ইন কাউন্টারে লাগেজ বুকিং দেওয়ার পর উড়োজাহাজে তোলার আগে যাত্রীর অনুপস্থিতিতে সিকিউরিটি চেকিং হয়। সিকিউরিটি চেকিং এর দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মীরা প্রয়োজনে লাগেজ খোলা এবং কোন আপত্তিকর আইটেম অপসারণ করার অধিকার রাখেন। স্ক্যানিং এর সময় লাগেজে সন্দেহজনক কিছু আছে বলে মনে হলে লাগেজ খোলা হবে। খোলা সম্ভব না হলে লাগেজটি উড়োজাহাজে তোলা হবে না। কার্টন বা পোটলা বাঁধা লাগেজ একবার খোলা হলে তা আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা কঠিন। পক্ষান্তরে, ট্রলি ব্যাগ খুব সহজেই Master Key দিয়ে খুলে পুনরায় তালাবদ্ধ করা সম্ভব।

(২) যাত্রীর বুকিং দেওয়া লাগেজ বেল্ট থেকে তুলে উড়োজাহাজের লাগেজবাহী কন্টেইনারে রাখার জন্য নির্ধারিত কর্মীরা কাজ করেন। বড় আকারের কার্টন ট্রলিব্যাগের মত সহজে বহনযোগ্য হয় না, কর্মীরা তা বহন করতে গিয়ে কোমড়ে বা পিঠে ব্যথা অনুভব করতে পারেন এবং এ ধরনের লাগেজ বহনে তারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে পারেন।

(৩) চেক-ইন কাউন্টারে লাগেজ বুকিং দেওয়ার পর তা বেল্টের উপর দিয়ে অনেকটা পথ ভ্রমণ করে। অনিয়মিত আকারে পোটলা বাঁধা লাগেজ বেল্টের উপর দিয়ে চলার সময় গড়িয়ে বেল্ট থেকে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

(৪) ট্রলিব্যাগ ব্যবহার না করে কার্টন বা পোটলায় মালামাল বহন করা যাত্রীর জন্যও যথেষ্ট অসুবিধাজনক। ট্রলিব্যাগে চাকা ও হ্যান্ডেল থাকায় যাত্রী অনায়াসে তা টেনে নিয়ে যেতে পারেন। পক্ষান্তরে, কার্টন বা পোটলা বহনের জন্য যাত্রী প্রবাস থেকে বাড়ি পর্যন্ত সম্পূর্ণ রাস্তায় কেবলমাত্র এয়ারপোর্টে ট্রলি ব্যবহারের সুবিধা পাবেন।

এসব কারণে যাত্রীদের উচিত কার্টন বা পোটলা বাধা পরিহার করে ট্রলিব্যাগে মালামাল আনয়ন করা।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এয়ারলাইন্সগুলি হ্যান্ড লাগেজ বা বুকিং লাগেজে রান্না করা খাবার বা যে কোন পঁচনশীল দ্রব্য যমন: ফল, সবজি, মাছ, মাংস, বেকারি আইটেম বহন নিরুৎসাহিত করে। হ্যান্ড লাগেজে রান্না করা খাবার পাওয়া গেলে তা ফেলে দিয়ে উড়োজাহাজে প্রবেশের নির্দেশনা প্রদান করা হতে পারে। বুকিং লাগেজে খাবারসহ যে কোন পঁচনশীল দ্রব্য স্ক্যানিংয়ে এ ধরা পড়লে তা অপসারণ করা হতে পারে। বুকিং লাগেজে রান্না করা খাবার, হিমায়িত মাছ বা মাংস থাকলে এবং কোন কারণে লাগেজ পৌঁছাতে বিলম্ব ঘটলে তা পঁচে গিয়ে দুর্বিষহ পরিবেশ তৈরি হয়। এ কারণে বিদেশ থেকে পঁচনশীল দ্রব্যাদি আনয়ন হতে বিরত থাকা উচিত।

৫.২ এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি এজেন্সির চাহিদা ও যাত্রীর দায়িত্ব

এয়ারপোর্ট সিকিউরিটির দায়িত্বে নিয়োজিত এজেন্সির কাছে যাত্রীদের নিরাপত্তা সর্বাধিক গুরুত্ব পায়। নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সামান্য আশঙ্কা থাকলেও নির্দিষ্ট কিছু বস্তু বহনে বা যাত্রীর ইচ্ছামত বহনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হতে পারে। যেমন:

(১) হ্যান্ড লাগেজে যাত্রীকে ১০০ মি.লি এর অধিক পরিমাণ তরল বহন করতে দেওয়া হয় না। ১০০ মি.লি এর অধিক পরিমাণ পানিও বহন করার সুযোগ নেই। উড়োজাহাজে যাত্রীর চাহিদা অনুযায়ী খাবার পানি সরবরাহ করা হয়।

(২) শ্যাম্পু, হেয়ার জেল, লোশন, পারফিউম, পেট্রোলিয়াম জেলি, ক্রিম, স্প্রে, নেইল পলিশ সব কিছুকেই তরল বা লিকুইড হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং কোনটিই ১০০ মি.লি এর বেশি পরিমাণে হ্যান্ড লাগেজে নিতে দেওয়া হয় না।

(৩) বুকিং লাগেজে Flammable বা দাহ্য হিসাবে চিহ্নিত বা প্রেসারাইজড কন্টেইনারে রাখা হয় এমন যে কোন তরল যেমন: শেভিং ফোম, স্প্রে করে ব্যবহার করতে হয় এমন পারফিউম, Rubbing alcohol ইত্যাদি ৫০০ মি.লি এর অধিক পরিমাণে বহন করার নিষেধাজ্ঞা থাকে। যাত্রীর বুকিং দেয়া লাগেজ উড়োজাহাজে তোলার আগে স্ক্যান করে এরকম কিছু পাওয়া গেলে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ লাগেজ খুলে তা অপসারণ করার ক্ষমতা রাখে।

(৪) লিথিয়াম ব্যাটারি ব্যবহৃত হয় এমন যে কোন ইলেকট্রনিক ডিভাইস যেমন: স্মার্টফোন, ট্যাবলেট পিসি , ক্যামেরা, ল্যাপটপ, ই-সিগারেট, পাওয়ার ব্যাংক ইত্যাদি বুকিং লাগেজে রাখার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। স্ক্যানিং এর সময় লাগেজে এরকম কিছুর অস্তিত্ব শনাক্ত হলে তা অপসারণ করা হতে পারে অথবা ঐ লাগেজ উড়োজাহাজে নাও তোলা হতে পারে। এ ধরনের জিনিস আবশ্যিকভাবে হ্যান্ড লাগেজে নিতে হবে।

(৫) যাত্রী তার হ্যান্ড লাগেজে কোন ধারালো বা চোখা বস্তু যেমন: যে কোন প্রকারের ছুরি, কাঁচি, ব্লেড, সুঁই, স্ক্রু ড্রাইভার বহন করতে পারেন না। ম্যাচ বা লাইটারও বহন করা নিষিদ্ধ। উড়োজাহাজে ওঠার আগে সিকিউরিটি চেকিং এর সময় এরকম কিছু যাত্রীর হ্যান্ড লাগেজে পাওয়া গেলে তা ফেলে দেওয়া হবে। অবশ্য এ ধরনের জিনিস বুকিং লাগেজে বহনে বাধা নেই।

যাত্রীর কর্তব্য এয়ারলাইন্স সিকিউরিটির এ চাহিদাগুলি সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত হয়ে কেনাকাটা করা ও লাগেজ বাঁধাই করা।

৫.৩ ব্যাগেজ রুলস এবং যাত্রীর দায়িত্ব

বিদেশ থেকে দেশে আসার আগে প্রবাসীরা কেনাকাটা করে থাকেন। তবে কেনাকাটার পরিকল্পনা করার আগে তাদের উচিত ব্যাগেজ রুলস সম্পর্কে ভালভাবে জেনে নেওয়া। অন্যথায় দেশে ফেরার পর তাদের আনীত কোন পণ্য কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইন মোতাবেক আটক হতে পারে অথবা তার উপর শুল্ক ও জরিমানা আরোপিত হতে পারে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিষয় নিম্নরূপ:

(১) বিদেশ থেকে আগত একজন যাত্রী তার সাথে ব্যবহৃত অথবা অব্যবহৃত দুটি মোবাইল সেট শুল্কমুক্তভাবে আনতে পারেন। এর অতিরিক্ত আরও ৬টি সেট শুল্ক পরিশোধ সাপেক্ষে আনতে পারবেন। শুল্কমুক্ত ও শুল্কযুক্ত এ আটটি সেটের অতিরিক্ত কোন সেট আনা হলে তা কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বাজেয়াপ্ত করতে পারবে। বিটিআরসির অনুমতি সাপেক্ষে বাজেয়াপ্তকৃত সেট ছাড় করানো যাবে।

(২) বিদেশফেরত যাত্রী ১০০ গ্রাম পর্যন্ত স্বর্ণালঙ্কার শুল্কমুক্তভাবে আনতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে কোন আইটেম ১২টির বেশি হতে পারবে না। এছাড়া একজন যাত্রী সর্বোচ্চ ২৩৪ গ্রাম (২০ তোলা) পর্যন্ত স্বর্ণের বার কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কাছে ঘোষণা প্রদান ও শুল্ক পরিশোধ করে আনতে পারবেন। এক্ষেত্রে প্রতি ১১.৬৬ গ্রাম (১ তোলা) এর জন্য ২০০০/- টাকা করে শুল্ক আরোপিত হবে। এর অতিরিক্ত পরিমাণ স্বর্ণালঙ্কার বা স্বর্ণের বার আনা হলে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ তা আটক করবে এবং প্রয়োজনে যাত্রীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারবে।

(৩) ৩০" এর কম সাইজের LCD, LED বা অনুরূপ প্রযুক্তির টেলিভিশন শুল্কমুক্তভাবে আনা যাবে। তবে ৩০" থেকে শুরু করে ৬৬" বা তারও বড় সাইজের টেলিভিশনের জন্য সাইজভেদে ১০,০০০/- টাকা থেকে ৯০,০০০/- টাকা পর্যন্ত শুল্ক আরোপিত হয়।

(৪) একজন বিদেশি পাসপোর্টধারী যাত্রী সর্বোচ্চ এক লিটার পর্যন্ত মদ জাতীয় পানীয় শুল্কমুক্তভাবে আমদানি করতে পারবেন। এর অতিরিক্ত আনা হলে কাস্টমস তা আটক করবে। বাংলাদেশি পাসপোর্টধারী যাত্রী যে পরিমাণ মদই আনুন না কেন তা আটক করা হবে।

(৫) ২০০ শলাকার এক কার্টন সিগারেট শুল্কমুক্তভাবে আনা যাবে। অতিরিক্ত পরিমাণ আনীত হলে তা আটক হবে।

(৬) বিদেশফেরত যাত্রী একটি ডেস্কটপ বা ল্যাপটপ কম্পিউটার, একটি স্ক্যানার, একটি প্রিন্টার, ১৯" পর্যন্ত সাইজের একটি এলসিডি কম্পিউটার মনিটর, প্রফেশনাল কাজে ব্যবহৃত হয় না এরূপ একটি ভিডিও ক্যামেরা, একটি স্টিল/ডিজিটাল ক্যামেরা শুল্কমুক্তভাবে আনতে পারবেন।

(৭) ব্যক্তিগত ব্যবহার্য হিসাবে এবং যুক্তিসঙ্গত পরিমাণে আনা হয়েছে মর্মে কাস্টমস কর্মকর্তা মনে করলে পরিধেয় কাপড়, খাদ্য সামগ্রী বা কসমেটিক্সের উপর শুল্ক আরোপিত হবে না। তবে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত পরিমাণে এসব জিনিস আনীত হয়েছে মনে করলে শুল্ক আরোপিত হবে।

(৮) যে কোন প্রকারের ড্রোন আনতে হলে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি নিতে হয়। অনুমতি না থাকলে তা কাস্টমস কর্তৃপক্ষ আটক করবে।

(৯) বিদেশফেরত যাত্রী প্রেসক্রিপশন দেখিয়ে পরিমিত পরিমাণে ঔষধ আনতে পারবেন। তবে বাণিজ্যিক পরিমাণে আনতে হলে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ছাড়পত্র লাগবে।

(১০) বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আনার ব্যাপারে কোন উর্ধ্বসীমা নেই। তবে ১০,০০০ মার্কিন ডলার বা এর বেশি পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আনতে হলে কাস্টমস এর নিকটে FMJ ফরমে ঘোষণা দিতে হবে। পরিশিষ্ট-১ এর চিত্র- ১১ তে ফরমের নমুনা দ্রষ্টব্য।

৫.৪ কোভিড টেস্ট, টিকা সনদ ও কোয়ারেন্টিন প্রস্তুতি

বিদেশ থেকে বাংলাদেশে আসার ক্ষেত্রে কোভিড প্রতিরোধে নির্দিষ্ট বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে কোভিড সংক্রমণ পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে এ বিধিনিষেধ সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হয়। তবে সাধারণভাবে কোভিড মহামারির মধ্যে বাংলাদেশে আসতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আরটি-পিসিআর পরীক্ষা করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। উক্ত পরীক্ষায় নেগেটিভ সনদ প্রাপ্ত না হলে বাংলাদেশ গমনে ইচ্ছুক যাত্রী বোর্ডিং পাস পাবেন না। এছাড়া প্রবাসী যে দেশে অবস্থান করছেন সে দেশের সংক্রমণ পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে কোভিড টিকা সনদ অথবা দেশে আসার পর কোয়ারেন্টিনের জন্য হোটেল বুকিং এর প্রমাণপত্র চেক-ইন কাউন্টারে দেখানোর প্রয়োজন হতে পারে।

৫.৫ অনুরোধে অন্য যাত্রীর লাগেজ বহন করা

দেশে আসার সময় অনেক প্রবাসী অন্য প্রবাসীদের অনুরোধে তাদের লাগেজ নিজের নামে বুকিং দিয়ে নিয়ে আসেন। অনেক ক্ষেত্রেই লাগেজে কী আছে তা তারা জানেন না। লাগেজ যার নামে বুকিং দেওয়া হয়েছে তার দায় এড়ানোর কোন সুযোগ নেই। লাগেজে অবৈধ কিছু থাকলে লাগেজবাহী যাত্রী আইনি জটিলতায় জড়িয়ে যান। এ সমস্যার বিষয়ে যাত্রীদের সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

৬.০

দেশে আগমনে উড়োজাহাজ ও বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা

বিদেশ থেকে দেশে আসার পর একজন যাত্রী বিভিন্ন ধাপে কয়েকটি নির্দিষ্ট সরকারি দপ্তরের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমের মুখোমুখি হন। যাত্রী হিসাবে করণীয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না থাকলে অপ্রস্তুত অবস্থায় ভোগান্তির সম্মুখীন হতে হয়।

৬.১ উড়োজাহাজে থাকা অবস্থায় করণীয়

বাংলাদেশমুখী উড়োজাহাজে থাকা অবস্থায় কেবিন ক্রুগণ যাত্রীদেরকে হেলথ ডিক্লারেশন ফর্ম এবং কাস্টমস ডিক্লারেশন ফর্ম সরবরাহ করবেন এবং অবতরণের পূর্বেই ফর্ম দুটি পূরণ করতে অনুরোধ করবেন। অবতরণের পর যাত্রীদের সময় বাঁচাতেই এরূপ অনুরোধ করা হয়।

৬.২ হেলথ ডেস্কের কার্যক্রম

উড়োজাহাজ থেকে অবতরণের পরপরই যাত্রীদেরকে হেলথ ডেস্কে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে থার্মাল স্ক্যানারের সাহায্যে প্রত্যেক যাত্রীর শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয়। তাপমাত্রা বেশি পাওয়া গেলে বিমানবন্দর স্বাস্থ্য কর্মকর্তা যাত্রীকে আইসোলেশনে প্রেরণসহ পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। হেলথ ডেস্কে ১২ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সী সকল যাত্রীকে কোভিড টেস্ট রিপোর্ট ও হেলথ ডিক্লারেশন ফর্ম জমা দিতে হয়। ডেস্কে দায়িত্ব পালনকারী স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীরা যাত্রীর কোভিড সনদ পরীক্ষা করবেন এবং প্রয়োজন অনুসারে যাত্রীর আনীত ফর্মে হোম কোয়ারেন্টিন বা প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিন সিল প্রদান করবেন। কোন যাত্রী কোভিড আক্রান্ত মর্মে প্রতীয়মান হলে তাকে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর আইসোলেশনে প্রেরণের উদ্যোগ গৃহীত হয়।

৬.৩ ইমিগ্রেশন কার্যক্রম

হেলথ ডেস্কের আনুষ্ঠানিকতা শেষে যাত্রীরা ইমিগ্রেশনের জন্য লাইনে দাঁড়াবেন। ইমিগ্রেশন ডেস্কে যাত্রীর ছবি তোলা হবে এবং তার পাসপোর্টসহ অন্যান্য কাগজপত্র পরীক্ষান্তে পাসপোর্টে এরাইভাল সিল প্রদান করা হবে। যাত্রী কোন এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতের পরোয়ানাভুক্ত আসামী না হলে এবং তার পরিচয় যাচাইয়ের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের কোন নির্দেশনা না থাকলে তিনি ইমিগ্রেশন শেষ করে লাগেজ বেল্টে যেতে পারবেন।

৬.৪ মানি এক্সচেঞ্জ

ইমিগ্রেশন কার্যক্রম শেষে যাত্রী কয়েকটি নির্ধারিত ব্যাংক বা মানি এক্সচেঞ্জ থেকে তার কাছে থাকা বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় করে টাকা নিতে পারবেন। মুদ্রা বিনিময়ের সময় যাত্রী সতর্ক থেকে মুদ্রা গণনা করবেন এবং ক্যাশমেমো বুঝে নিবেন।

৬.৫ লাগেজ সংগ্রহ

যাত্রী তার ফ্লাইটের জন্য কোন লাগেজ বেল্ট বরাদ্দ করা হয়েছে তা মনিটরে দেখতে পাবেন। এছাড়া প্রত্যেক বেল্ট সংলগ্ন ডিসপ্লেতে এয়ারলাইন্সের লোগো, ফ্লাইট নাম্বার এবং ফ্লাইটটি কোথা থেকে এসেছে তা দেখা যাবে। যাত্রী তা দেখে নির্ধারিত বেল্টে গিয়ে লাগেজ সংগ্রহ করবেন। লাগেজ সংগ্রহ করার সময় লাগেজের ট্যাগসহ অন্যান্য বৈশিষ্ট্য দেখে নিশ্চিত হতে হবে। লাগেজটি যথাযথ অবস্থায় আছে কিনা তাও তৎক্ষণাৎ পরীক্ষা করে দেখতে হবে। কোন ব্যতিক্রম দেখা গেলে বেল্টের কাছে ডিউটিরত এয়ারলাইন্স কর্মীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে।

৬.৬ লাগেজ না আসা: কারণ ও করণীয়

বিভিন্ন কারণে যাত্রীর লাগেজ সংশ্লিষ্ট ফ্লাইটে না আসতে পারে। যেমন:

(১) প্রতিকূল আবহাওয়া বা অন্য কোন কারণে যাত্রাপথ দীর্ঘ হতে পারে এই বিবেচনায় পাইলট অধিক পরিমাণ জ্বালানি বহনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে উড়োজাহাজের ওজন নির্ধারিত সীমার মধ্যে রাখার জন্য যাত্রীদের লাগেজের একাংশ বা সম্পূর্ণ অংশ রেখে আসা হতে পারে।

(২) এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষ কোন কারণে নির্ধারিত উড়োজাহাজের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের উড়োজাহাজে যাত্রী পরিবহন করলে যাত্রীদের লাগেজের একাংশ রেখে আসতে পারে।

(৩) যাত্রী যে বিমানবন্দর থেকে যাত্রা করেছেন সেখানে উদ্ভূত কোন ব্যবস্থাপনাগত সমস্যার কারণে যাত্রীদের লাগেজ যথাসময়ে লোড করা সম্ভব নাও হতে পারে।

(৪) যাত্রাপথে যাত্রী দুই বা ততোধিক ভিন্ন ভিন্ন এয়ারলাইন্স ব্যবহার করলে এবং ট্রানজিট বিমানবন্দরে তাদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে

যথাসময়ে লাগেজ ট্রান্সফার করা সম্ভব নাও হতে পারে।

(৫) সিকিউরিটি চেকিংএর সময় লাগেজে সন্দেহজনক কিছু আছে বলে মনে হলে তা উড়োজাহাজে উঠানো হয় না।

(৬) যাত্রী লাগেজ বুকিং দেওয়ার পর কোন এক পর্যায়ে লাগেজের সাথে থাকা ট্যাগ বিচ্ছিন্ন হয়ে লাগেজটি পরিচয়বিহীন হয়ে গেলে তা নির্ধারিত উড়োজাহাজে তোলা সম্ভব হবে না।

লাগেজ বেল্টে পাওয়া না গেলে যাত্রীর দায়িত্ব বেল্টের নিকটে ডিউটিরত এয়ারলাইন্স কর্মীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং তাকেসহ বিমানবন্দরের লস্ট এন্ড ফাউন্ড সেকশনে যাওয়া। সেখানে ডিউটিরত কর্মী যাত্রীর সাথে থাকা লাগেজ ট্যাগ দেখে বেল্টে না আসা লাগেজের জন্য Property Irregularity Report (PIR) তৈরি করবেন, যাত্রীর স্বাক্ষর নিবেন, তার স্থানীয় মোবাইল নাম্বার লিপিবদ্ধ করবেন, ব্যাগেজ সার্ভিস কর্মকর্তার মোবাইল নাম্বার যাত্রীকে অবগত করবেন এবং PIR এর একটি কপি যাত্রীকে প্রদান করবেন। যাত্রীর লাগেজ প্রদানের জন্য এয়ারলাইন্স ২১ দিন সময় পাবে। এ সময়ের মধ্যে লাগেজ প্রদান করা সম্ভব না হলে বিধি মোতাবেক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৬.৭ ক্ষতিগ্রস্ত লাগেজ: যাত্রীর করণীয়

বেল্ট থেকে লাগেজ সংগ্রহের পর যাত্রী ভালভাবে দেখে নিবেন লাগেজটি ঠিকমত আছে কিনা। লাগেজটি ক্ষতিগ্রস্ত অথবা লাগেজের ভিতর থেকে কোন আইটেম খোয়া গেছে দেখতে পেলে যাত্রী বিমানবন্দর ত্যাগ করার পূর্বেই লস্ট এন্ড ফাউন্ড সেকশনে রিপোর্ট করবেন। তবে এক্ষেত্রে যাত্রীকে এটাও বিবেচনা করতে হবে যে নিরাপত্তাজনিত কারণে অনুমোদিত নয়, এমন কিছু লাগেজের ভিতরে থাকলে তা লাগেজ উড়োজাহাজে তোলার আগেই অপসারণ করা হতে পারে। তদসত্ত্বেও বিমানবন্দরে যে স্থানে আগমনী ফ্লাইটসমূহের লাগেজবাহী কন্টেইনারের তালা খুলে লাগেজ বেল্টে দেওয়া হয়, সেখানে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার কাভারেজ আছে এবং আশপাশে নিরাপত্তা বাহিনীর নজরদারি আছে। লাগেজ কী অবস্থায় কন্টেইনার থেকে বেল্টে দেওয়া হয়েছে, তা ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যাবে। এয়ারপোর্টে কর্মরত কোন ব্যক্তি এর জন্য দায়ী হলে তাকে শনাক্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

৬.৮ লাগেজ হোম ডেলিভারির প্রাপ্যতা ও পদ্ধতি

দেরিতে আসা লাগেজ কিছু শর্ত পূরণ সাপেক্ষে যাত্রীর বাড়িতে পৌছে দেওয়ার নিয়ম রয়েছে, যা হোম ডেলিভারি নামে পরিচিত। যখন এয়ারলাইন্স তাদের নিজেদের কোন সীমাবদ্ধতার কারণে যাত্রীর লাগেজ সংশ্লিষ্ট ফ্লাইটে আনতে ব্যর্থ হয় এবং লাগেজ দেরিতে অন্য ফ্লাইটে আনার পর তা কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বিনা শুল্ক আরোপে ছেড়ে দেয় তখন সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স তাদের নিয়োজিত ভেন্ডরের মাধ্যমে লাগেজ যাত্রীর বাড়িতে পৌঁছে দেয়। হোম ডেলিভারির মাধ্যমে সরবরাহকৃত লাগেজ যাত্রী ভালভাবে দেখে গ্রহণ করবেন। তবে লাগেজ যদি বিদেশের কোন বিমানবন্দরে নিরাপত্তাজনিত কারণে খোলা হয় অথবা বাংলাদেশে আনার পর কাস্টমস কর্তৃপক্ষের স্ক্যানিং এ প্রতীয়মান হয় যে তাতে শুল্ক আরোপযোগ্য মালামাল রয়েছে তবে যাত্রীকে বিমানবন্দরে এসে লাগেজ নিয়ে যেতে অনুরোধ করা হয়।

৬.৯ ক্ষতিপূরণ প্রদান পদ্ধতি

এয়ারলাইন্স ২১ দিনের মধ্যে যাত্রীর লাগেজ প্রদান করতে না পারলে যাত্রীকে ক্ষতিপূরণ প্রদান প্রক্রিয়া শুরু করবে। যাত্রী সাধারণত প্রতি কেজি লাগেজের জন্য ২০ ডলার করে ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য হবেন। ক্ষতিপূরণের চেক প্রদান করার পূর্বে এয়ারলাইন্স যাত্রীর কাছ থেকে হারানো লাগেজে থাকা মালামালের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করবে। এখানে উল্লেখ্য যে, হারানো লাগেজে স্বর্ণালঙ্কার, নগদ অর্থ বা ইলেকট্রনিক ডিভাইস ছিল মর্মে এয়ারলাইন্সকে তথ্য দিলে তার জন্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ নিয়ম অনুযায়ী যাত্রী বুকিং লাগেজে নগদ অর্থ, মূল্যবান ধাতু, অলঙ্কার বা ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস রাখলে এয়ারলাইন্স তার দায় নিবে না।

৬.১০ আত্মীয়স্বজনের সাথে যোগাযোগ

লাগেজ সংগ্রহ করার পর যাত্রী বিমানবন্দরের টার্মিনাল ভবনের ভিতর থেকেই তার আত্মীয়স্বজনদের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করতে পারবেন। বিমানবন্দরে আগমনী কনকোর্স হলে ফ্রি ল্যান্ড ফোন আছে। বিমানবন্দরে ফ্রি ওয়াই-ফাই সুবিধাও আছে। তাছাড়া কাস্টমসের কার্যক্রম শেষ করে যাত্রী তার পাসপোর্ট দেখিয়ে তার পছন্দনীয় মোবাইল সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সিম ক্রয় করে অনতিবিলম্বে তা চালু করতে পারবেন।

৬.১১ কাস্টমসের কার্যক্রম

লাগেজ সংগ্রহ করার পর যাত্রী তার পূরণকৃত ব্যাগেজ ডিক্লারেশন ফরমসহ কাস্টমস এরিয়াতে যাবেন। যাত্রীর সাথে শুল্ক আরোপযোগ্য মালামাল থাকলে তিনি লাল রঙে চিহ্নিত রেড চ্যানেল দিয়ে কাস্টমস কর্মকর্তাদের কাছে যাবেন। কাস্টমস কর্মকর্তা তার মালামালের উপর শুল্ক নির্ধারণ করলে তিনি নিকটবর্তী ব্যাংকের বুথে গিয়ে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে শুল্ক জমা দেবেন এবং কাস্টমস এরিয়া ত্যাগ করবেন। অন্যদিকে যাত্রী তার কাছে শুল্ক আরোপযোগ্য মালামাল নেই মর্মে ডিক্লারেশন ফরমে উল্লেখ করলে তিনি সবুজ রঙে চিহ্নিত গ্রিন চ্যানেল ধরে অগ্রসর হবেন। এক্ষেত্রে কাস্টমস কর্মকর্তাগণ গ্রিন চ্যানেল অতিক্রমরত যাত্রীদের লাগেজ স্ক্যান করতে পারেন। স্ক্যানিং এ শুল্ক আরোপযোগ্য বা আমদানি নিষিদ্ধ মালামাল পাওয়া গেলে তারা তা আটক করবেন এবং মালামালের উপর শুল্কসহ জরিমানা ধার্য করবেন। যাত্রী তাৎক্ষণিকভাবে শুল্ক ও জরিমানা পরিশোধে সমর্থ না হলে কাস্টমস কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট মালামাল আটক করে আটক রশিদ (Detention Memo) প্রস্তুত করবেন এবং তার এক কপি যাত্রীকে প্রদান করবেন। যাত্রীর জন্য কাস্টমস হাউজে এখতিয়ারপ্রাপ্ত কাস্টমস কর্মকর্তার নিকটে শুনানির দিন ধার্য করা হবে। শুনানিক্রমে শুল্ক ও জরিমানা পুন:নির্ধারণ বা অপরিবর্তিত রেখে তা আদায় সাপেক্ষে যাত্রী মালামাল ফেরত পাবেন। তবে যাত্রী আমদানি নিষিদ্ধ কোন দ্রব্য এনে থাকলে তা ফেরত প্রদানের কোন সুযোগ থাকবে না। এক্ষেত্রে কাস্টমস কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট মালামাল আটক করে যাত্রীকে আটক রশিদ বুঝিয়ে দিবেন।

৬.১২ বাড়ি ফেরার জন্য ডমেস্টিক ফ্লাইট

বিমানবন্দর থেকে বাড়ি ফেরার জন্য অনেক যাত্রী ডমেস্টিক ফ্লাইটের টিকেট কেটে রাখেন। এক্ষেত্রে যাত্রীর জানা কর্তব্য যে আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে যাত্রী যে পরিমাণ লাগেজ বহনের সুবিধা পান, ডমেস্টিক ফ্লাইটে একই সুবিধা নাও পেতে পারেন। ডমেস্টিক ফ্লাইট পরিচালনাকারী এয়ারলাইন্সের সাথে আগেই যোগাযোগ করে জেনে নিতে হবে তারা বিদেশ ফেরত যাত্রীর লাগেজ বহনে সমর্থ ও ইচ্ছুক কিনা। দ্বিতীয়ত, যাত্রীকে ডমেস্টিক ফ্লাইটের সময় এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যেন আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের আগমন ও ডমেস্টিক ফ্লাইটের বহির্গমনের মধ্যে পর্যাপ্ত সময় (অন্ততঃ তিন ঘন্টা) থাকে। অন্যথায় যাত্রী আন্তর্জাতিক ফ্লাইট থেকে অবতরণের পর সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ করার পূর্বেই ডমেস্টিক ফ্লাইট তার নির্ধারিত সময়ে চলে যেতে পারে। এক্ষেত্রে যাত্রী কোন ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য হবেন না।

৬.১৩ আলোকচিত্রে আন্তর্জাতিক আগমনের আনুষ্ঠানিকতা

১

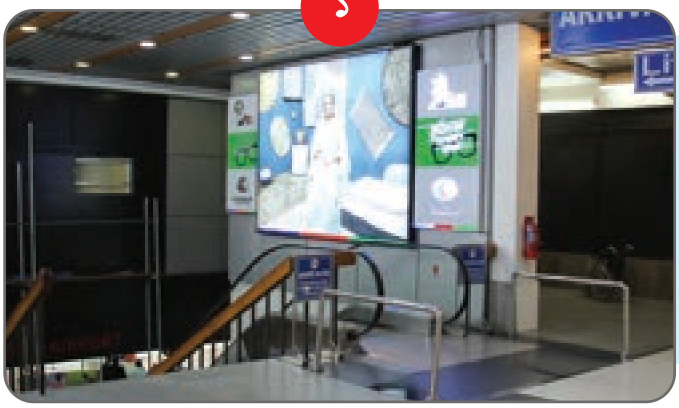

বোর্ডিং ব্রিজ থেকে বের হয়ে ইমিগ্রেশন এলাকায় যাওয়ার জন্য যাত্রী সিঁড়ি, এসকালেটর অথবা লিফট ব্যবহার করতে পারবেন।

২

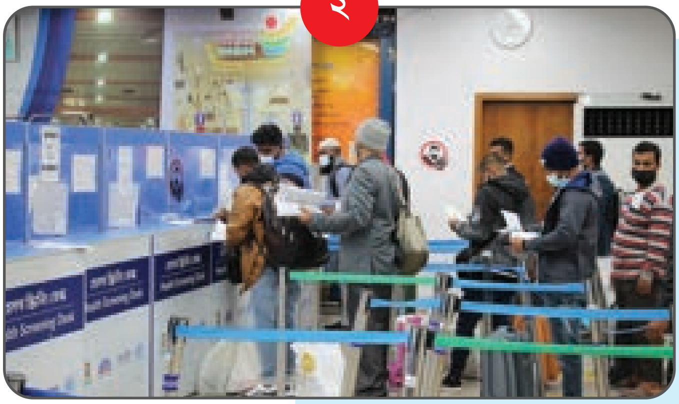

যাত্রী তার সাথে থাকা কোভিড ১৯ সনদটি যাচাইয়ের জন্য হেলথ স্ক্রিনিং ডেস্কে লাইনে দাঁড়াবেন। উড়োজাহাজে বসে পূরণ করা হেলথ ডিক্লারেশন ফরমটি তিনি ডেস্কে জমা প্রদান করবেন।

৩

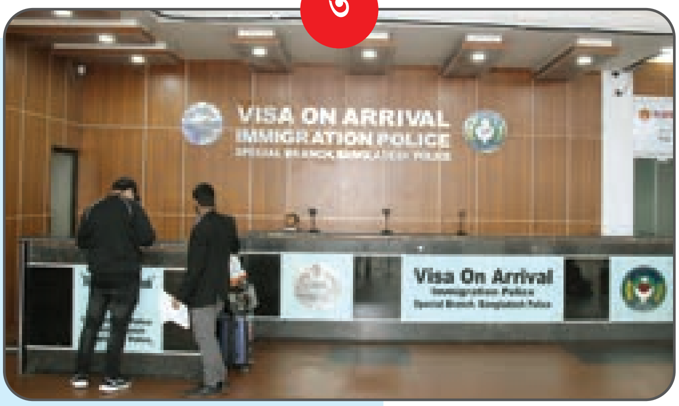

বিদেশী পাসপোর্টধারী যাত্রীরা অন এরাইভাল ভিসা প্রাপ্য হলে অন এরাইভাল ভিসা সংগ্রহ করবেন।

৪

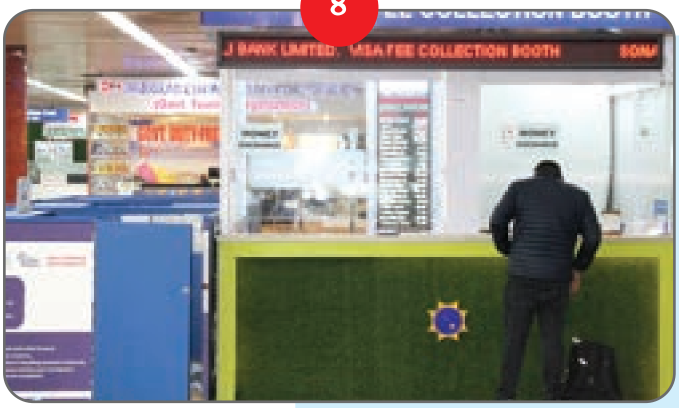

ভিসা ফি পরিশোধ করার জন্য ভিসা কাউন্টারের নিকটে সোনালী ব্যাংকের বুথ আছে।

৫

ইমিগ্রেশন শেষ করার পূর্বে যাত্রী বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের ডিউটি ফ্রি শপ থেকে কেনাকাটা করতে পারবেন। তবে এলকোহল ও সিগারেটসহ ক্রয়কৃত যে কোন পণ্যের ক্ষেত্রে যাত্রী ব্যাগেজ রুলস এর আওতায় আসবেন।

৬

বিএমইটি কার্ডধারী প্রবাসী কর্মীদের মধ্যে যারা অসুস্থ বা দু:স্থ অবস্থায় বা নির্যাতিত হয়ে দেশে ফিরবেন তারা প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা পাবেন।

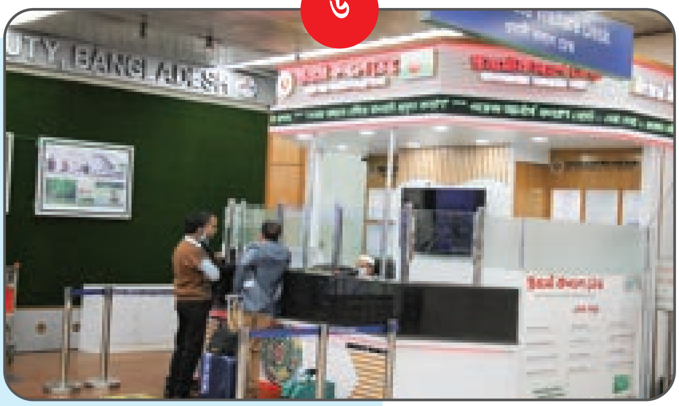

৭

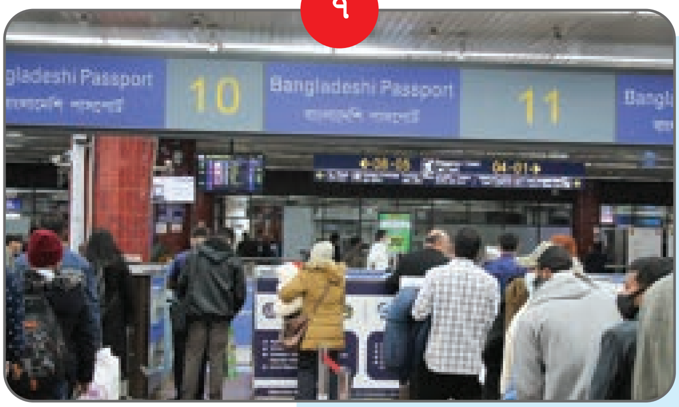

বিদেশফেরত যাত্রীরা ইমিগ্রেশন কাউন্টারে লাইন করে দাঁড়াবেন।

৮

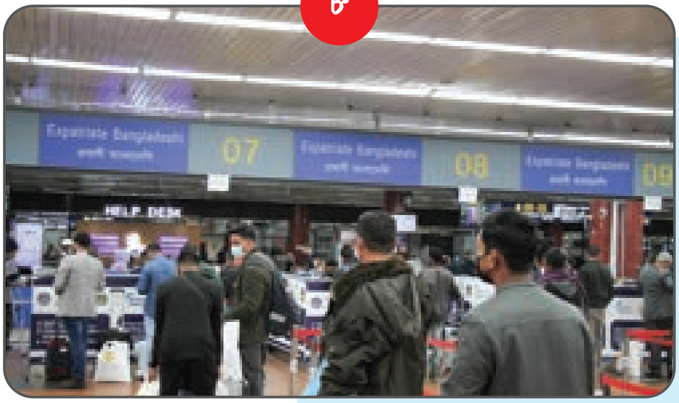

ইমিগ্রেশনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের দাঁড়ানোর জন্য কাউন্টার নির্ধারিত আছে।

৯

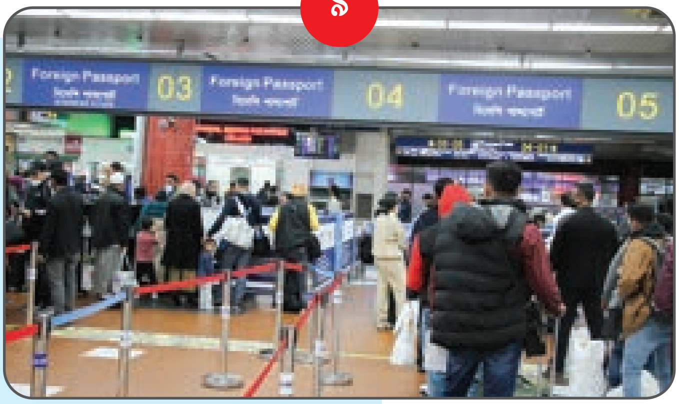

ইমিগ্রেশনে বিদেশি পাসপোর্টধারীদের দাঁড়ানোর জন্য কাউন্টার নির্ধারিত আছে।

১০

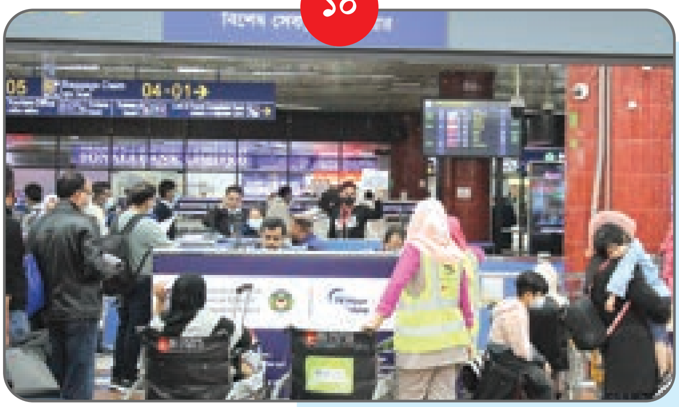

হুইলচেয়ারে আসা যাত্রীদের ইমিগ্রেশন করার জন্য কাউন্টার নির্দিষ্ট করা আছে।

১১

ইমিগ্রেশন কাউন্টারে যাত্রীর ছবি তোলা হবে এবং তার পাসপোর্টে এরাইভাল সিল প্রদান করা হবে। কাউন্টার ত্যাগ করার আগে যাত্রী এই মর্মে নিশ্চিত হবেন যে তার পাসপোর্টে এরাইভাল সিল প্রদান করা হয়েছে।

১২

যাত্রী দেশে আসার পূর্বে মিট এন্ড গ্রিট সার্ভিসের সহায়তা প্রাপ্তির জন্য অনলাইনে বা ফোনে বুকিং দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মী কাগজে যাত্রীর নাম লিখে ইমিগ্রেশন থেকে বের হওয়ার পথে যাত্রীকে স্বাগত জানাতে অপেক্ষা করবেন।

১৩

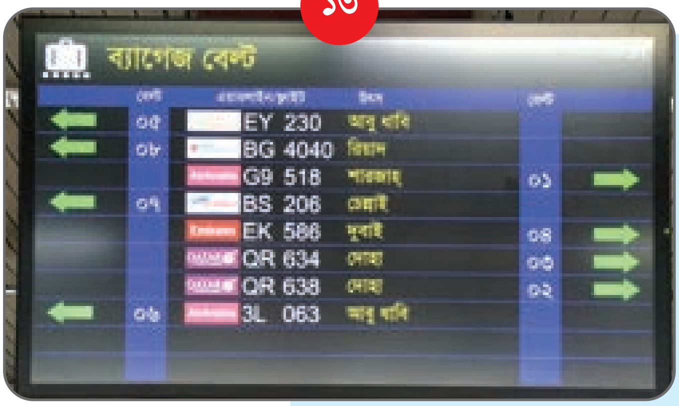

ইমিগ্রেশন শেষ করার পর যাত্রী মনিটরে তার ফ্লাইটের লাগেজ কোন বেল্টে দেয়া হয়েছে তা দেখতে পাবেন।

১৪

বেল্ট থেকে লাগেজ সংগ্রহ করার পূর্বে যাত্রী অনুমোদিত ব্যাংক বা মানি এক্সচেঞ্জ হতে বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয় করে টাকা সংগ্রহ করতে পারবেন।

১৫

বেল্ট থেকে লাগেজ সংগ্রহ করার পূর্বে যাত্রী ট্রলি সংগ্রহ করবেন।

১৬

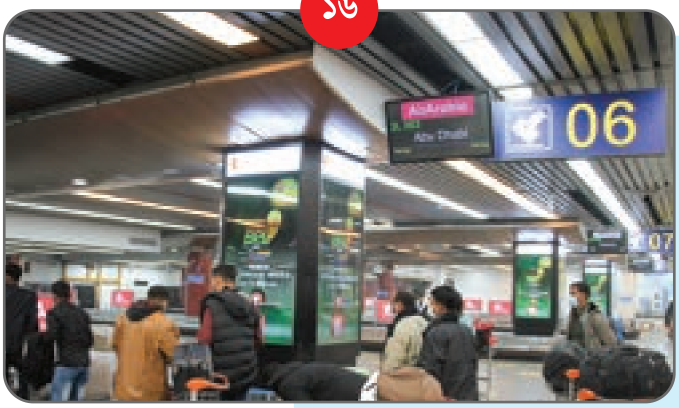

প্রতিটি বেল্টে বেল্ট নাম্বারের সাথে মনিটরে এয়ারলাইন্সের লোগো, ফ্লাইট নাম্বার এবং ফ্লাইটটি কোথা থেকে এসেছে তা দেখা যাবে।

১৭

যাত্রী বেল্ট থেকে লাগেজ সংগ্রহ করে বের হয়ে যাওয়ার পথে এয়ারলাইন্স কর্মীরা লাগেজের সাথে ট্যাগ মিলিয়ে দেখবেন।

লাগেজ সংগ্রহের সময় যাত্রীর করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেওয়া আছে।

১৮

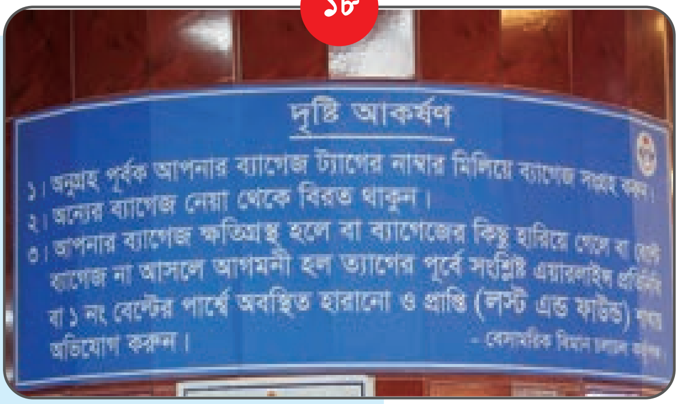

১৯

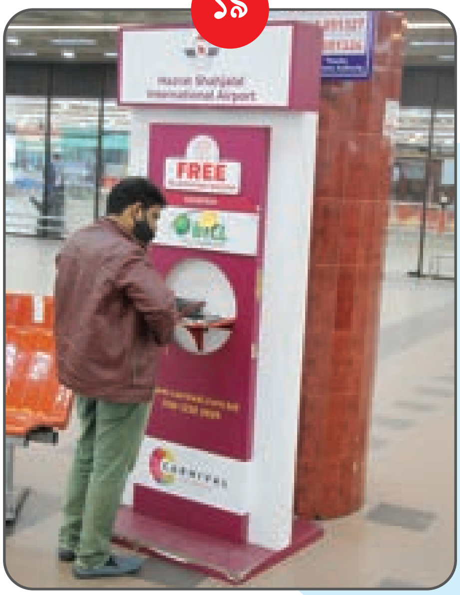

লাগেজ বেল্টের নিকটবর্তী এলাকায় ফ্রি টেলিফোন বুথ আছে। যাত্রীর কাছে বাংলাদেশি মোবাইল সিম চালু না থাকলে তিনি টেলিফোন বুথ ব্যবহার করে আত্মীয়স্বজনের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন।

২০

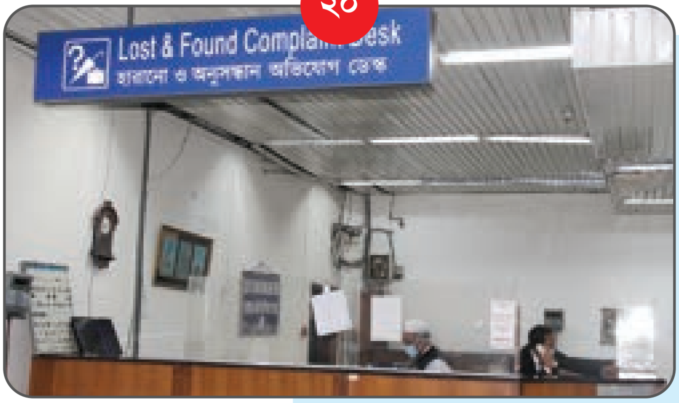

যাত্রী বেল্টে লাগেজ না পেলে অথবা লাগেজ ক্ষতিগ্রস্থ অবস্থায় পেলে ১নং বেল্টের নিকটে লস্ট এন্ড ফাউন্ড ডেস্কে এসে অভিযোগ করবেন।

২১

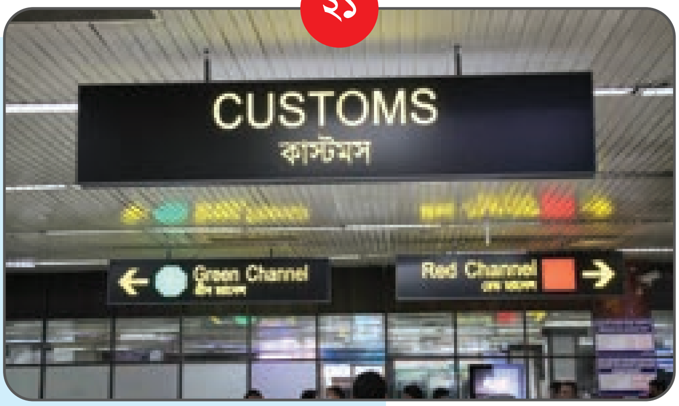

লাগেজ সংগ্রহের পর কাস্টমস এরিয়াতে প্রবেশের সময় যাত্রী গ্রিন চ্যানেল এবং রেড চ্যানেল সাইনেজ দেখতে পাবেন।

২২

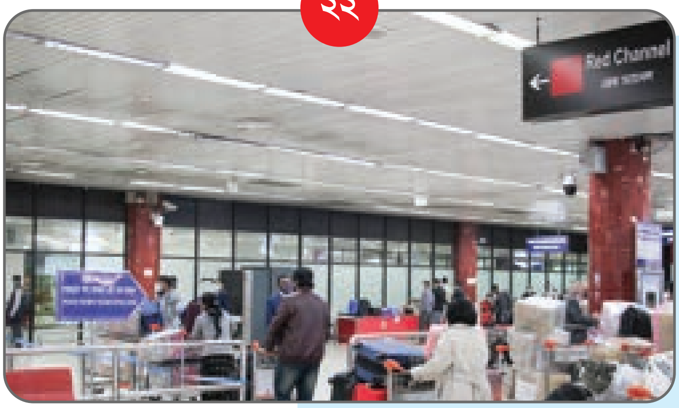

যাত্রীর সাথে শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য থাকলে তিনি রেড চ্যানেল দিয়ে অগ্রসর হবেন।

২৩

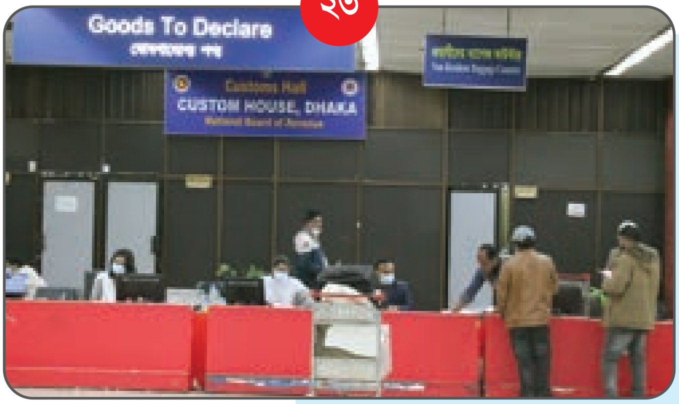

রেড চ্যানেল দিয়ে অগ্রসর হওয়ার পর যাত্রী কাস্টমস হলে পৌঁছে শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য ঘোষণা করবেন এবং কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক ধার্যকৃত শুল্ক পার্শ্ববর্তী ব্যাংক কাউন্টারে চালানের মাধ্যমে পরিশোধ করবেন।

২৪

যাত্রীর কাছে শুল্ক আরোপযোগ্য কোন পণ্য না থাকলে তিনি গ্রিন চ্যানেল দিয়ে অগ্রসর হবেন। এক্ষেত্রে তার লাগেজ স্ক্যান করা হতে পারে। স্ক্যানিংয়ে লাগেজে শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য সনাক্ত হলে কাস্টমস কর্মকর্তা ঐ পণ্যের উপর শুল্ক ও জরিমানা আরোপ করতে পারেন অথবা বিধি মোতাবেক পণ্য আটক করতে পারেন।

২৫

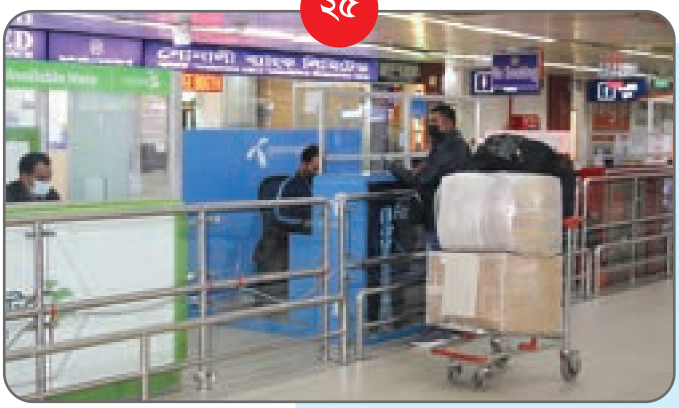

কাস্টমস এরিয়া থেকে বের হওয়ার পর যাত্রী তার পাসপোর্ট দেখিয়ে পছন্দনীয় ব্র্যান্ডের সিম ক্রয় করে তা চালু করে নিতে পারবেন।

২৬

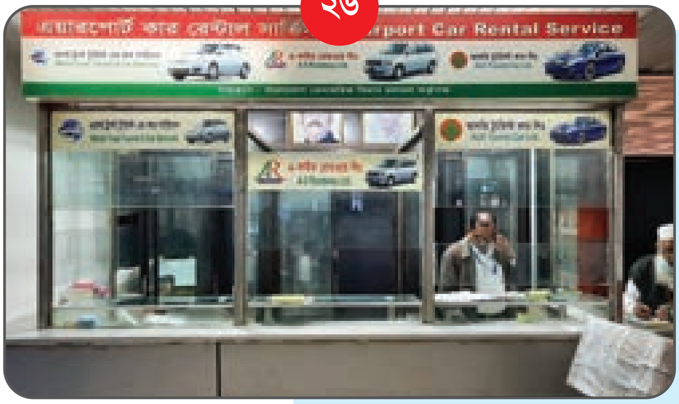

বিমানবন্দর থেকে বাড়ি যাওয়ার জন্য যাত্রী এয়ারপোর্ট কার রেন্টাল সার্ভিস থেকে গাড়ি ভাড়া করতে পারেন। এক্ষেত্রে যাত্রী নির্ধারিত ভাড়ার চার্ট দেখে ভাড়া সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিবেন। গাড়ি ভাড়া করার পর যাত্রীকে ক্যাশ মেমো প্রদান করা হবে যেখানে যাত্রীর নাম, ঠিকানা, গন্তব্য, ভাড়ার পরিমাণ ও কার রেন্টাল প্রতিষ্ঠানের কর্মীর স্বাক্ষর থাকবে।

২৭

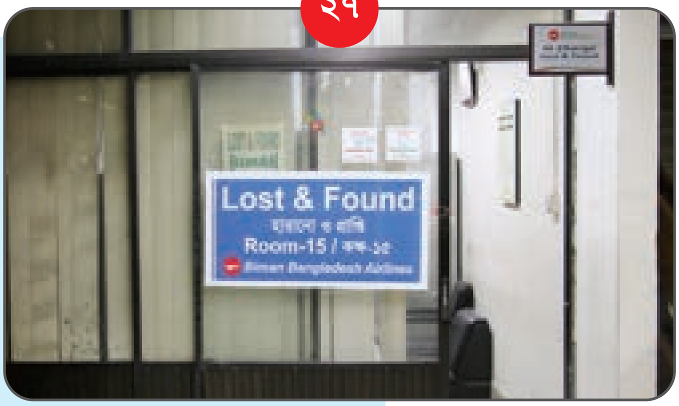

যাত্রী কোন লাগেজ না পেলে বা ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় পেলে Property Irregularity Report (PIR) ফাইল করবেন। এজন্য বিমানবন্দরে আসার প্রয়োজন হলে তিনি আন্তর্জাতিক টার্মিনাল ভবনের নীচ তলায় ১৫ নম্বর রুমে লস্ট এন্ড ফাউন্ডের ইনচার্জের সাথে যোগাযোগ করবেন।

৭.০

বিবিধ বিষয়

৭.১ ডমেস্টিক ফ্লাইটে ভ্রমণ

আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে ভ্রমণের তুলনায় ডমেস্টিক ফ্লাইটে ভ্রমণ সহজতর। দেশের অভ্যন্তরে ঢাকা থেকে ৭টি বিমানবন্দরে যাওয়া আসা করা যায়। ডমেস্টিক ফ্লাইটে ভ্রমণে চেক-ইনের সময় যাত্রীকে একটি ফটো আইডি (যেমন: জাতীয় পরিচয়পত্র বা পাসপোর্ট) প্রদর্শন করতে হয়। যে নামে টিকেট বুকিং করা হয়েছে সে নামের সাথে ফটো আইডির নামের মিল থাকতে হবে। চেক-ইন কাউন্টার ফ্লাইটের সময়ের ৩০ মিনিট আগেই বন্ধ হয়ে যায়। এর আগেই যাত্রীকে চেক-ইন কাউন্টারে উপস্থিত হয়ে বোর্ডিং পাস সংগ্রহ করতে হবে। এরপর যাত্রী সিকিউরিটি চেকিংয়ে যাবেন। সেখানে আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের মতই যাত্রীকে জুতা, বেল্ট, মানিব্যাগ, মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, কোট, জ্যাকেট খুলে স্ক্যানিং এর জন্য ট্রেতে দিতে হবে। সিকিউরিটি চেকিং এর সময় পূর্ণ সহযোগিতা করা যাত্রীর কর্তব্য। সিকিউরিটি চেকিং এর পর যাত্রী বহির্গমন লাউঞ্জে অবস্থান করবেন। এয়ারলাইন্সের কর্মীরা যাত্রীর বোর্ডিং পাস পরীক্ষা করে তাকে র‌্যাম্প বাসে উঠাবেন এবং উড়োজাহাজে নিয়ে যাবেন। যাত্রীকে মনে রাখতে হবে যে ডমেস্টিক ফ্লাইটে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের উড়োজাহাজ ব্যবহৃত হয়। এর লাগেজ বহন ক্ষমতা কম থাকে। আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের মত বড় আকারের লাগেজ ওভারহেড বিনে নেওয়া যায় না। একজন যাত্রী সর্বোচ্চ ৭ কেজি ওজনের লাগেজ, যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার সমষ্টি ২৮" ইঞ্চি এর বেশি নয়, এরূপ এক পিস লাগেজ হাতে নিতে পারেন। বুকিং লাগেজ হিসাবে যাত্রী সর্বোচ্চ ৩০ কেজি ওজনের লাগেজ সাথে নিতে পারবেন যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার সমষ্টি ৬২" এর বেশি হবে না। তবে বিদেশগামী বা বিদেশফেরত যাত্রীকে এয়ারলাইন্স লাগেজ বহনের ক্ষেত্রে ছাড় দিতে পারে।

৭.২ মিট এন্ড গ্রিট সার্ভিস

বয়স্ক বা অসুস্থ ব্যক্তি বা ছোট শিশু সাথে নিয়ে আসা নারী যাত্রীর জন্য বেল্ট থেকে ভারি লাগেজ সংগ্রহ করা ও ট্রলি ঠেলে নিয়ে যাওয়া সহজসাধ্য হয় না। এ ধরনের যাত্রীদের সহায়তা করার জন্য বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত ছয়টি মিট এন্ড গ্রিট সার্ভিস প্রতিষ্ঠান আছে। তাদের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ অথবা অনলাইনে বুকিং দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। যাত্রী প্রতি নির্ধারিত সার্ভিস ফির বিনিময়ে মিট এন্ড গ্রিট সার্ভিসের কর্মীরা ফ্লাইট অবতরণের আগেই অবহিত হয়ে এরাইভাল ইমিগ্রেশনের পর প্ল্যাকার্ডে যাত্রীর নাম লিখে অপেক্ষা করেন। সেখান থেকে যাত্রীকে সাথে নিয়ে লাগেজ বেল্ট থেকে লাগেজ ট্রলিতে তুলে তারা কাস্টমস এরিয়া হয়ে ক্যানপিতে নিয়ে যান। লাগেজ যাত্রীর গাড়িতে তুলে দেওয়ার সময় মানি রিসিটের বিনিময়ে তারা নির্ধারিত ফি গ্রহণ করেন। বিদেশ যাওয়ার সময়ও এরকম প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। বিদেশগামী যাত্রী বুকিং দিয়ে রাখলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মী প্ল্যাকার্ডে যাত্রীর নাম লিখে বহির্গমন টার্মিনালের প্রবেশপথে অপেক্ষা করবেন। অনুমোদিত ৬টি মিট এন্ড গ্রিট সার্ভিস প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট ও যোগাযোগের নাম্বার নিচে দেওয়া হলো। বুকিং ছাড়া বিদেশ প্রত্যাগত কোন যাত্রীকে সেবা নিতে বিরক্ত করা অথবা নির্ধারিত ফির অতিরিক্ত অর্থ দাবি করা অথবা অর্থ গ্রহণের পর মানি রিসিট না দেওয়ার ঘটনা ঘটলে যাত্রী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বরাবরে অভিযোগ করতে পারবেন।

এমজিএ	+880 1974 44 45 55 +880 1822 99 11 11 www.mgabd.com
এয়ারপোর্ট হেল্প সার্ভিস লিঃ	+880 1915 61 98 02 +880 1942 22 00 83 www.airporthelpservice.com
ট্রাভেল শপ লিঃ	+880 1847 42 18 47 +880 1841 33 03 03 www.bimanholidays.com

গ্লোবাল এয়ারপোর্ট এ্যাসিস্টিং সার্ভিসেস লিঃ	+880 1976 33 34 44 +88 02 890 1251 +88 02 890 1250 www.globalair.com.bd
হেল্প লাইন লিঃ	+880 19 13 19 91 99 +880 19 13 66 55 44 +88 02 890 1248 +88 02 890 1249
শুভেচ্ছা	+880 1988 22 44 33 +880 1988 22 44 55 +88 02 890 1236 +88 02 890 1237 www.shubhechha.com.bd

৭.৩ বিএমইটি স্মার্ট কার্ড

Bureau of Manpower Employment and Training (BMET) প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সংস্থা। কাজের জন্য বৈধভাবে বিদেশ গমনে বাধ্যতামূলকভাবে বিএমইটি থেকে একটি স্মার্ট কার্ড সংগ্রহ করতে হয়, যা ম্যানপাওয়ার কার্ড নামেও পরিচিত। এ কার্ড সংগ্রহ করে প্রবাসী কর্মী সরকারের তালিকাভুক্ত হন এবং কর্মী হিসাবে তার অধিকার নিশ্চিত হয়। বিদেশে গিয়ে তিনি অসুস্থ হলে বা বিপদে পড়লে বাংলাদেশ দূতাবাস তাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে পারে। প্রবাসী কর্মী প্রবাসে মৃত্যুবরণ করলে তার বকেয়া পাওনা ও ক্ষতিপূরণ আদায় এবং মৃতদেহ সরকারি বা চাকরিদাতার খরচে দেশে আনা সম্ভব হয়। তাছাড়া ওয়েজ আর্নাস কল্যাণ বোর্ড থেকে মৃতদেহ দাফন বা সৎকারের জন্য ৩৫,০০০ টাকার চেক প্রদান করা হয়।

বিএমইটি কার্ড সংগ্রহ করার জন্য বিদেশে কাজের উদ্দেশ্যে গমনে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে বাধ্যতামূলকভাবে তিন দিনের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে হয়। ঢাকায় প্রবাসী কল্যাণ ভবনে অথবা জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসে এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে হয়। পাসপোর্ট, ভিসা ও কাজের চুক্তির কপি দাখিল, প্রশিক্ষণ সনদ দাখিল, আঙ্গুলের ছাপসহ ডাটাবেজে রেজিস্ট্রেশন এবং মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে বিদেশগামী কর্মী বিএমইটি স্মার্ট কার্ড প্রাপ্ত হন।

৭.৪ প্রবাসী কর্মীর মৃতদেহ আনয়ন

যারা বিএমইটি কার্ড সংগ্রহ করে বৈধভাবে কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশে গিয়েছেন তাদের কেউ বিদেশে মৃত্যুবরণ করলে মৃতদেহ দেশে আনয়নে বিমানবন্দরের প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক সহায়তা করে। ওয়েজ আর্নাস কল্যাণ বোর্ড অথবা মৃত ব্যক্তি যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন সে প্রতিষ্ঠানের মালিক মৃতদেহ পরিবহনের খরচ বহন করেন। মৃতদেহ দেশে আসার দিন ও সময় সম্পর্কে মৃতের আত্মীয়দের আগেই অবহিত করা হয়। মৃতের দাফন বা সৎকারের জন্য ৩৫ হাজার টাকার চেক প্রদানের সুবিধার্থে যার নামে চেক ইস্যু করা হবে তার জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি ও ছবি এবং মৃতের ওয়ারিশ সনদসহ বিমানবন্দরে আমদানি কার্গো কমপ্লেক্স এর নীচ তলায় অবস্থিত প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কে আসতে বলা হয়। মৃতদেহের সাথে এয়ারওয়ে বিল, অনাপত্তি পত্র, মৃত্যু সনদ, ঐ দেশের পুলিশ ক্লিয়ারেন্স, মৃতের পাসপোর্ট বা আউটপাস এবং ব্যক্তিগত মালামাল আসে। প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের কর্মীরা মৃতদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তরে সহায়তা করেন এবং মৃতের দাফন বা সৎকারের জন্য ৩৫ হাজার টাকার চেক তাৎক্ষণিকভাবে হস্তান্তর করেন।

৭.৫ পোষা প্রাণী আনয়ন

বিদেশ থেকে পোষা প্রাণী দেশে আনয়নের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ওয়েব পোর্টাল www.dls.gov.bd এর মানবসম্পদ উন্নয়ন শাখায় আবেদন করতে হয়। আবেদন নিষ্পত্তি হতে সাত দিন পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। যাত্রী যে দেশ থেকে বাংলাদেশে আসবেন সে দেশের ভেটেরিনারি সার্জন বা সমমানের ডাক্তার বা বিশেষজ্ঞ কর্তৃক পোষা প্রাণীর বরাবরে ইস্যুকৃত হেলথ সার্টিফিকেট, পোষা প্রাণীর ছবি এবং ভ্যাক্সিন কার্ডসহ আবেদন করতে হয়।

৭.৬ গাছের চারা বা বীজ আনয়ন

দেশে আসার সময় কোন যাত্রী সাথে করে গাছের চারা বা বীজ আনতে চাইলে তাকে পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে আমদানির অনুমতির জন্য আবেদন করতে হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dae.gov.bd এর IP/PC অংশে গিয়ে যাত্রী তার নাম রেজিস্ট্রেশন করে নির্দেশিত পদ্ধতিতে আমদানির অনুমতি (Import Permit) এর জন্য আবেদন করবেন। বাংলাদেশে আগমনের পর যাত্রী বিমানবন্দরে প্ল্যান্ট কোয়ারেন্টিন ডেস্কে আমদানির অনুমতিপত্র দাখিল করবেন। কোয়ারেন্টিন ফি ও ভ্যাট পরিশোধের পর তিনি প্ল্যান্ট কোয়ারেন্টিন ডেস্ক থেকে ছাড়পত্র সংগ্রহ করবেন। এরপর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কাস্টমস ফি পরিশোধ করতে হবে।

৭.৭ ডিউটি ফ্রি শপ

বিদেশগামী যাত্রী ইমিগ্রেশন কার্যক্রম শেষ করার পর ডিউটি ফ্রি শপে কেনাকাটা করতে পারবেন। কেনার সময় তাকে পাসপোর্ট প্রদর্শন করতে হবে। ক্রয়কৃত মালামাল সাথে করে বিদেশে নিয়ে যেতে হবে। তবে ক্রয়কৃত মালামাল হ্যান্ড লাগেজে বহনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্সের বিধি নিষেধ প্রযোজ্য হবে। কারণ এয়ারলাইন্স যাত্রীকে নির্দিষ্ট সংখ্যক, নির্দিষ্ট ওজন ও নির্দিষ্ট আকারের লাগেজ বহনের অনুমতি দেয়। ডিউটি ফ্রি শপ থেকে ক্রয়কৃত মালামালসহ হ্যান্ড লাগেজ সে সীমার মধ্যে থাকতে হবে। বিদেশগামী যে কোন যাত্রী দুই লিটার পর্যন্ত এলকোহল এবং এক কার্টন সিগারেট সাথে করে নিয়ে যেতে পারেন।

বিদেশফেরত যাত্রী ইমিগ্রেশন এলাকায় অবস্থিত ডিউটি ফ্রি শপ থেকে কেনাকাটা করতে পারবেন। এক্ষেত্রেও তিনি পাসপোর্ট দেখিয়ে মালামাল ক্রয় করতে পারবেন, যার মূল্যের উপর বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী শুল্ক বা কর আরোপিত হবে না। তবে যাত্রী ইমিগ্রেশন কার্যক্রম শেষ করে কাস্টমস এরিয়ায় প্রবেশ করলে তার উপর ব্যাগেজ রুলস প্রযোজ্য হবে। ব্যাগেজ রুলস অনুযায়ী বিদেশি পাসপোর্টধারী যাত্রী সর্বোচ্চ এক লিটার এলকোহল ও এক কার্টন সিগারেট নিয়ে বিনা শুল্ক পরিশোধে কাস্টমস এরিয়া অতিক্রম করতে পারবেন। অন্যদিকে বাংলাদেশি পাসপোর্টধারী ডিউটি ফ্রি শপ বা অন্য কোন স্থান হতে সংগৃহীত এলকোহল নিয়ে যাওয়ার অনুমতিপ্রাপ্ত হবেন না। এলকোহল পাওয়া গেলে কাস্টমস তা আটক করে আটক রশিদ প্রদান করেন। তবে বাংলাদেশি পাসপোর্টধারী যাত্রী ডিউটি ফ্রি শপ থেকে ক্রয়কৃত এক কার্টন সিগারেট নিয়ে যেতে পারবেন।

৭.৮ কুরিয়ারের মাধ্যমে মালামাল আনয়ন

বিদেশফেরত যাত্রী তার সাথে আনীত মালামালের ক্ষেত্রে ব্যাগেজ রুলস অনুযায়ী কিছু ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত সুবিধা পেয়ে থাকেন। কিন্তু একই মালামাল কুরিয়ারের মাধ্যমে দেশে পাঠানো হলে প্রতিটি আইটেমের উপর আমদানি নীতি আদেশ অনুযায়ী শুল্ক আরোপিত হতে পারে। তাছাড়া এক্ষেত্রে কুরিয়ার সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সার্ভিস চার্জের পাশাপাশি আমদানি কার্গো কমপ্লেক্স হতে মালামাল ছাড় করানোর জন্য ক্লিয়ারিং এন্ড ফরোয়ার্ডিং এজেন্ট নিয়োগ করে তাকে সেবা মূল্য প্রদানের প্রয়োজন হতে পারে। ব্যাগেজ রুলসের সীমার মধ্যে আনীত লাগেজ যথাযথভাবে ঘোষণা প্রদান ও শুল্ক পরিশোধ সাপেক্ষে তাৎক্ষণিকভাবে ছাড় করিয়ে নেওয়া সম্ভব হলেও কুরিয়ারের মাধ্যমে প্রেরিত মালামাল ছাড় করানো সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।

৭.৯ মালামাল হারানো ও সতর্কতা

বিদেশ যাওয়া এবং বিদেশ থেকে ফেরত আসার সময় অনেক যাত্রী তাদের সাথে থাকা মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হারিয়ে বিপদে পড়েন। বিদেশ যাওয়ার সময় যাত্রীরা বিমানবন্দরে আগমনের জন্য ব্যবহৃত যানবাহন, বহির্গমন কনকোর্স হলের প্রবেশপথে অবস্থিত স্ক্যানার, টয়লেট, যাত্রীদের বসার স্থান, বোর্ডিং ব্রিজের প্রবেশপথে অবস্থিত স্ক্যানার এবং হোল্ডিং লাউঞ্জে পাসপোর্ট, বোর্ডিং কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, বিএমইটি কার্ড হারিয়ে ফেলেন। এসব স্থানে মোবাইল ফোন হারানোর প্রবণতাও লক্ষ করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে এক যাত্রী

ভুল করে অন্য যাত্রীর জিনিস সাথে নিয়ে যান। এ কারণে বিদেশগামী যাত্রীর উচিত তার জরুরি কাগজপত্রসমূহ বহন করার জন্য একটি ছোট ব্যাগ রাখা এবং বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতার প্রতিটি পর্যায় শেষে সব কাগজ ঠিকমত আছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া। বিদেশগামী যাত্রীরা তাদের পাসপোর্ট, টিকেট, ভিসা, ওয়ার্ক পারমিটসহ সব জরুরি কাগজপত্রের এক কপি বাড়িতে রাখতে পারেন।

৮.০

যাত্রীদের সমস্যা ও জিজ্ঞাসা

বিমানবন্দরে বিদেশগামী ও বিদেশফেরত যাত্রীরা তাদের বিভিন্ন সমস্যা ও জিজ্ঞাসার জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। কী ধরনের সমস্যার জন্য কার কাছে যেতে হবে তা জানা থাকলে যথাসময়ে যথাযথ প্রতিকার লাভ করা সম্ভব হয়। বিমানবন্দরে যাত্রীরা সচরাচর যেসব সমস্যার মুখোমুখি হন এবং সেসব সমস্যার সমাধানে কোন দপ্তর তাদেরকে কীভাবে সহায়তা করতে পারে, সে বিষয়ে এখানে আলোকপাত করা হল। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ফোন নাম্বার পরিশিষ্ট ২ এবং পরিশিষ্ট ৩ এ দেওয়া হয়েছে।

৮.১ ফ্লাইটের সময় পরিবর্তন সম্পর্কে যাত্রীর অজ্ঞতা

স্বল্প শিক্ষিত কর্মীরা টিকেট ক্রয়ের সময় তাদের চাকরিদাতা বা ট্রাভেল এজেন্সির উপর নির্ভর করেন। তাদের টিকেট ক্রয়ের সময় ই-মেইল এড্রেস দেওয়া হয় না। অনেক সময় চাকরিদাতার মোবাইল নাম্বার ব্যবহার করে টিকেট ক্রয় করা হয়। তাছাড়া প্রবাস থেকে দেশে ছুটিতে আসার সময় যাত্রীরা রিটার্ন টিকেট করে আসেন। ঐ টিকেটে তারা প্রবাসের কোন নাম্বার প্রদান করেন। ফলে ফ্লাইটের সময় পরিবর্তিত হলে তারা কোন ম্যাসেজ পান না। সকল প্রস্তুতি নিয়ে বিমানবন্দরে এসে তারা দেখেন যে ঐদিনের ডিসপ্লেতে তাদের ফ্লাইট সম্পর্কিত কোন তথ্য নেই। এ সমস্যা সমাধানে যাত্রীকে সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্সের টিকেট রির্জাভেশন অফিসে যাওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

৮.২ বিদেশগামী যাত্রীকে বোর্ডিং প্রদানে অস্বীকৃতি

এয়ারলাইন্সের চেক-ইন কাউন্টারে ডিউটিরত কর্মীরা বিভিন্ন যৌক্তিক কারণে বিদেশগামী যাত্রীকে বোর্ডিং পাস ইস্যু করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে পারেন। এ কারণগুলি অনুচ্ছেদ ৩.৫ এ বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। কোন যাত্রী যদি মনে করেন যে কোন যুক্তিযুক্ত কারণ ছাড়াই তাকে বোর্ডিং প্রদান করা হয়নি তাহলে তিনি এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন।

৮.৩ বিদেশগামী যাত্রীর লাগেজ বুকিং সংক্রান্ত অভিযোগ

বিদেশগামী যাত্রীর হ্যান্ড লাগেজ বা বুকিং লাগেজের আকার, আকৃতি , সংখ্যা ও ওজন টিকেটের শর্তে বর্ণিত সীমার মধ্যে না হলে এয়ারলাইন্স তা বুকিং দিতে বা যাত্রী কর্তৃক বহনের সুযোগ দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে পারে। অতিরিক্ত ওজনের লাগেজের জন্য যাত্রী এয়ারলাইন্স নির্ধারিত হারে চার্জ দিতে সম্মত না হলেও তা বুকিং দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হতে পারে। চেক-ইন কাউন্টার বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে যাত্রী তার লাগেজ এয়ারলাইন্স নির্ধারিত সীমার মধ্যে আনতে ব্যর্থ হলেও তিনি কোন আইনগত প্রতিকার প্রাপ্য হবেন না। হ্যান্ড লাগেজ বা বুকিং লাগেজে কোন নিষিদ্ধ বা পঁচনশীল বস্তু থাকলে এয়ারলাইন্স তা অপসারণ করার নির্দেশনা দিতে পারে। এ বিষয়ে অনুচ্ছেদ ২.৮, ২.৯ এবং ২.১০ এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তবে এয়ারলাইন্স যৌক্তিক কারণ ব্যতীত যাত্রীর লাগেজ বুকিং দিতে বা বহন করার সুযোগ দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে অথবা অতিরিক্ত ওজনের লাগেজের জন্য নির্ধারিত পলিসির অতিরিক্ত অর্থ দাবি করলে অথবা মানি রিসিট ছাড়া অর্থ আদায় করলে যাত্রী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন।

৮.৪ ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত অভিযোগ

কোন যাত্রী কর্মের উদ্দেশ্য গোপন করে পর্যটক বা স্টুডেন্ট ভিসায় বিদেশ গমনের চেষ্টা করলে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ তাকে আইনসম্মতভাবে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। যাত্রী ফ্লাইট ছেড়ে যাওয়ার সময়ের অন্ততঃ ৪০ মিনিট বাকি থাকতে ইমিগ্রেশন কাউন্টারে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হলেও তাকে প্রত্যাখ্যান করা হতে পারে। এছাড়া ফ্লাইট ছেড়ে যাওয়ার ৩০ মিনিট সময় বাকি থাকতে যাত্রী নিজ দায়িত্বে বোর্ডিং গেইটে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হলে তাকে অফলোড করা হতে পারে। যাত্রী বোর্ডিং গেইটে নিরাপত্তা তল্লাশীতে সহায়তা না করলে অথবা ফ্লাইটের অন্যান্য যাত্রীদের নিরাপত্তা বিপন্ন হয় এরূপ কোন আচরণ করলেও তাকে অফলোড করা হতে পারে। অফলোড করা হলে যাত্রীর পাসপোর্টে প্রদত্ত ডিপার্চার সিল কেটে দিয়ে একটি জিডি এন্ট্রি করা হয়। যাত্রী যদি মনে করেন যে তাকে বেআইনিভাবে ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্স প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়েছে অথবা অফলোড করা হয়েছে তাহলে তিনি ইমিগ্রেশন পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে অভিযোগ করতে পারবেন। ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত যে কোন জিজ্ঞাসার জন্য যাত্রী ইমিগ্রেশন হটলাইনে ফোন করতে পারবেন। তিনি যদি মনে করেন যে এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষ আইনানুগ কারণ ব্যতীত তাকে উড়োজাহাজে প্রবেশ করতে দেয়নি বিধায় তিনি অফলোড হয়েছেন তাহলে তিনি এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগ করতে পারবেন।

৮.৫ পণ্য ও সেবা বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ

মানি এক্সচেঞ্জ, মিট এন্ড গ্রিট সার্ভিস, লাগেজ র‍্যাপিং, কার রেন্টাল সার্ভিসের কর্মীরা যদি অযাচিতভাবে তাদের সেবা গ্রহণের জন্য যাত্রীকে ডাকাডাকি করেন বা অন্য কোন ভাবে বিরক্ত করেন তাহলে যাত্রী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। পরিচ্ছন্নতার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মী, ট্রলিম্যান, নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মী তাদের নির্ধারিত দায়িত্বের বাইরে অন্য কোন সেবা প্রদানের প্রস্তাব করলে বা বকশিস দাবি করলে যাত্রী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাতে পারেন। বিমানবন্দরে হুইলচেয়ার সেবা প্রদানকারীগণ আইনসম্মতভাবে বকশিস গ্রহণ করতে পারেন না। তাদের কেউ বকশিস দাবি করলে যাত্রী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রতিকার চাইতে পারেন।

বিমানবন্দরে টার্মিনাল ভবনের ভিতরে, পার্কিং ও কার্গো এলাকায় অবস্থিত খাদ্য ও অন্যান্য পণ্যের দোকান ও রেস্তোরায় তাদের নিজেদের প্রস্তুতকৃত খাদ্যপণ্য বা সেবার মূল্য তালিকা দৃশ্যমানভাবে টাঙিয়ে রাখতে হয়। মূল্য তালিকা না রাখা বা মূল্য তালিকার এক বা একাধিক খাদ্যপণ্য বা সেবার মূল্য উল্লেখ না করা বা মূল্য তালিকায় উল্লিখিত মূল্যের অতিরিক্ত মূল্য দাবি করা বা মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ উল্লেখ না করা দণ্ডনীয় অপরাধ। বিএসটিআই অনুমোদিত পণ্যের গায়ে উল্লিখিত মূল্যের অতিরিক্ত দাবি করা দন্ডনীয় অপরাধ। পণ্য বা সেবা ক্রয়ের পর ক্রেতাকে মানি রিসিট না দেওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ। এ ধরনের যে কোন অপরাধের বিষয়ে যাত্রী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবেন।

৮.৬ বিদেশফেরত যাত্রীর লাগেজ সংক্রান্ত অভিযোগ

যাত্রী বেল্টে লাগেজ না পেলে ডিউটিরত এয়ারলাইন্স কর্মীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন এবং তার সহায়তায় লস্ট এন্ড ফাউন্ড ডেস্কে Property Irregularity Report (PIR) ফাইল করবেন। PIR ফাইল করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হলে যাত্রী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। এয়ারলাইন্স যদি যাত্রীকে এই মর্মে নিশ্চিত করে যে যাত্রীর লাগেজ বেল্টে ডেলিভারি দেওয়া হয়েছে অথচ যাত্রী বেল্টে লাগেজ পাননি তখন যাত্রী PIR ফাইল করার পাশাপাশি বিমানবন্দর আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন) কে অবহিত করবেন। অন্য কোন যাত্রী ভুলবশত বা ইচ্ছাকৃতভাবে যাত্রীর লাগেজ নিয়ে গেছেন কিনা তা ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার ফুটেজ পর্যালোচনাক্রমে এপিবিএন নিশ্চিত হবে এবং প্রয়োজনে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

যাত্রী তার লাগেজ খোলা অবস্থায় পেলে আগে নিশ্চিত হবেন যে,

- লাগেজে লিথিয়াম ব্যাটারি সম্বলিত কোন ইলেকট্রনিক ডিভাইস, এরোসল জাতীয় দ্রব্য যেমন বডি স্প্রে, দাহ্য (Flammable) বা বিপজ্জনক (Hazardous) বস্তু এবং অনুমোদিত সীমার অতিরিক্ত লিকুইড জাতীয় দ্রব্য ছিল না;
- বুকিং লাগেজে মূল্যবান দ্রব্য যেমন মুদ্রা, ইলেকট্রনিক ডিভাইস বা মূল্যবান ধাতু/অলঙ্কার রাখা হয়নি;
- লাগেজের আকার,আকৃতি, ওজন ও সংখ্যা এয়ারলাইন্স অনুমোদিত সীমার মধ্যে ছিল;
- সিকিউরিটি চেকিং এর সময় প্রয়োজনে লাগেজ খোলার সুবিধার্থে কম্বিনেশন লক ব্যবহার করা হয়েছে, যা মাস্টার কি দ্বারা খোলা সম্ভব।

যাত্রী এসব বিষয় নিশ্চিত করার পরেও তার লাগেজ খুলে আইনানুগভাবে অপসারণযোগ্য নয় এমন কোন আইটেম অপসারণ করা হয়েছে দেখলে তিনি PIR ফাইল করার পাশাপাশি এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নকে অবহিত করবেন। লাগেজ বেল্টে লাগেজ ডেলিভারি দেওয়ার সময় ডিউটিরত কর্মীদের কেউ লাগেজ খুলে কিছু অপসারণ করেছে কিনা তা ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার ফুটেজ দেখে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করা হবে।

দেরিতে আসা লাগেজ হোম ডেলিভারি প্রদানযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও এয়ারলাইন্স হোম ডেলিভারি না দিয়ে যাত্রীকে সশরীরে এয়ারপোর্টে এসে লাগেজ নিয়ে যেতে বললে যাত্রী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে অবহিত করবেন। লাগেজ না আসার পরে ২১ দিন অতিবাহিত হলেও এয়ারলাইন্স ক্ষতিপূরণ প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে যাত্রী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে অবহিত করবেন।

৮.৭ কাস্টমস সংক্রান্ত অভিযোগ/জিজ্ঞাসা

বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পূর্বে যাত্রী নিশ্চিত হবেন যে,

- তিনি ব্যক্তিগত ব্যবহার্য জিনিসের অতিরিক্ত পরিমাণে কোন জিনিস লাগেজে আনেননি;
- শুল্ক আরোপযোগ্য জিনিসের শুল্ক পরিশোধের জন্য ডিক্লারেশন ফরম পূরণ করেছেন এবং সেখানে কোন তথ্য গোপন করেননি;
- কাস্টমসের স্ক্যানিং ও তল্লাশির জন্য তার যথাযথ প্রস্তুতি আছে।

কাস্টমস সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ বা জিজ্ঞাসার বিষয়ে যাত্রী কাস্টমস কর্মকর্তাদের সাথে মোবাইলে কথা বলতে পারবেন।

৮.৮ হারিয়ে ফেলা জিনিসের সন্ধান

বিদেশগামী বা বিদেশফেরত যাত্রীরা অনেক সময় ভুল করে বিমানবন্দরে তাদের দরকারি জিনিস ফেলে যান। টার্মিনাল ভবনের ভিতরে

অবস্থান করার সময় যাত্রী হারিয়ে যাওয়ার বিষয়টি বুঝতে পারলে তিনি ডিউটি সিকিউরিটি অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। টার্মিনাল ভবন থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর যাত্রী জিনিস হারিয়ে যাওয়ার বিষয়টি বুঝতে পারলে তিনি ঐদিনের টিকেট/বোর্ডিং পাস ও পাসপোর্টসহ ডিউটি সিকিউরিটি অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। যাত্রীর ফেলে যাওয়া জিনিস অন্য কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে নিয়ে গিয়েছেন কিনা তা যাচাইয়ের প্রয়োজন হলে বিমানবন্দর আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন প্রাপ্যতা সাপেক্ষে ক্লোজ সার্কিড ক্যামেরার ফুটেজ পর্যালোচনা করে যাত্রীকে সহায়তা করতে পারে ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। তবে যাত্রীকে মনে রাখতে হবে যে হাতে বহনকৃত ব্যক্তিগত মালামাল সংরক্ষণের দায় তার উপরেই বর্তায় এবং এ প্রকারের মালামাল হারানো গেলে তিনি কোন ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য হবেন না।

পরিশিষ্ট

সূচিপত্র

পরিশিষ্ট-১
বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাগজের নমুনা ও ব্যাখ্যা ৭৩-৮৫

পরিশিষ্ট-২
গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ৮৬-৮৭

পরিশিষ্ট-৩
যাত্রীবাহী ফ্লাইট পরিচালনাকারী দেশি ও বিদেশি এয়ারলাইন্সসমূহের সাথে যোগাযোগ ৮৮-৯০

পরিশিষ্ট-৪
বাংলাদেশে ফ্লাইট পরিচালনাকারী বিদেশি এয়ারলাইন্সসমূহ ৯১-৯২

পরিশিষ্ট-৫
আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালনাকারী দেশি এয়ারলাইন্স ৯৩-৯৪

পরিশিষ্ট-৬
অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটসমূহ ৯৫

পরিশিষ্ট-৭
দরকারি ওয়েবসাইট ও অ্যাপ ৯৬-৯৭

পরিশিষ্ট-১

বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাগজের নমুনা ও ব্যাখ্যা

১

SRILANKAN AIRLINES LIMITED (PB 67) BOOKING REF: 5FEZQI
MALDIVIAN HOLIDAYS PVT LTD DATE: 20 MARCH 2021
1ST FLOOR, DAR AL-EIMAN BUILDING
MAJEEDHEE MAGU, MALE 20345
MALDIVES
TELEPHONE: +960 333 1282

FLIGHT UL 104 - SRILANKAN AIRLINES TUE 23 MARCH 2021

DEPARTURE: MALE, MV (VELANA INTERNATIONAL) 23 MAR 22:35
ARRIVAL: COLOMBO, LK (BANDARANAIKE INTL) 24 MAR 00:30
FLIGHT BOOKING REF: UL/5FEZQI
RESERVATION CONFIRMED, ECONOMY (K) DURATION: 01:25

BAGGAGE ALLOWANCE: 30K
MEAL: REFRESHMENTS

NON STOP MALE TO COLOMBO
AIRCRAFT OWNER: SRILANKAN AIRLINES, UL
EQUIPMENT: AIRBUS A321 (SHARKLETS)

FLIGHT UL 189 - SRILANKAN AIRLINES WED 24 MARCH 2021

DEPARTURE: COLOMBO, LK (BANDARANAIKE INTL) 24 MAR 05:00
ARRIVAL: DHAKA, BD (HAZRAT SHAHJALAL INTL) 24 MAR 08:45
FLIGHT BOOKING REF: UL/5FEZQI
RESERVATION CONFIRMED, ECONOMY (K) DURATION: 03:15

BAGGAGE ALLOWANCE: 30K
MEAL: HOT MEAL

NON STOP COLOMBO TO DHAKA
AIRCRAFT OWNER: SRILANKAN AIRLINES, UL
EQUIPMENT: AIRBUS A321 (SHARKLETS)

FLIGHT TICKET(S)

TICKET: UL/ETKT 603 2111994022 FOR ARIFUZZAMAN/MOHAMMADMR
TICKET: UL/ETKT 603 2111994023 FOR MAHMOOD/AFIFAMS
TICKET: UL/ETKT 603 2111994024 FOR INF ZAMAN/M ARFAZ UZMSTR

CHECK YOUR TRIP ONLINE

এয়ারলাইন্সের টিকেটে ফ্লাইট নাম্বার, অরিজিন ও গন্তব্য, যাত্রা সময়, লাগেজের ওজনসীমা, যাত্রীর পছন্দ করা খাবারের ধরন প্রভৃতি তথ্য উল্লেখ করা থাকে। প্রতিটি টিকেট Booking Reference বা Passenger Name Record (PNR) দ্বারা আলাদাভাবে চিহ্নিত হয়।

২

বোর্ডিং পাসে যাত্রীর নাম, যাত্রাপথ, ফ্লাইট নাম্বার, বোর্ডিং ব্রিজে উপস্থিত হওয়ার সর্বশেষ সময়, সিট নাম্বার, সিটের শ্রেণি, বুকিং দেওয়া লাগেজের সংখ্যা ও ওজন বর্ণিত থাকে।

৩

যাত্রীর বুকিং লাগেজে যে ট্যাগ লাগিয়ে দেওয়া হয় সেখানে যাত্রীর নাম, ফ্লাইট নাম্বার, তারিখ, গন্তব্য, যাত্রা বিরতির স্থান (যদি থাকে), বুকিং দেওয়া লাগেজের সংখ্যা ও ওজন বর্ণিত থাকে।

৪

KHANAM
ZULEKHA MRS
PNR: A4C69
BN: 194 4/80
TO: MED BG 4037 03FEB
VIA:
VIA:
FROM: DAC
LIMITED RELEASE
BG647586

বুকিং দেওয়া লাগেজের তথ্যসহ লাগেজ ট্যাগ যাত্রীর বোর্ডিং পাসে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়। শেষ গন্তব্য বিমানবন্দরে পোঁছে লাগেজ যথাযথভাবে বুঝে নেওয়ার আগ পর্যন্ত এ ট্যাগটি সংরক্ষণ করতে হবে।

যাত্রী অতিরিক্ত সংখ্যা বা অতিরিক্ত ওজনের লাগেজ সাথে নিলে চার্জ দিতে হয়। স্থানীয় মুদ্রায় চার্জ গ্রহণ করে লাগেজ বুকিং দিয়ে এয়ারলাইন্স যাত্রীকে একটি মানি রিসিপ্ট বুঝিয়ে দিবে যা Excess Baggage Ticket (EBT) নামে পরিচিত।

৫

Sharjah Aviation Services

Tax Invoice

TRN No. 100001121100003

Excess/Oversize Baggage

Till 10
Trans # 143168 19/02/2019 1:11:05 AM
User Id :- 40566

Descript	Qty	PRICE	Amount
EBT SERVICE CHGS	1	30.00	30.00
G90517-DHAKA	1	[illegible]	50.00

PNR # 97749232
SEQ # 166

Total AED 80.00
AED 0.00
VAT 5% AED 0.00
NET TOTAL : AED 80.00

Cash AED 100.00
Credit
Card Amount 0.00
Paid AED 100.00 Change AED 20.00

Regret No Refund Policy
Tel :- +971 6 514 1154
Address: Sharjah Int'l Airport

৬

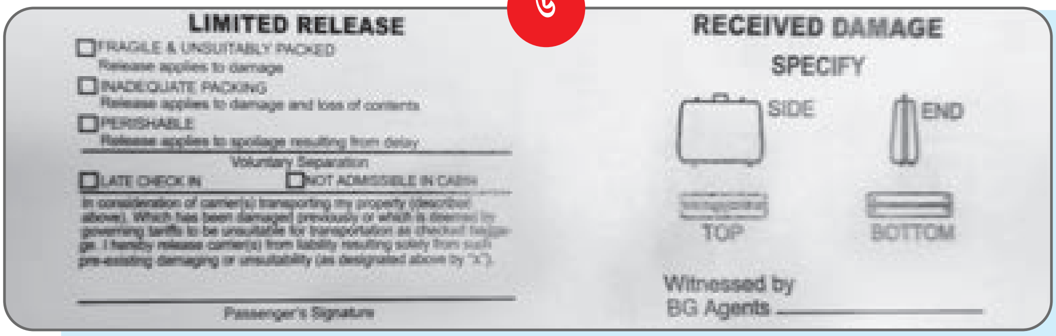

LIMITED RELEASE

FRAGILE & UNSUITABLY PACKED
Release applies to damage
INADEQUATE PACKING
Release applies to damage and loss of contents
PERISHABLE
Release applies to spoilage resulting from delay
Voluntary Separation
LATE CHECK IN
NOT ADMISSIBLE IN CABIN
In consideration of carrier(s) transporting my property (described above). Which has been damaged previously or which is deemed by governing tariffs to be unsuitable for transportation as checked baggage. I hereby release carrier(s) from liability resulting solely from such pre-existing damaging or unsuitability (as designated above by "X").
Passenger's Signature

RECEIVED DAMAGE
SPECIFY
SIDE
END
TOP
BOTTOM
Witnessed by
BG Agents

যাত্রীর লাগেজ যথাযথভাবে প্যাকিং না করায় খুলে যাওয়া বা ভেঙ্গে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে, লাগেজে পঁচনশীল দ্রব্য থাকলে, হ্যান্ড লাগেজ উড়োজাহাজের কেবিনে নেওয়ার উপযোগী না হলে লাগেজে লিমিটেড রিলিজ ট্যাগ লাগিয়ে দিয়ে তাতে যাত্রীর স্বাক্ষর নেওয়া হতে পারে।

৭

কোভিড-১৯ টেস্ট রিপোর্টের নমুনা। রিপোর্টের সাথে QR Code থাকায় তা যাচাইসাপেক্ষ।

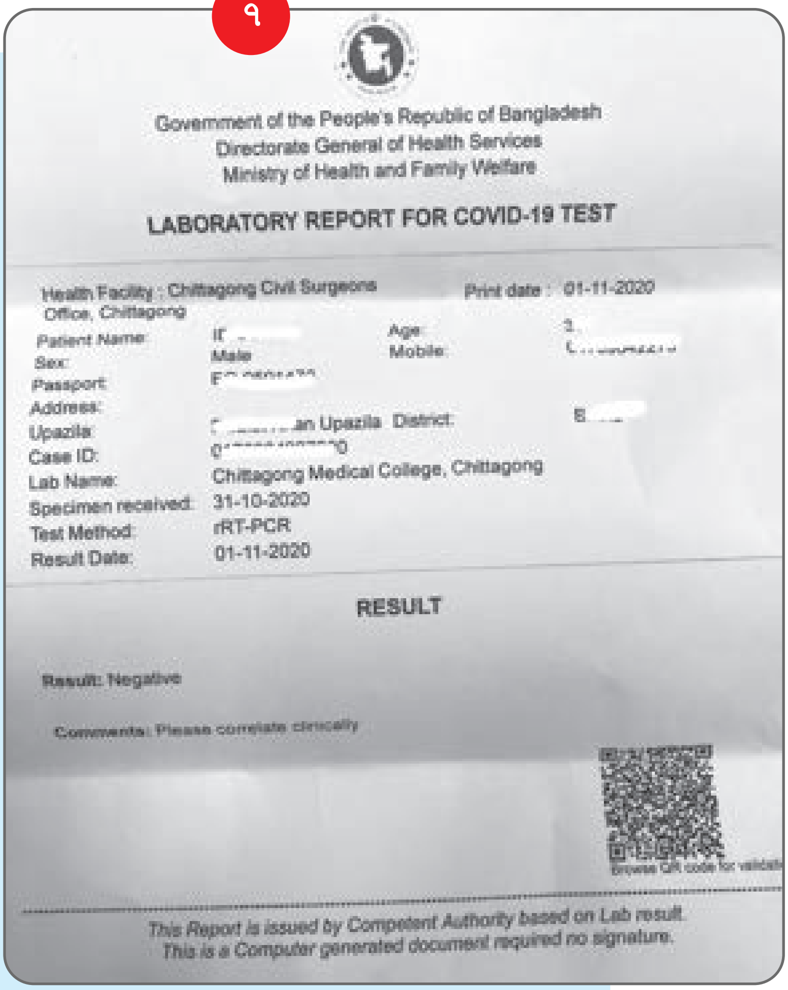

Government of the People's Republic of Bangladesh
Directorate General of Health Services
Ministry of Health and Family Welfare

LABORATORY REPORT FOR COVID-19 TEST

Health Facility : Chittagong Civil Surgeons Office, Chittagong
Print date : 01-11-2020
Patient Name:
Age:
Sex: Male
Mobile:
Passport:
Address:
Upazila: ...an Upazila
District:
Case ID:
Lab Name: Chittagong Medical College, Chittagong
Specimen received: 31-10-2020
Test Method: rRT-PCR
Result Date: 01-11-2020

RESULT

Result: Negative

Comments: Please correlate clinically

Browse QR code for validation

This Report is issued by Competent Authority based on Lab result.
This is a Computer generated document required no signature.

৮

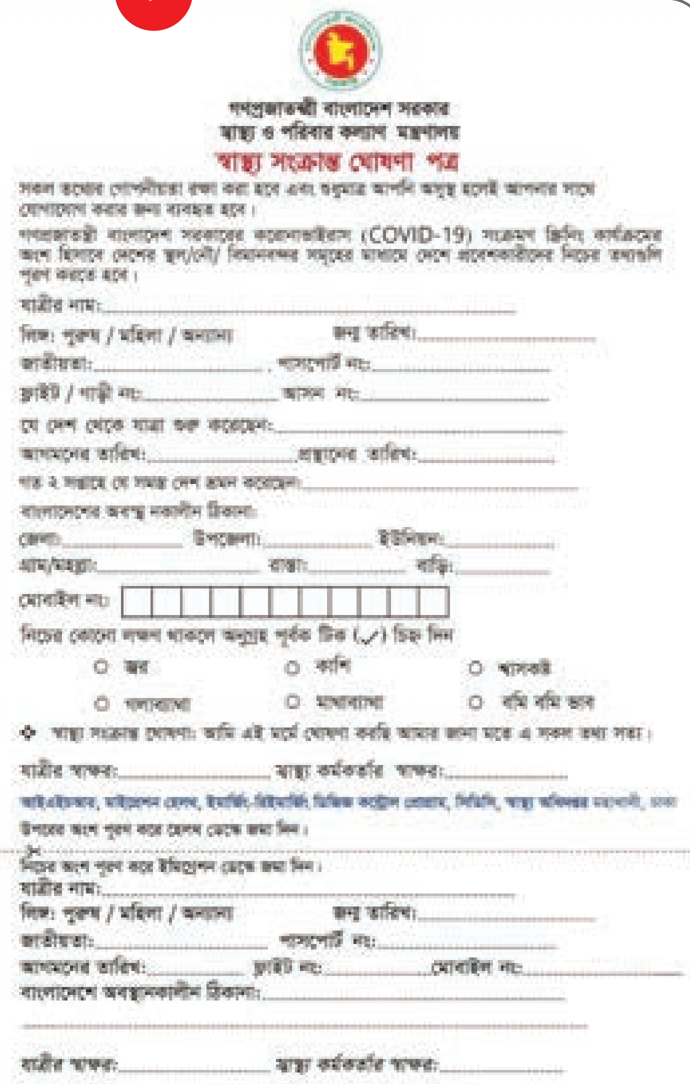

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ঘোষণা পত্র

সকল তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে এবং শুধুমাত্র আপনি অসুস্থ হলেই আপনার সাথে যোগাযোগ করার জন্য ব্যবহৃত হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের করোনাভাইরাস (COVID-19) সংক্রমণ স্ক্রিনিং কার্যক্রমের অংশ হিসাবে দেশের স্থল/নৌ/ বিমানবন্দর সমূহের মাধ্যমে দেশে প্রবেশকারীদের নিচের তথ্যগুলি পূরণ করতে হবে।

যাত্রীর নাম:..

লিঙ্গ: পুরুষ / মহিলা / অন্যান্য জন্ম তারিখ:..............................

জাতীয়তা:.............................. পাসপোর্ট নং:..............................

ফ্লাইট / গাড়ি নং:.............................. আসন নং:..............................

যে দেশ থেকে যাত্রা শুরু করেছেন:..............................

আগমনের তারিখ:.............................. প্রস্থানের তারিখ:..............................

গত ২ সপ্তাহে যে সমস্ত দেশ ভ্রমণ করেছেন:..............................

বাংলাদেশের অবস্থানকালীন ঠিকানা:

জেলা:.................... উপজেলা:.................... ইউনিয়ন:....................

গ্রাম/মহল্লা:.................... রাস্তা:.................... বাড়ি:....................

মোবাইল নং:

নিচের কোনো লক্ষণ থাকলে অনুগ্রহ পূর্বক টিক (✓) চিহ্ন দিন

○ জ্বর ○ কাশি ○ শ্বাসকষ্ট

○ গলাব্যথা ○ মাথাব্যথা ○ বমি বমি ভাব

❖ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ঘোষণা: আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি আমার জানা মতে এ সকল তথ্য সত্য।

যাত্রীর স্বাক্ষর:.............................. স্বাস্থ্য কর্মকর্তার স্বাক্ষর:..............................

আইইডিসিআর, মাইগ্রেশন হেল্থ, ইমার্জিং-রিইমার্জিং ডিজিজ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম, সিডিসি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মহাখালী, ঢাকা

উপরের অংশ পূরণ করে হেল্থ ডেস্কে জমা দিন।

✂ -

নিচের অংশ পূরণ করে ইমিগ্রেশন ডেস্কে জমা দিন।

যাত্রীর নাম:..

লিঙ্গ: পুরুষ / মহিলা / অন্যান্য জন্ম তারিখ:..............................

জাতীয়তা:.............................. পাসপোর্ট নং:..............................

আগমনের তারিখ:.................... ফ্লাইট নং:.................... মোবাইল নং:....................

বাংলাদেশে অবস্থানকালীন ঠিকানা:..............................

....

যাত্রীর স্বাক্ষর:.............................. স্বাস্থ্য কর্মকর্তার স্বাক্ষর:..............................

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র। বাংলাদেশে অবতরণ করার পূর্বেই উড়োজাহাজে যাত্রীদেরকে এ ফরমটি পূরণ করতে হয়।

৯

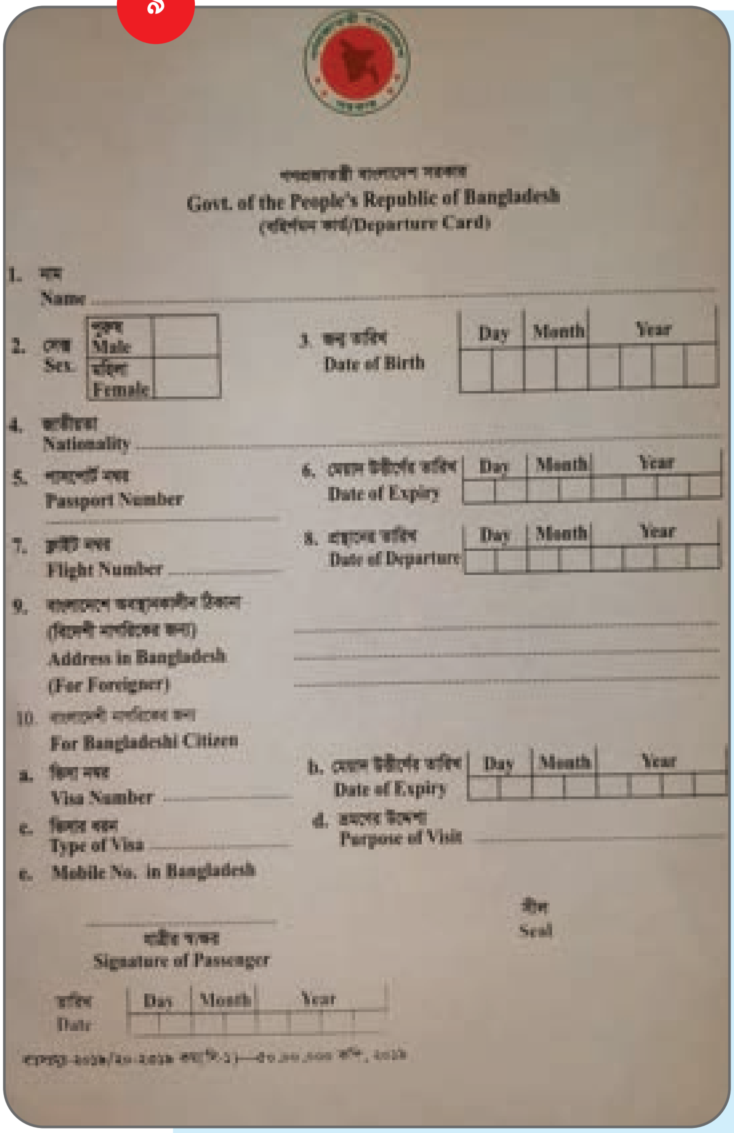
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Govt. of the People's Republic of Bangladesh
(বহির্গমন কার্ড/Departure Card)

1. নাম Name
2. লিঙ্গ Sex: পুরুষ Male / মহিলা Female
3. জন্ম তারিখ Date of Birth: Day | Month | Year
4. জাতীয়তা Nationality
5. পাসপোর্ট নম্বর Passport Number
6. মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ Date of Expiry: Day | Month | Year
7. ফ্লাইট নম্বর Flight Number
8. প্রস্থানের তারিখ Date of Departure: Day | Month | Year
9. বাংলাদেশে অবস্থানকালীন ঠিকানা (বিদেশী নাগরিকের জন্য) Address in Bangladesh (For Foreigner)
10. বাংলাদেশী নাগরিকের জন্য For Bangladeshi Citizen
a. ভিসা নম্বর Visa Number
b. মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ Date of Expiry: Day | Month | Year
c. ভিসার ধরন Type of Visa
d. ভ্রমণের উদ্দেশ্য Purpose of Visit
e. Mobile No. in Bangladesh

সীল Seal

যাত্রীর স্বাক্ষর Signature of Passenger

তারিখ Date: Day | Month | Year

চেক-ইন সম্পন্ন করে বোর্ডিং পাস হাতে পাওয়ার পর বিদেশগামী যাত্রীদের বর্হিগমন কার্ড পূরণ করতে হয় এবং তা ইমিগ্রেশনে জমা দিতে হয়।

১০

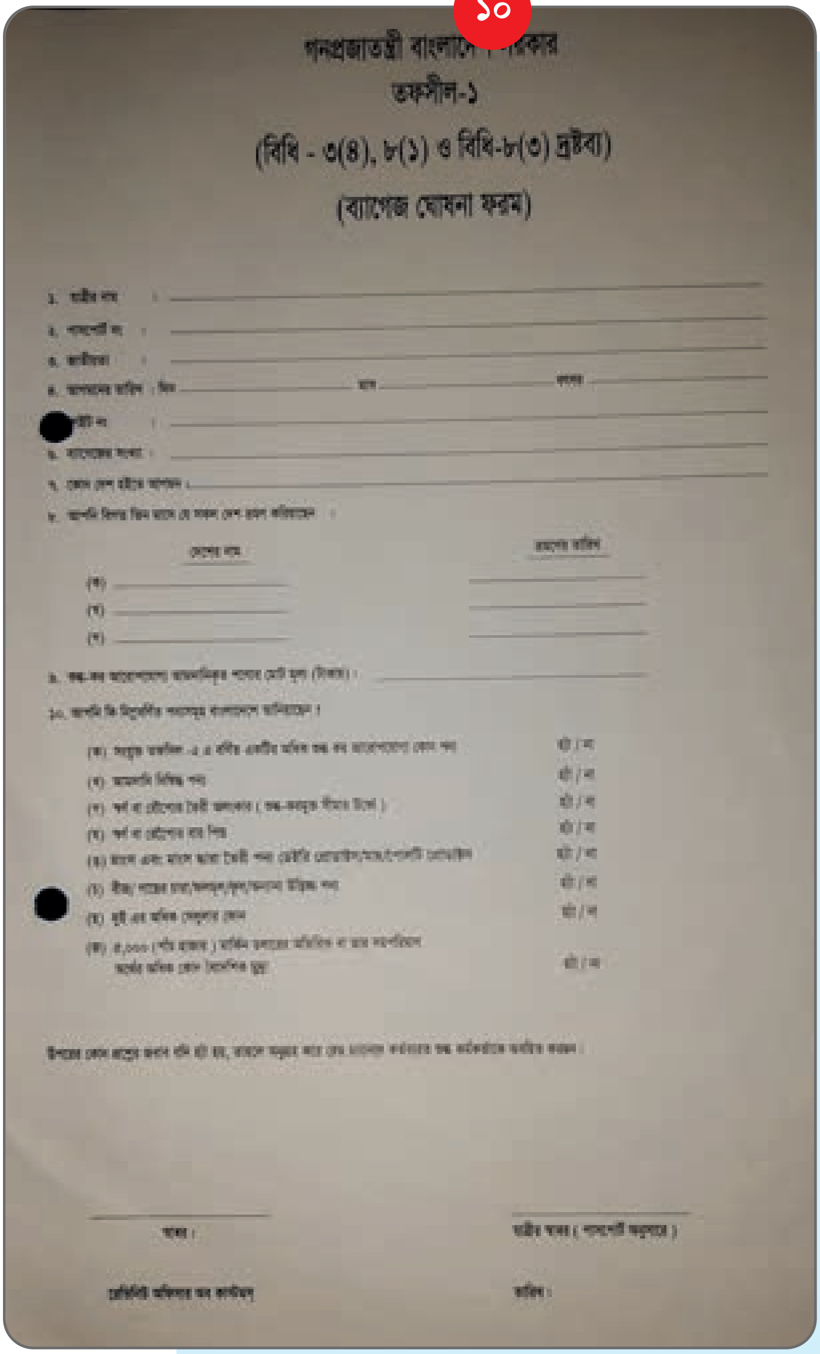
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদে... রকার

তফসীল-১

(বিধি - ৩(৪), ৮(১) ও বিধি-৮(৩) দ্রষ্টব্য)

(ব্যাগেজ ঘোষনা ফরম)

বাংলাদেশে অবতরণের পূর্বে যাত্রীরা উড়োজাহাজে বসে ব্যাগেজ ঘোষণা ফরম পূরণ করবেন। যাত্রীর সাথে শুল্ক আরোপযোগ্য কোনো পণ্য না থাকলেও ফরম পূরণ করে কাস্টমস এ দাখিল করতে হবে।

১১.১

বাংলাদেশ ব্যাংকের কপি (Copy for Bangladesh Bank)

প্রথম কপি (First Copy)

এফ.এম.জে ফরম

FMJ FORM

বৈদেশিক মুদ্রার ঘোষণা ফরম
(FOREIGN EXCHANGE DECLARATION FORM)

(১৯৪৭ সালের বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন এর ৮(১) ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রবর্তিত)
(Prescribed by Bangladesh Bank Under Section 8(1) of the Foreign Exchange Regulation Act, 1947)

এই ফরমটি বাংলাদেশে আগমনকারী ব্যক্তি কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে।
This form is to be filled in by a person entering Bangladesh.

পূর্ণ নাম
(Full Name)

জাতীয়তা
(Nationality)

পাসপোর্ট নং
(Passport No)

ইস্যুর তারিখ
(Date of Issue)

ইস্যুর স্থান
(Place of Issue)

আগমনের তারিখ ও সময়
(Date & time of arrival)

ফ্লাইট নম্বর
(Flight No.)

বাংলাদেশে ঠিকানা
(Address in Bangladesh)

বিদেশে অবস্থানের মেয়াদ
(Duration of stay in abroad)

পেশা
(Profession)

যোগাযোগ নম্বর
(Contact No)

ঘোষণা
DECLARATION

সঙ্গে আনীত নগদ বৈদেশিক মুদ্রা এবং হস্তান্তরযোগ্য বাহকের দলিল (ড্রাফট, পে অর্ডার, ট্রাভেলার্স চেক ইত্যাদি)/Cash and negotiable bearer instruments in foreign currency (drafts, pay orders, traveler's cheques etc) brought in:

বৈদেশিক মুদ্রার বর্ণনা (Description of foreign Currency)	পরিমাণ (Amount)	কথায় (In words)

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সঠিক। (I, the undersigned, hereby solemnly declare that the information given above is correct.)

শুল্ক কর্মকর্তার স্বাক্ষর ঃ
Signature of Customs Official :
তারিখ ঃ
Date:

ঘোষণাকারীর স্বাক্ষর ঃ
Signature of Declarant :
তারিখ ঃ
Date:

১১.২

Page-2

Information for Declarant

[illegible]

1. An incoming/outgoing passenger may bring in/take out upto Taka 10,000(Ten thousand) in Bangladesh currency at the time of arrival into/departure from Bangladesh.

১। [illegible]

2. Any amount of foreign currency may be brought in by an incoming passenger with declaration to the customs authorities in Form FMJ. No declaration, however, is necessary for amounts brought in upto US$ 10,000 (ten thousand) or equivalent. For a foreigner, the entire amount brought in with declaration or upto US$ 10,000 (ten thousand) brought in without declaration may be taken out freely at the time of departure. Upto US$ 10,000 (ten thousand) brought in without declaration by a Bangladeshi may also be retained and taken out freely while proceeding abroad. Amount in excess of US$ 10,000 (ten thousand) brought in by the resident Bangladeshis, should, however, be encashed or deposited in appropriate foreign currency account within 30(thirty) days of arrival. Such amounts brought in by non-resident Bangladeshis can be encashed or deposited in foreign currency account any time after return to Bangladesh.

২। [illegible]

3. Encashment of foreign exchange brought in should be done with licenced Money Changers/ Authorised Dealer bank branches.

৩। [illegible]

4. An incoming/outgoing adult female passenger may bring in/take out any quantity of personal jewellery worn on her person or as part of her accompanying personal baggage.

৪। [illegible]

উড়োজাহাজে বসে যাত্রী বৈদেশিক মুদ্রার ঘোষণা ফরম পূরণ করবেন।

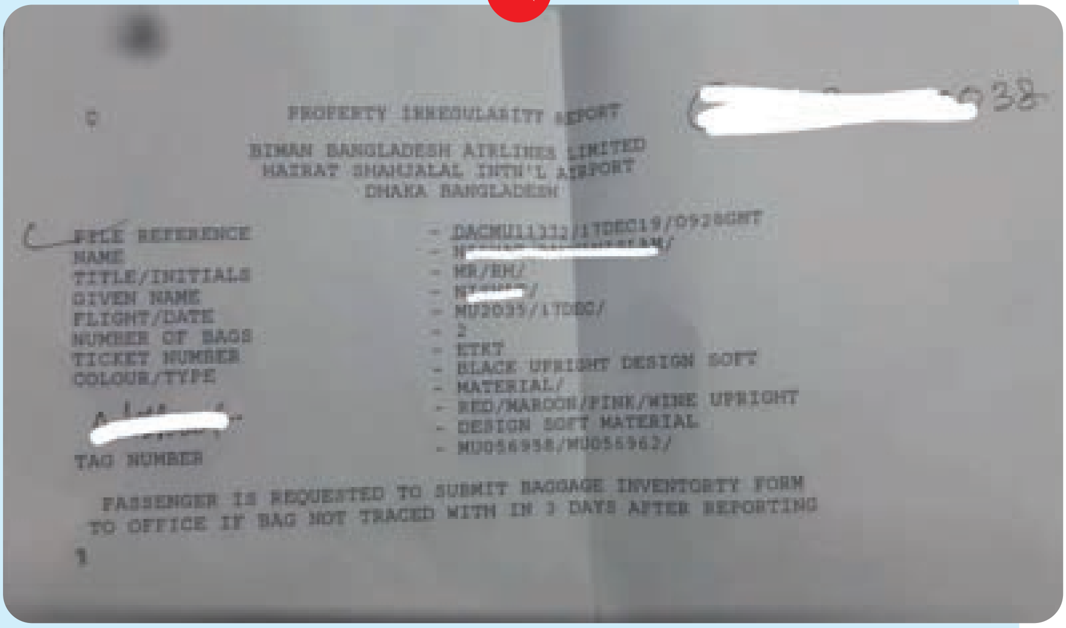

PROPERTY IRREGULARITY REPORT

BIMAN BANGLADESH AIRLINES LIMITED
HAZRAT SHAHJALAL INT'L AIRPORT
DHAKA BANGLADESH

FILE REFERENCE - DACMU11332/17DEC19/0928GMT
NAME - [redacted]/
TITLE/INITIALS - MR/EH/
GIVEN NAME - [redacted]/
FLIGHT/DATE - MU2035/17DEC/
NUMBER OF BAGS - 2
TICKET NUMBER - ETKT
COLOUR/TYPE - BLACK UPRIGHT DESIGN SOFT
- MATERIAL/
[redacted] - RED/MAROON/PINK/WINE UPRIGHT
- DESIGN SOFT MATERIAL
TAG NUMBER - MU056958/MU055962/

PASSENGER IS REQUESTED TO SUBMIT BAGGAGE INVENTORY FORM
TO OFFICE IF BAG NOT TRACED WITH IN 3 DAYS AFTER REPORTING

গন্তব্য বিমানবন্দরে অবতরণের পর যাত্রী বেল্টে লাগেজ না পেলে লস্ট এন্ড ফাউন্ড ডেস্কে গিয়ে Property Irregularity Report (PIR) ফাইল করবেন। এ রিপোর্টে যাত্রীর না পাওয়া লাগেজ সংখ্যা এবং তার বর্ণনা থাকে।

১৩

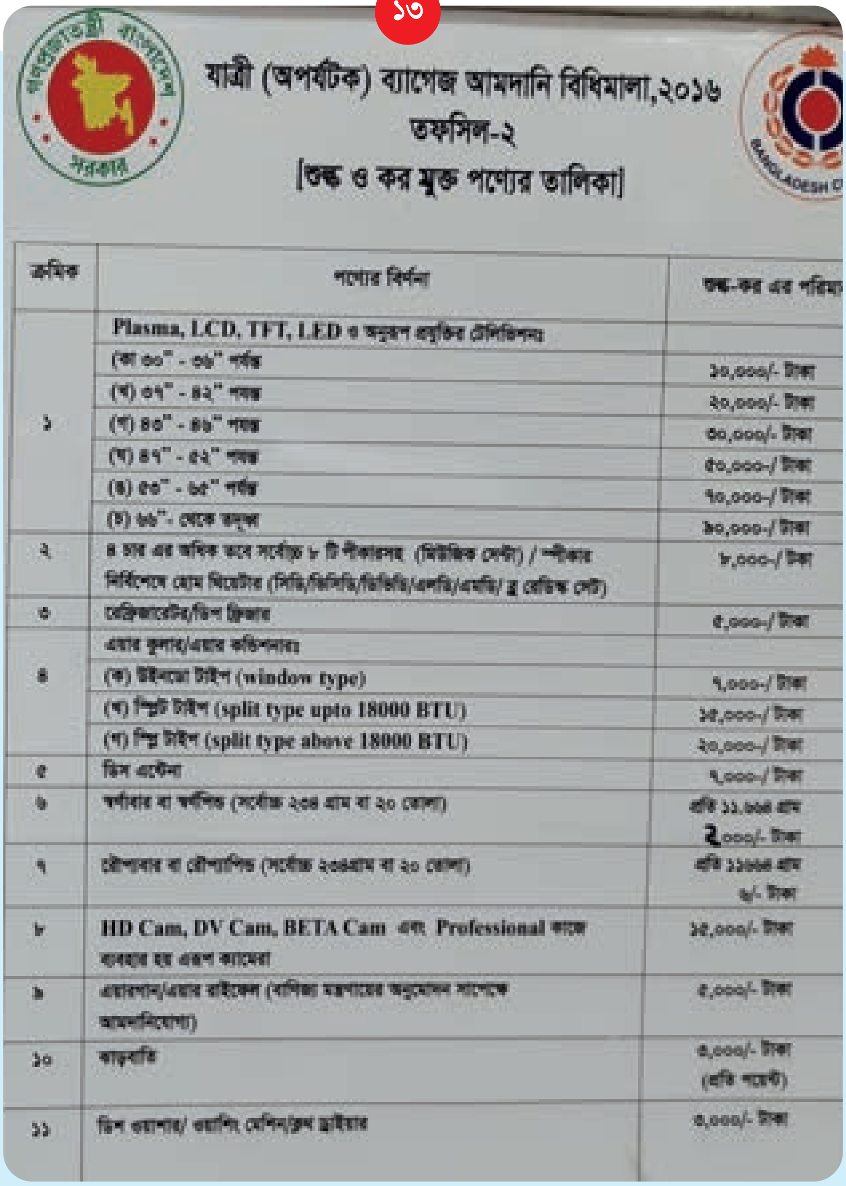

যাত্রী (অপর্যটক) ব্যাগেজ আমদানি বিধিমালা,২০১৬
তফসিল-২
[শুল্ক ও কর মুক্ত পণ্যের তালিকা]

ক্রমিক	পণ্যের বিবরণ	শুল্ক-কর এর পরিমাণ
১	Plasma, LCD, TFT, LED ও অনুরূপ প্রযুক্তির টেলিভিশনঃ	
	(ক) ৩০" - ৩৬" পর্যন্ত	১০,০০০/- টাকা
	(খ) ৩৭" - ৪২" পর্যন্ত	২০,০০০/- টাকা
	(গ) ৪৩" - ৪৬" পর্যন্ত	৩০,০০০/- টাকা
	(ঘ) ৪৭" - ৫২" পর্যন্ত	৫০,০০০-/ টাকা
	(ঙ) ৫৩" - ৬৫" পর্যন্ত	৭০,০০০-/ টাকা
	(চ) ৬৬"- থেকে তদূর্ধ্ব	৯০,০০০-/ টাকা
২	৪ তার এর অধিক তবে সর্বোচ্চ ৮ টি স্পীকারসহ (মিউজিক সেন্টার) / স্পীকার নির্বিশেষে হোম থিয়েটার (সিডি/ভিসিডি/ডিভিডি/এলডি/এমডি/ ব্লু রেভিক্স সেট)	৮,০০০-/ টাকা
৩	রেফ্রিজারেটর/ডিপ ফ্রিজার	৫,০০০-/ টাকা
৪	এয়ার কুলার/এয়ার কন্ডিশনারঃ	
	(ক) উইন্ডো টাইপ (window type)	৭,০০০-/ টাকা
	(খ) স্প্লিট টাইপ (split type upto 18000 BTU)	১৫,০০০-/ টাকা
	(গ) স্প্লিট টাইপ (split type above 18000 BTU)	২০,০০০-/ টাকা
৫	ডিস এন্টেনা	৭,০০০-/ টাকা
৬	স্বর্ণবার বা স্বর্ণপিন্ড (সর্বোচ্চ ২৩৪ গ্রাম বা ২০ তোলা)	প্রতি ১১.৬৬৪ গ্রাম ২০০০/- টাকা
৭	রৌপ্যবার বা রৌপ্যপিন্ড (সর্বোচ্চ ২৩৪গ্রাম বা ২০ তোলা)	প্রতি ১১৬৬৪ গ্রাম ৬/- টাকা
৮	HD Cam, DV Cam, BETA Cam এবং Professional কাজে ব্যবহার হয় এরূপ ক্যামেরা	১৫,০০০/- টাকা
৯	এয়ারগান/এয়ার রাইফেল (বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য)	৫,০০০/- টাকা
১০	ঝাড়বাতি	৩,০০০/- টাকা (প্রতি পয়েন্ট)
১১	ডিশ ওয়াশার/ ওয়াশিং মেশিন/ক্লথ ড্রাইয়ার	৩,০০০/- টাকা

কাস্টমসে ঘোষণা প্রদান সাপেক্ষে বাংলাদেশে আগত যাত্রীরা যেসব পণ্য শুল্ক পরিশোধ করে আনতে পারবেন তার তালিকা।।

১৪

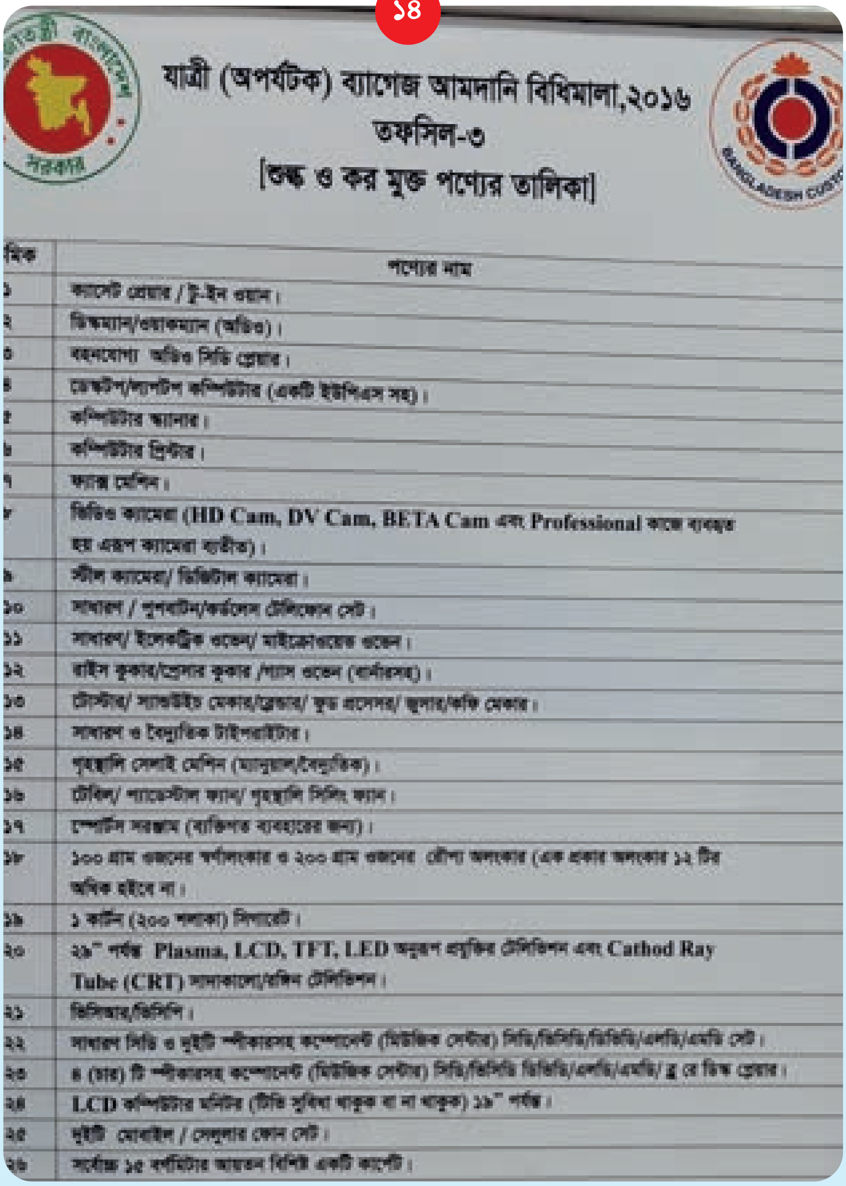

যাত্রী (অপর্যটক) ব্যাগেজ আমদানি বিধিমালা,২০১৬

তফসিল-৩

[শুল্ক ও কর মুক্ত পণ্যের তালিকা]

ক্রমিক	পণ্যের নাম
১	ক্যাসেট প্লেয়ার / টু-ইন ওয়ান।
২	ডিস্কম্যান/ওয়াকম্যান (অডিও)।
৩	বহনযোগ্য অডিও সিডি প্লেয়ার।
৪	ডেস্কটপ/ল্যাপটপ কম্পিউটার (একটি ইউপিএস সহ)।
৫	কম্পিউটার স্ক্যানার।
৬	কম্পিউটার প্রিন্টার।
৭	ফ্যাক্স মেশিন।
৮	ভিডিও ক্যামেরা (HD Cam, DV Cam, BETA Cam এবং Professional কাজে ব্যবহৃত হয় এরূপ ক্যামেরা ব্যতীত)।
৯	স্টীল ক্যামেরা/ ডিজিটাল ক্যামেরা।
১০	সাধারণ / পুশবাটন/কর্ডলেস টেলিফোন সেট।
১১	সাধারণ/ ইলেকট্রিক ওভেন/ মাইক্রোওয়েভ ওভেন।
১২	রাইস কুকার/প্রেসার কুকার /গ্যাস ওভেন (বার্নারসহ)।
১৩	টোস্টার/ স্যান্ডউইচ মেকার/ব্লেন্ডার/ ফুড প্রসেসর/ জুসার/কফি মেকার।
১৪	সাধারণ ও বৈদ্যুতিক টাইপরাইটার।
১৫	গৃহস্থালি সেলাই মেশিন (ম্যানুয়াল/বৈদ্যুতিক)।
১৬	টেবিল/ প্যাডেস্টাল ফ্যান/ গৃহস্থালি সিলিং ফ্যান।
১৭	স্পোর্টস সরঞ্জাম (ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য)।
১৮	১০০ গ্রাম ওজনের স্বর্ণালংকার ও ২০০ গ্রাম ওজনের রৌপ্য অলংকার (এক প্রকার অলংকার ১২ টির অধিক হইবে না।
১৯	১ কার্টন (২০০ শলাকা) সিগারেট।
২০	২৯" পর্যন্ত Plasma, LCD, TFT, LED অনুরূপ প্রযুক্তির টেলিভিশন এবং Cathod Ray Tube (CRT) সাদাকালো/রঙিন টেলিভিশন।
২১	ভিসিআর/ভিসিপি।
২২	সাধারণ সিডি ও দুইটি স্পীকারসহ কম্পোনেন্ট (মিউজিক সেন্টার) সিডি/ভিসিডি/ডিভিডি/এলডি/এমডি সেট।
২৩	৪ (চার) টি স্পীকারসহ কম্পোনেন্ট (মিউজিক সেন্টার) সিডি/ভিসিডি ডিভিডি/এলডি/এমডি/ ব্লু রে ডিস্ক প্লেয়ার।
২৪	LCD কম্পিউটার মনিটর (টিভি সুবিধা থাকুক বা না থাকুক) ১৯" পর্যন্ত।
২৫	দুইটি মোবাইল / সেলুলার ফোন সেট।
২৬	সর্বোচ্চ ১৫ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট একটি কার্পেট।

যেসব পণ্য শুল্ক ও করমুক্তভাবে আনা যায়।

১৫

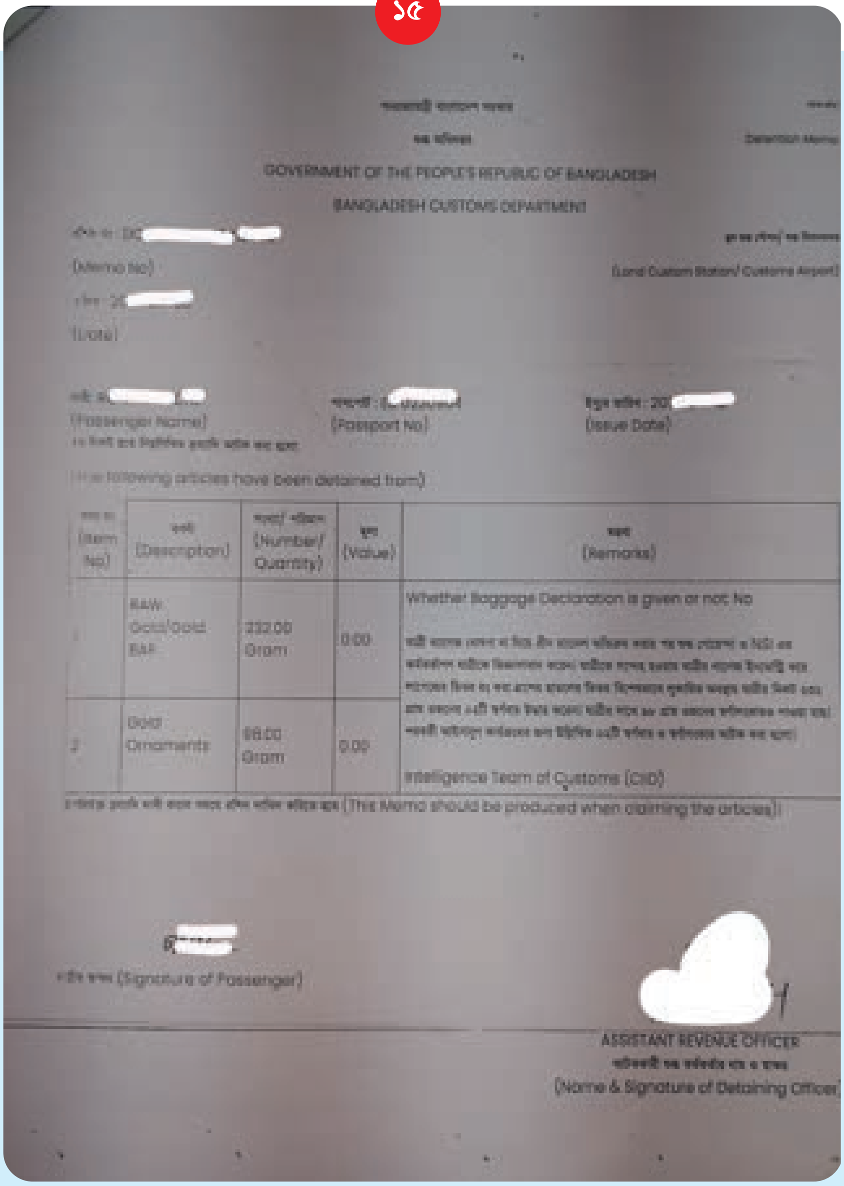

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

BANGLADESH CUSTOMS DEPARTMENT

Detention Memo

(Memo No) [redacted]

(Land Custom Station/ Customs Airport)

(Date) [redacted]

(Passenger Name) [redacted]

(Passport No) [redacted]

(Issue Date) [redacted]

(The following articles have been detained from)

(Item No)	(Description)	(Number/ Quantity)	(Value)	(Remarks)
1	RAW Gold/Gold BAR	232.00 Gram	0.00	Whether Baggage Declaration is given or not: No
2	Gold Ornaments	98.00 Gram	0.00	Intelligence Team of Customs (CIID)

(This Memo should be produced when claiming the articles)

(Signature of Passenger)

ASSISTANT REVENUE OFFICER

(Name & Signature of Detaining Officer)

কাস্টমস কর্তৃক কোন পণ্য আটক করার পর প্রদত্ত আটক রশিদ (Detention Memo)

পরিশিষ্ট-২

গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	০১৩০৪ ০৫০৬০৩ ফেসবুক পেইজঃ https://www.facebook.com/AirportMagistrates/ ইমেইলঃ airport.magistrate.bd@gmail.com
ডিউটি অফিসার এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন)	০১৩২০ ১৯৪৯৯৯
ডিউটি অফিসার এভিয়েশন সিকিউরিটি (এভসেক)	০১৭০৮ ১৬৭৩২৬
ডিউটি সিকিউরিটি অফিসার (ডিএসও)	০১৯৪০ ৪৪৫০৫৫
এয়ারপোর্ট হেলথ হটলাইন	০১৭৯৯ ৪৩০০৩৩ ০২-৮৯০ ১৮৪৪
প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক	আন্তর্জাতিক টার্মিনাল ০২-৮৯০১০৪০ আমদানি কার্গো (মৃতদেহ আনয়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়) ০২-৮৯০ ১৩৬৫ ০১৬১০ ১০৯৩৩৩
এয়ারপোর্ট কাস্টমস	সহকারী কমিশনার ০১৩১৭ ২৪৯২৭২ যুগ্ম কমিশনার ০১৩১৫ ০৫১৩২৭ কমিশনার ০১৩১৫ ০৫১৩১৬
চোরাচালান/রাজস্ব ফাঁকি রোধে বাংলাদেশ কাস্টমস এর হটলাইন	০১৩১৩ ৩৬৯১১১

এয়ারপোর্ট ইমিগ্রেশন হেল্পলাইন	অফিসার ইন চার্জ (ইমিগ্রেশন) ০১৩২০ ০০৫৯০২ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ইমিগ্রেশন) ০১৩২০ ০০৫৩৭৬
ইমিগ্রেশন পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ	বিশেষ পুলিশ সুপার, হশাআবি ০১৩২০ ০০৫১১১ বিশেষ পুলিশ সুপার,ইমিগ্রেশন প্রশাসন ০১৩২০ ০০৫১০২ এডিশনাল ডিআইজি (ইমিগ্রেশন) ০১৩২০ ০০৫০৩৫ ডিআইজি (ইমিগ্রেশন) ০১৩২০ ০০৫০০৬
Lost and Found Desk	০২- ৮৯০ ১৩১৫ ০১৭৭৭ ৭১৫৫৩৫
প্ল্যান্ট কোয়ারেন্টাইন	০২-৮৯০ ১৮৩৩
এনিম্যাল কোয়ারেন্টাইন	০১৩২৪ ২৮৮৮৪৮ ০২-৮৯০ ১০৩২
বিমানবন্দর থানা	অফিসার ইনচার্জ ০১৩২০ ০৪১৮৭৩

পরিশিষ্ট-৩

যাত্রীবাহী ফ্লাইট পরিচালনাকারী দেশি ও বিদেশি এয়ারলাইন্সসমূহের সাথে যোগাযোগ

ক্রমিক নং	এয়ারলাইন্স এর নাম	টিকেট বুকিং/রিজারভেশন অফিস এর নাম্বার	হশাআবিতে এয়ারলাইন্স অফিসের নাম্বার	ব্যাগেজ সার্ভিস কর্মকর্তার নাম্বার
১	এয়ার এরাবিয়া (G9)/ এয়ার এরাবিয়া আবুধাবি (3L)	০১৭০৮ ১৫০৭৮২	০২- ৮৯০ ১৮০৬ ০১৭৩০ ০৯৪০৩১	০১৭৩০ ০৩৭৭৪৬
২	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স	০১৭৭৭ ৭১৫৬৩০ ০১৭৭৭ ৭১৫৬৩১ ০২- ৮৯০ ১৬০০ এক্স: ২১৩৫, ২১৩৬	০১৭৭৭ ৭১৫৫৩১ ০২- ৮৯০ ১৫০০ এক্স: ৫৭০০	০১৭৭৭ ৭১৫৫৩৫ ০২- ৮৯০ ১৫০০ এক্স: ৫৪০২, ৫৪০০
৩	এয়ার এশিয়া	০১৯৮৪ ৫৫৫৬৬৬ ০১৯৮৪ ৫৫৫৮৮৮ ০১৯৯০ ২২২০০০	০১৭১১ ৬০৯২৬৬ ০১৭১২ ১৬৫১২৩	০১৭১৪ ০৮২৭৩২ ০১৭৩৫ ৫৭২১৪১
৪	এয়ার ইন্ডিয়া	০২- ২২২২ ২৮৬৯১ ০২- ২২২২ ২৮৪৩১ ০২- ২২২২ ২৮৫০২	০২- ৮৯০ ১৩৩৬	০১৭১৭ ৭১১০৮৯ ০১৯১২ ৯১৪৩৪৬
৫	ক্যাথে প্যাসিফিক এয়ারওয়েজ	০১৯৭৮ ৬৬৬১৩৮ ০২- ২২২২ ৮৫৮০২	০২- ৮৯০ ১৭৮৫	০১৭১৩ ০৪৩১৯২
৬	চায়না ইস্টার্ন এয়ারলাইন্স	০২- ৫৮৮১ ৭২৭৭ ০২- ৫৮৮১ ৭২৭৮ ০২- ৫৮৮১ ৭২৭৯ ০২- ৫৮৮১ ৭২৮০ ০২- ৫৮৮১ ৭২৮১	০২-৮৯০ ১১৬৭	০১৬১৮ ০০০০৩৮

ক্রমিক নং	এয়ারলাইন্স এর নাম	টিকেট বুকিং/রিজারভেশন অফিস এর নাম্বার	হশাআবিতে এয়ারলাইন্স অফিসের নাম্বার	ব্যাগেজ সার্ভিস কর্মকর্তার নাম্বার
৭	চায়না সাউদার্ন এয়ারলাইন্স	০২- ৯৮৯ ৪৩২৭ ০২- ৯৮৮ ২৭৪৫	০১৬৭৮ ২০৫০০১	০১৭১৫ ২৫৩৫২১
৮	ড্রুক এয়ার	০২- ৯৬৩ ২৭১১ ০২- ৯৬৩ ২৭১২ ০২- ৯৬৩ ২৭৭০ ০২- ৯৬৩ ২৭৭৫ ০২- ৯৬৩ ২৭৭৬	০২- ৮৯০ ১৮২৩	০২- ৮৯০ ১৮১৯
৯	এমিরেটস এয়ারলাইন্স	০৯৬০৯ ০০১১৩৩	০২- ৮৯০ ১৫৩৫ ০১৭১১ ৫৪৩৪৩৪	০২- ৮৯০ ১৬৬৪ ০১৭১৩ ০৬৯৮৯৮
১০	ইতিহাদ এয়ারওয়েজ	০২- ৮৮৩১ ২৫৮ ০২- ৮৮৩১ ২৪৭ ০২- ৮৮১৯ ৫৪০ ০২- ৮৮১৯ ৫৪২	০২- ৪৮৯৫৩৪৯৬	০১৩১৩ ৭৬৫৮১২
১১	ফ্লাই দুবাই	০২-৫৮৮১ ৭৮১১-২০ এক্স: ১০৪, ১০৫	০২- ৮৯০ ১৩৫১ ০২- ৮৯০ ১৩৫২	০২- ৮৯০ ১৩৫৩ ০১৭৮৭ ৬৭০৯২৬
১২	গালফ এয়ার	০১৭৭৭ ৭৯৯৭৯৩ ০২- ৯৮৫ ১৯৬৬ ০২- ৯৮৫ ১৯৬৭ ০২- ৯৮৫ ১৯৬৮ ০২- ৯৮৫ ১৯৬৯		০১৯৯৯ ২০২১৪৩
১৩	হিমালয় এয়ারলাইন্স	০১৯৭২ ০০০৬০৯		০১৯৫১ ১০৩৬২১
১৪	ইন্ডিগো এয়ার	০১৩১৩ ০৩৭৫১৯		০১৭৩০ ০৯৪১০০
১৫	জাজিরা এয়ারলাইন্স	০১৭১৩ ০৯৪৬৬৪	০২- ৮৯০ ১৫৮৬	০১৭২৯ ২৫৬০৪৩ ০১৪০০ ৩৩২২৪০

ক্রমিক নং	এয়ারলাইন্স এর নাম	টিকেট বুকিং/রিজারভেশন অফিস এর নাম্বার	হশাআবিতে এয়ারলাইন্স অফিসের নাম্বার	ব্যাগেজ সার্ভিস কর্মকর্তার নাম্বার
১৬	কুয়েত এয়ারওয়েজ	০২- ৮৮৮১ ১৭৪২-৯		০১৭৯৯ ৯৯৪৯৬২
১৭	মালয়শিয়ান এয়ারলাইন্স	০১৮৪৪ ৫০৯১৮৫ ০১৮৪৪ ৫০৯১৮৬ ০১৮৪৪ ৫০৯১৮৭ ০১৮৪৪ ৫০৯১৮৮ ০১৮৪৪ ৫০১৯৮৯	০২-৮৯০ ১৫৯৭	০১৬৭০ ৫২৫০৩২ ০১৭৭৫ ০১৯৭০৪
১৮	মালদিভিয়ান এয়ারলাইন্স	০১৭৯৯ ৯৯৪৯৬৩		০১৭০৮ ৮১০৭৯৫
১৯	মালিন্দো এয়ার	০১৭৭৭ ৭৫০৩৯৩	০২- ৮৯০ ১৮৭৬	০১৭৭৭ ৭৫০৩৯০
২০	নভো এয়ার	০১৭৫৫ ৬৫৬৬৬০ ০১৭৫৫ ৬৫৬৬৬১ ০১৭৫৫ ৬৫৬৬৬২ ০১৭৫৫ ৬৫৬৬৬৩	০২- ০৯৬৬৬ ৭২২২২৪ এক্স: ৫১৬৬, ৫২১৩	০১৭৫৫ ৬৫৬৬০১
২১	ওমান এয়ার	০১৮৪৪ ০২৭৪৪২ ০২- ৯৮৯ ০০২৪ ০২- ৯৮৯ ০০২৫		০১৮৪৪ ০২৭৪৮৬
২২	কাতার এয়ারওয়েজ	০২- ০৯৬১০ ৮০০৮০০	০২-৮৯০ ১১১৭	০১৭০৯ ৬৩৩৮৮০
২৩	সালাম এয়ার	০২- ৫৮৮১ ১৬৮৩	০২- ০৯৬৭৭৫০০০০০	০১৮৪৭ ৪৬৭৭১০
২৪	সৌদিয়া এয়ারলাইন্স	০২- ৫৫০২৮০৬৯-৭১	০১৭২৯ ২৫৪৯৩৯	০১৭১৩ ০৩০৬৫০
২৫	সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স	০১৩১১ ০০১৯০২	০২- ৮৯০ ১৮২৫	০১৭৩০ ৩৫৯৪৪৬
২৬	স্পাইস জেট	০১৮৪৪ ০২৭৪৮১	০২- ৮৯০ ১৫৯৩	০১৮৪৪ ০২৭৪৮৯
২৭	শ্রীলঙ্কান এয়ারলাইন্স	০১৭০৮ ৮৪২০৪৯ ০১৭০৮ ৪৮২০৫০	০২- ৮৯০ ১১৭৪ ০২- ৮৯০ ১১৭৫	০১৭০৮ ৪৮২০৪১
২৮	থাই এয়ারওয়েজ	০১৭১৪ ০৪২০৫৯	০১৭১৩ ০৯৩১২৬	০১৭২৯ ২৫৬০৪৩
২৯	তুর্কিশ এয়ারলাইন্স	০২- ৯৮৮ ৮৭৫৭ ০২- ৯৮৯ ২৩৯৩	০২- ৮৯০ ১১৭৩	০১৮৩৩ ৩৩২৮১২
৩০	ইউ এস বাংলা এয়ারলাইন্স	০১৭৭৭ ৭৭৭৮০৯		০১৭৭৭ ৭৭৭৮৬৭
৩১	ভিসতারা এয়ারলাইন্স	০১৮৪৪ ২৪১৪৪৬		০১৮৪৪ ২৪১৪৪৩

নোট: এ তথ্য ফেব্রুয়ারি ২০২২ মাসে সংগৃহীত।

পরিশিষ্ট-৪
বাংলাদেশে ফ্লাইট পরিচালনাকারী বিদেশি এয়ারলাইন্সসমূহ

ক্রমিক নং	দেশের নাম	এয়ারলাইন্স এর নাম ও কোড	যে বিমানবন্দর হতে যাওয়া আসা করে	প্রতি সপ্তাহে ফ্লাইট সংখ্যা	
				ঢাকায়	চট্টগ্রামে
০১	বাহরাইন	গালফ এয়ার (GF)	বাহরাইন (BAH)	৮	নাই
০২	ভুটান	ড্রুক এয়ার (KB)	পারো (PBH)	১	নাই
০৩	চীন	চায়না ইস্টার্ন (MU)	কুনমিং (KMG)	২	নাই
০৪		চায়না সাউদান (CZ)	ক্যান্টন (CAN)	১	নাই
০৫	হংকং	ক্যাথে প্যাসিফিক (CX)	হংকং (HKG)	২	নাই
০৬	সৌদি আরব	সৌদিয়া এয়ারলাইন্স (SV)	জেদ্দা (JED)	১৪	নাই
			রিয়াদ (RUH)	০৭	নাই
			দাম্মাম (DMM)	০৪	নাই
০৭	কুয়েত	কুয়েত এয়ারওয়েজ (KU)	কুয়েত (KWI)	৭	নাই
০৮		জাজিরা (J9)	কুয়েত (KWI)	৭	নাই
০৯	মালয়শিয়া	এয়ার এশিয়া (AK)	কুয়ালালামপুর (KUL)	৪	নাই
১০		মালয়শিয়ান এয়ারলাইন্স (MH)	কুয়ালালামপুর (KUL)	৮	নাই
১১		মালিন্দো (OD)	কুয়ালালামপুর (KUL)	৭	নাই
১২	মালদ্বীপ	মালদিভিয়ান (Q2)	মালে (MLE)	৪	নাই
১৩	নেপাল	হিমালয় এয়ারলাইন্স (H9)	কাঠমান্ডু (KTM)	৫	নাই
১৪	ওমান	ওমান এয়ার (WY)	মাস্কাট (MCT)	৩	৩
১৫		সালাম এয়ার (OV)	মাস্কাট (MCT)	৭	৫
১৬	কাতার	কাতার এয়ারওয়েজ (QR)	দোহা (DOH)	২১	২
১৭	সিঙ্গাপুর	সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স (SIN)	সিঙ্গাপুর (SIN)	৭	নাই
১৮	শ্রীলংকা	শ্রীলংকান এয়ারলাইন্স (UL)	কলম্বো (CMB)	৭	নাই

১৯	থাইল্যান্ড	থাই এয়ারওয়েজ (TG)	ব্যাংকক (BKK)	৩	নাই
২০	তুরস্ক	তুর্কিশ এয়ারলাইন্স (TK)	ইস্তাম্বুল (IST)	১২	নাই
২১	ভারত	স্পাইস জেট (SG)	কলকাতা (CCU)	৫	৪
২২		ইন্ডিগো (6E)	চেন্নাই (MAA)	২	নাই
২৩			কলকাতা (CCU)	৪	নাই
২৪		এয়ার ইন্ডিয়া (AI)	কলকাতা (CCU)	২	নাই
২৫		ভিসতারা (UK)	দিল্লী (DEL)	২	নাই
২৬	সংযুক্ত আরব আমিরাত	এমিরেটস এয়ারলাইন্স (EK)	দুবাই (DXB)	২২	নাই
২৭		এয়ার এরাবিয়া (G9)	শারজাহ (SHJ)	২১	৭
			রাস আল খাইমা (RAK)	৪	নাই
২৮		ইতিহাদ এয়ারওয়েজ (EY)	আবুধাবি (ABU)	৭	৬
২৯		ফ্লাই দুবাই (FZ)	দুবাই (DXB)	১২	৭
৩০		এয়ার এরাবিয়া আবুধাবি (3L)	আবুধাবি (ABU)	৭	৪

নোট: এ তথ্য ফেব্রুয়ারি ২০২২ মাসে সংগৃহীত। যে কোন সময় কোন এয়ারলাইন্স তার কার্যক্রম বন্ধ করতে পারে, ফ্লাইট সংখ্যা হ্রাস/বৃদ্ধি করতে পারে অথবা নতুন কোন গন্তব্যে ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করতে পারে। এছাড়া নতুন কোন এয়ারলাইন্স কার্যক্রম শুরু করতে পারে।

পরিশিষ্ট-৫

আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালনাকারী দেশি এয়ারলাইন্স

এয়ারলাইন্সের নাম ও কোড	গন্তব্য	প্রতি সপ্তাহে ফ্লাইট সংখ্যা	ভায়া (যদি থাকে)
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স (BG)	দুবাই	৭	চট্টগ্রাম/সিলেট
	মাসকাট	৭	চট্টগ্রাম/সিলেট
	দোহা	৪	চট্টগ্রাম/সিলেট
	আবুধাবি	৭	চট্টগ্রাম/সিলেট
	শারজাহ	৪	
	লন্ডন	৪	সিলেট
	ম্যানচেস্টার	২	সিলেট
	কুয়ালালামপুর	৬	
	দাম্মাম	৫	
	জেদ্দা	৭	
	রিয়াদ	৬	
	মদিনা	৪	
	সিঙ্গাপুর	৬	
	কাঠমান্ডু	৪	
	কুয়েত	৪	চট্রগ্রাম
	ব্যাংকক		
	দিল্লী	৫	
	কোলকাতা	৪	
	চেন্নাই	২	

ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্স (ইঝ)	কুয়ালালামপুর	৬	চট্টগ্রাম (১টি)
	সিঙ্গাপুর	৪	চট্টগ্রাম
	দোহা	৭	
	মাসকাট	৪	
	দুবাই	৭	
	শারজাহ	৭	
	ক্যানটন	১	
	ব্যাংকক	২	
	মালে	৪	
	কোলকাতা	২	
	চেন্নাই	৫	চট্টগ্রাম হতে সরাসরি ২ টি ফ্লাইট

নোট: এ তথ্য ফেব্রুয়ারি ২০২২ মাসে সংগৃহীত। যে কোন সময় কোন এয়ারলাইন্স তার কার্যক্রম বন্ধ করতে পারে, ফ্লাইট সংখ্যা হ্রাস/বৃদ্ধি করতে পারে অথবা নতুন কোন গন্তব্যে ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করতে পারে। এছাড়া নতুন কোন এয়ারলাইন্স কার্যক্রম শুরু করতে পারে।

পরিশিষ্ট-৬

অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটসমূহ

ফ্লাইট পরিচালনার রুট	প্রতি সপ্তাহে ফ্লাইট সংখ্যা		
	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স	ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্স	নভোএয়ার
ঢাকা-চট্টগ্রাম-ঢাকা	৫	৭	৭
ঢাকা-কক্সবাজার-ঢাকা	৩	৬	৮
ঢাকা-সিলেট-ঢাকা	৭	৪	৩
ঢাকা-রাজশাহী-ঢাকা	নাই	৩	৪
ঢাকা-সৈয়দপুর-ঢাকা	৬	৭	৭
ঢাকা-যশোর-ঢাকা	৩	৮	৭
ঢাকা-বরিশাল-ঢাকা	২	৩	৪

নোট: এ তথ্য ফেব্রুয়ারি ২০২২ মাসে সংগৃহীত। যে কোন সময় কোন এয়ারলাইন্স তার কার্যক্রম বন্ধ করতে পারে, ফ্লাইট সংখ্যা হ্রাস/বৃদ্ধি করতে পারে অথবা নতুন কোন গন্তব্যে ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করতে পারে। এছাড়া নতুন কোন এয়ারলাইন্স কার্যক্রম শুরু করতে পারে।

পরিশিষ্ট-৭

দরকারি ওয়েবসাইট ও অ্যাপ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ওয়েব ঠিকানা	যা আছে
০১	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় probashi.gov.bd	✓ অভিবাসন ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্পর্কিত আইন, বিধি, নীতিমালা প্রজ্ঞাপনের সংকলন " প্রবাসী ম্যানুয়াল" ✓ বিদেশ গমনেচ্ছু শ্রমিকদের জন্য অভিবাসন প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল
০২	জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো bmet.gov.bd	✓ রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে অনলাইনে অভিযোগ দাখিল ব্যবস্থা ✓ অভিবাসন সম্পর্কিত অভিযোগ দাখিল ব্যবস্থা
০৩	সুরক্ষা সেবা বিভাগ ssd.gov.bd	✓ ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট সংক্রান্ত বিভিন্ন ফরম
০৪	ইমিগ্রেশন, বাংলাদেশ পুলিশ immi.gov.bd	✓ ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালার বিবরণ; ✓ ইমিগ্রেশন বিষয়ক সাম্প্রতিক নোটিশ
০৫	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড nbr.gov.bd	✓ ব্যাগেজ রুলস এবং এর সর্বশেষ সংশোধনী; ✓ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা: অনলাইনে অভিযোগ দাখিলের সুযোগ
০৬	বাংলাদেশ কাস্টমস bangladeshcustoms.gov.bd	✓ ব্যাগেজ রুলস, ব্যাগেজ ঘোষণা ফরম, বৈদেশিক মুদ্রা ঘোষণা ফরম; ✓ বাংলাদেশে আগত পর্যটকদের জন্য কাস্টমস আইন বিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্য
০৭	বাংলাদেশ ব্যাংক bb.org.bd	✓ বৈদেশিক মুদ্রা বহন ও আনয়ন বিষয়ক নির্দেশিকা
০৮	বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ caab.gov.bd	✓ বেসামরিক বিমান চলাচল বিষয়ক পরিপত্রসমূহ
০৯	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় mocat.gov.bd	✓ ট্রাভেল এজেন্সির বিরুদ্ধে অনলাইনে অভিযোগ দাখিলের সুযোগ
১০	Transportation Security Administration (TSA) tsa.gov	✓ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের একটি এজেন্সি, যা ঐ দেশের গণপরিবহন ব্যবস্থার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নিয়োজিত। যুক্তরাষ্ট্রে আগত ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে ছেড়ে যাওয়া ফ্লাইটের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে তাদের অনুসৃত পদ্ধতি অনেক দেশেই অনুসৃত হয়।

দরকারি অ্যাপ

ক্রমিক নং	অ্যাপের নাম	যা আছে
০১	Ami Probashi আমি প্রবাসী	✓ বিদেশে সরকার অনুমোদিত চাকরি খোঁজার সুযোগ; ✓ ট্রেনিং কোর্সে আবেদন করার সুযোগ; ✓ অনুমোদিত রিক্রুটিং এজেন্সির ঠিকানা, ইমেইল ও ওয়েবসাইট; ✓ দেশভিত্তিক খরচ; ✓ বিদেশ যাত্রার চেকলিস্ট; ✓ দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ নাম্বার ও ইমেইল
০২	Bivui বিভূঁই	✓ বিদেশ গমনে করণীয় বিষয় সম্পর্কে ধারণা প্রদান

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
www.mocat.gov.bd

প্রচ্ছদ, অলঙ্করণ, অঙ্গসজ্জা ও সম্পাদনা সহযোগী:
IID
www.iid.org.bd

মুদ্রণে:
বিমান মুদ্রণ ও প্রকাশনা বিভাগ,
৮১ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ,ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।